উপদেশরত্নমালা।

শ্রীদেবপ্রতিপালক স্বামি-প্রণীত।

প্রকাশক—

শ্রী-শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত

৬১ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৩১

কলিকাতা, ৩০নং হরীতকী বাগান,
'পঞ্চপাণিক প্রেসে'
শ্রীরাজকুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গপত্র

যাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ জীবনে কখনও

ভুলিবার নহে,

যিনি আত্মজ্ঞান-বিষয়ে আমার বিবিধ প্রশ্নযুক্ত পত্রের

উত্তরে নানাবিধ সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ পত্র

দিয়াছিলেন এবং পরে যিনি তাঁহার

সেই পত্রখানিকে—

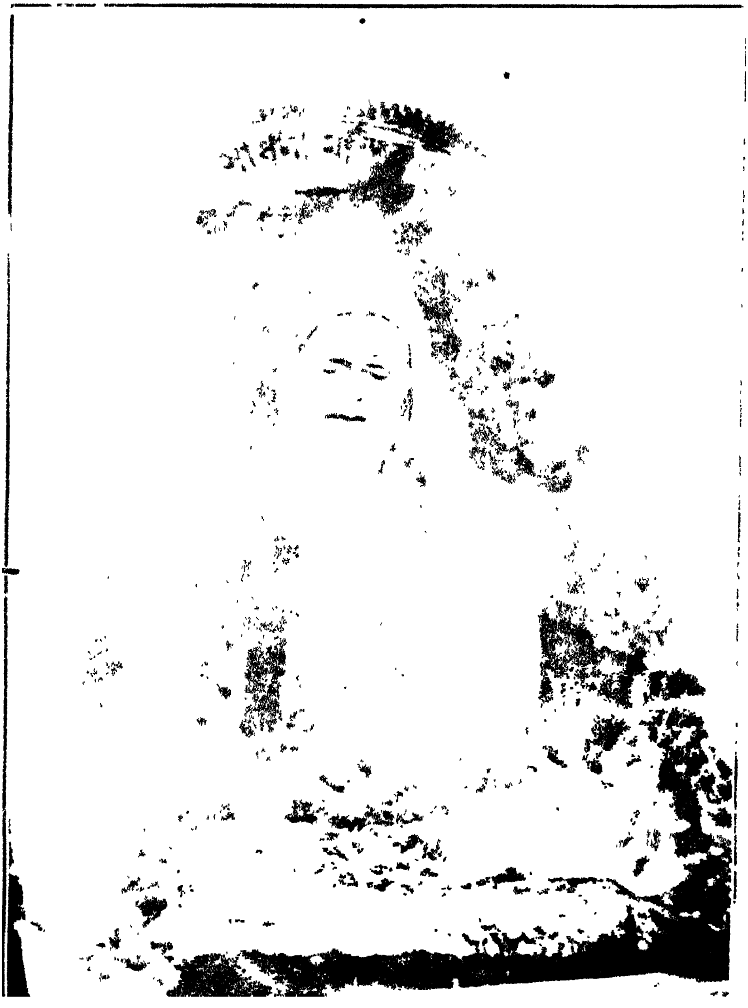
পুস্তকাকারে মুদ্রিত দেখিতে

নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন,

সেই পরমারাধ্য

শ্রীগুরুদেবের পবিত্র শ্রীচরণকমলে

ইহা উৎসৃষ্ট হইল।



শ্রীমৎ-দেবপ্রতিপালক স্বামী

৺কাশীধামে জলসমাধির পূর্ব্বাবস্থা।

দেহত্যাগ-২৬ ফাল্গুণ ১৩৩০ সাল।

মুখবন্ধ।

গত পাঁচ ছয় বৎসর যাবৎ আত্মজ্ঞান-বিষয়ে আমার যে সকল সংশয় উপস্থিত হইত, সেইগুলির অপনোদনের নিমিত্ত ৺বারাণসীধামবাসী আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব, শ্রীমৎ দেবপ্রতিপালক স্বামী মহাশয়কে পত্র দ্বারা মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতাম, তদুত্তরে তিনি সেগুলির মীমাংসা লিখিয়া পাঠাইতেন।

গত বৎসর শ্রীগুরুদেবকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া একখানি দীর্ঘ পত্র লিখি, তিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া, সদ্‌যুক্তি ও প্রমাণসহ, মোক্ষার্থীর মোক্ষবিধায়ক, জীব-ব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদক, ধর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক নানা সদুপদেশে পরিপূর্ণ পত্র দ্বারা আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দেন। পরে সাধকবৃন্দের ও সমাজের কল্যাণ-কামনায় আমাকে পত্রখানি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে আদেশ দেন। নানা কারণে তাঁহার নরলীলাসংবরণের পূর্ব্বে এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে সমর্থ না হওয়ায় তাঁহার নিকট অশেষ অপরাধে অপরাধী। এক্ষণে এই পুস্তকখানি জনসমাজে সমাদৃত হইলে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে পারিব। এই গ্রন্থে কোন কোন স্থানে বর্ণাশুদ্ধি লক্ষিত হইবে; সহৃদয় পাঠকবর্গ সেগুলি উপেক্ষা করিলে অনুগৃহীত হইব।

এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রকবিভূষণ মহাশয় অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন এবং পত্রখানিকে বিবিধ বিষয়ে বিভক্ত করতঃ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার উপযুক্ত করিয়া আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। অলমতিবিস্তরেণ।

কলিকাতা,	শ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।	শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুপ্ত।

সূচিপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা
বিশ্ব এবং বিশ্বের কারণ	...	৩
মঙ্গলাচরণ	...	৪
গ্রন্থানুবন্ধ (অধিকারিনিরূপণ)	...	৫
সাধন চতুষ্টয়	...	৬
অন্তরঙ্গসাধন ও বহিরঙ্গসাধন	...	৭
সম্বন্ধনিরূপণ	...	১০
বিষয়-নিরূপণ	...	১০
প্রয়োজন	...	১০
অমৃতাধিকারীদিগের প্রতি উপদেশ	...	১২
অনধিকারীর প্রতি উপদেশ নিষিদ্ধ	...	১৩
বিবেকাদি-লাভের উপায়	...	১৬
সাধনানন্তর কর্ত্তব্য	...	২০
ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণ	...	২১
ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা	...	২৩
স্ত্রী-শূদ্রের বেদে অধিকার ও বেদজ্ঞের কর্ত্তব্য	...	২৬
অভিমান-ত্যাগ	...	৩২
সংসারবন্ধন-মুক্তি	...	৩১
ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণের মতবিচার	...	৪২
মায়া ও ব্রহ্ম	...	৪৯
ইন্দ্রিয়সমূহের উৎপত্তি	...	৫২

বিষয়		পৃষ্ঠা
বেদান্ত সম্বন্ধে দ্বৈতবাদিগণের মত	...	৫৫
পঞ্চখ্যাতি ও তৎসম্বন্ধে বৈদান্তিকগণের মত	...	৫৬
সাক্ষিভাষা এবং অধ্যাস	...	৬০
কিরূপে ধ্যান করিতে হয়	...	৬৩
চিদাভাসের সাতটী অবস্থা	...	৬৫
ব্রহ্ম, কূটস্থ এবং চিদাভাসের স্বরূপ	...	৬৬
জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ	...	৭৩
মুক্তির হেতু	...	৭৭
ভক্তির লক্ষণ এবং প্রকার	...	৭৮
গুরুমাহাত্ম্য	...	৮৩
শ্রবণ-কীর্ত্তনে মুক্তিলাভ	...	৮৬
জ্ঞানই মুক্তির উপায়	...	৯৩
সদ্গুরুর আবশ্যকতা	...	৯৮
সাধনের প্রণালী এবং তাহার ফল	...	১০২
মুক্তিকে অতিমৃত্যু বলে কেন	...	১০৫
ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা	...	১০৬
একমাত্র ব্রহ্মোপাসনাই কর্ত্তব্য	...	১২৫
অবতার বাদ	...	১২৮
সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম	...	১৩৫
কিরূপে সুখলাভ হয়	...	১৩৭
বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধে কয়েকটী কথা	...	১৩৯
প্রাচীন ভারতের উপাসনাবিধি	...	১৪৪
নচিকেতার উপাখ্যান	...	১৫১

উপদেশরত্নমালা।

শ্রীমদ্দেবপ্রতিপালকস্বামি-কৃতা।

পূর্ব্বখণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং গুরুং ধর্ম্মার্থমোক্ষদং
সুধিয়াং তত্ত্ববোধায় রচ্যতে রত্নমালিকা।

অনুবাদ।—ধর্ম্মার্থমোক্ষপ্রদাতা গুরুর চরণে প্রণাম করিয়া সুধীজনের যথার্থ আত্মবোধের নিমিত্ত উপদেশরত্নমালা-নামক গ্রন্থ রচনা করিতেছি।

ব্যাখ্যা।—এখানে সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মকেই গুরু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সৎ চিৎ ও আনন্দ এই পদত্রয়ের প্রতি-পাদ্য বিভিন্ন নহে, ঐ পদ তিনটীকে একমাত্র আত্মার বোধক জানিবে। যদি উক্ত পদত্রয়কে আত্মার গুণ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে স্বরূপতঃ পরস্পর ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু পদত্রয়ে ভেদ থাকিলেও বস্তু-নিরূপণে ভেদ নাই। যেহেতু আত্মা অভাবরহিত, এই কারণে আত্মাকে 'সৎ' বলা হয়। আর আত্মা জড় পদার্থ হইতে ভিন্ন এবং প্রকাশস্বরূপ, এই কারণে

উঁহাকে 'চিৎ' বলা হয়। আর আত্মা দুঃখাদিবর্জ্জিত এবং মুখ্য প্রীতির বিষয়, এই কারণ উঁহাকে 'আনন্দ' বলা যায়। যেমন অগ্নি উষ্ণ ও প্রকাশস্বরূপ, তেমনই আত্মা সচ্চিদানন্দ-রূপ। যেমন উষ্ণ ও প্রকাশ অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে, তেমনই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অতএব ব্রহ্ম এবং আত্মা একই পদার্থ। ব্যাপক পদার্থের নাম ব্রহ্ম। যাহা সর্ব্বদেশে সকল সময়ে বর্ত্তমান থাকে, তাহাই ব্যাপক। "রামঃ পশ্চিমদেশে ত্রেতায়াং বভূব" অর্থাৎ রাম ত্রেতাযুগে পশ্চিমদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। "কৃষ্ণো দ্বাপরে গোকুলে বভূব" অর্থাৎ কৃষ্ণ দ্বাপরযুগে গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উভয় স্থলে স্থান এবং কালকে সীমাবদ্ধ করায় রাম এবং কৃষ্ণের ব্যাপকত্বের বা ব্রহ্মত্বের নিরাস হইতেছে; কিন্তু আত্মাতে এইরূপ দেশকৃত বা কালকৃত ভেদ নাই। যাহাতে দেশকাল-কৃত ভেদ নাই, তাহা নিত্য পদার্থ। আর যাহাতে উক্তরূপ ভেদ আছে, তাহা অনিত্য। এই আত্মা হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন নহেন। যদি আত্মা হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম অনাত্ম হইবেন। যাহা অনাত্ম, তাহা ঘটাদির ন্যায় জড় মিথ্যা পদার্থ। যদি আত্মা হইতে ব্রহ্মকে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে ব্রহ্ম জড় ও মিথ্যা পদার্থ হইবে; অতএব ব্রহ্ম ও আত্মা একই স্বরূপ। যেমন বৃক্ষমূলে জল দান করিলে শাখা প্রশাখাদি শীতল ও পরিপুষ্ট হয়, তেমনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার করিলে ব্রহ্মের অংশ দেব দেবী সকলও পরিতুষ্ট হন।

গুরোরঙ্ঘ্রিং হৃদি ধ্যাত্বা তদ্দেবপ্রতিপালকঃ
বিশ্বং বিশ্বনিদানঞ্চ বক্ষ্যে শ্রুত্যনুসারতঃ।

অনুবাদ। আমি তদ্দেবপ্রতিপালক (তৎ অর্থাৎ সর্ব্বজন-বিদিত বা প্রসিদ্ধ, দেব অর্থাৎ পরমেশ্বর, প্রতিপালক যাহার এরূপ) অর্থাৎ সেই সর্ববগুণ-সম্পন্ন পরমেশ্বরের সেবক। আমি গুরুর চরণ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া বেদানুসারে জগৎ এবং জগতের কারণ বর্ণনা করিতেছি।

বিশ্ব এবং বিশ্বের কারণ।

জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্ম এবং মায়া এই দুইটী পদার্থই ছিল। তন্মধ্যে ব্রহ্ম সচ্চিৎ আনন্দ অখণ্ড অনাদি অনন্ত স্বরূপ ছিলেন, আর মায়া সত্ত্ব রজ তমঃ সুখ দুঃখ মোহ অজ্ঞান আবরণ বিক্ষেপ ভ্রান্তি, সর্ব্ব দুঃখের মূল এবং জগতের নিমিত্ত কারণ স্বরূপে বিদ্যমান ছিল। মায়ার মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রকাশ স্বরূপ, রজোগুণ ক্রিয়া স্বরূপ, ও তমোগুণ আকর্ষণ স্বরূপ জানিবে। উদাহরণ যথা,—জ্বলিত প্রদীপ, জ্বলিত প্রদীপে যাহা প্রকাশ, তাহা সত্ত্ব-গুণ, বর্ত্তিকা (পলিতা) রজোগুণ এবং তৈল তমোগুণ। তৈল বর্ত্তিকাকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তিকা তৈল লইয়া অগ্নির মুখে দিতেছে। ব্রহ্ম ও মায়া দুইটী তমঃ ও প্রকাশের ন্যায় বিরুদ্ধ স্বভাব। যেমন তমঃ ও প্রকাশ দুইটী এক হইতে

পারে না, তেমনি ব্রহ্ম ও মায়া এক হইতে পারে না। তন্মধ্যে ব্রহ্ম দ্রষ্টা, মায়া ও মায়িক পদার্থসকল দৃশ্য। দ্রষ্টা এবং দৃশ্য কখনও এক হইতে পারে না। কিন্তু মায়াতে একটী অঘটন-ঘটনকারিণী শক্তি আছে। যেমন লৌহপিণ্ড অগ্নিতে তপ্ত হইলে উহা অগ্নির দাহিকাশক্তি ও প্রকাশগুণ প্রাপ্ত হয় এবং লৌহের গুণ গুরুত্বও অগ্নিতে প্রতীত হয়, তদ্রূপ মায়া ও ব্রহ্ম দুইটী মিলিত হওয়ায় মায়ার গুণ সুখ দুঃখ মোহ ব্রহ্মে প্রতীত হয়, আবার ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ গুণও মায়া বা মায়িক পদার্থে প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন,—"অহং সুখী, অহং দুঃখী, অহং ন জানামি" (অর্থাৎ "আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি জানিনা"—সুখ, দুঃখ, মোহ) এই মায়ার গুণ আত্মাতে প্রতীত হইতেছে এবং "ঘটোঽস্তি ঘটোভাতি ঘটো মে প্রিয়ঃ" (অর্থাৎ "ঘট আছে, ঘট প্রকাশিত হইতেছে, ঘট আমার প্রিয়"—সৎ-চিৎ-আনন্দ) এই আত্মগুণত্রয় মায়িক ঘটে প্রতীত হইতেছে। এইরূপে জগতে জড় ও চেতনের বিভাগ রহিল না; ইহা মায়ার অদ্ভুত শক্তি জানিবে। মায়াই ব্রহ্মকে জীব করিয়াছে।

মঙ্গলাচরণ।

শিষ্য। গুরো! কোন গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ নাই সমাপ্তি আছে, আবার কোন গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ আছে সমাপ্তি নাই,

এইরূপ মঙ্গলে অন্বয় এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তির ব্যভিচার দেখা যায়। আর "অন্বয়-ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-বিশিষ্টত্বং কারণত্বমিতি ন্যায়বিদাং মতম্" অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মতে অন্বয় এবং ব্যতিরেকের ব্যাপ্তি-বিশিষ্টত্বই কারণ। এইরূপ দ্বিবিধ ব্যাপ্তিতে ব্যভিচার হইলে মঙ্গলাচরণ কিরূপে সমাপ্তির কারণ হইতে পারে?

গুরু। হে প্রিয়! মঙ্গলাচরণ সমাপ্তির কারণ নহে, কিন্তু বিঘ্ন-বহুল বিষয়ের অভাবই সমাপ্তির কারণ জানিবে। শিষ্টাচার প্রদর্শন বা আস্তিক মত প্রদর্শন জন্যই মঙ্গলাচরণ করিতে হয়।

গ্রন্থানুবন্ধ (অধিকারিনিরূপণ)।

শিষ্য। গুরো! যে গ্রন্থে অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের নিরূপণ নাই, সে গ্রন্থ পাঠে মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তি হয় না; অতএব আপনার গ্রন্থারম্ভে অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের নিরূপণ করা কর্ত্তব্য।

গুরু। হে প্রিয়! অনুবন্ধ-চতুষ্টয় নিরূপণ করিতেছি, শ্রবণ কর—(১) অধিকারী (২) সম্বন্ধ (৩) বিষয় এবং (৪) প্রয়োজন, এই চারিটীর নাম অনুবন্ধ-চতুষ্টয়। হে প্রিয়! মনুষ্যদিগের হৃদয়ে ত্রিবিধ দোষ নিহিত আছে। যথা—(১) মল (২) বিক্ষেপ এবং (৩) অজ্ঞান বা আবরণ। নিষ্কাম

কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অন্তঃকরণের মলরূপ দোষ দূর হয়, উপাসনারূপ কর্ম্ম দ্বারা মনের চঞ্চলতারূপ বিক্ষেপ দোষ দূর হয়, আর আত্মজ্ঞান দ্বারা অন্তঃকরণের আবরণরূপ দোষ দূর হয়। যে পুরুষ নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনা-কর্ম্ম করিয়া অন্তঃকরণের মল এবং বিক্ষেপরূপ দোষ দূর করিয়াছে, কেবল আত্মার স্বরূপাজ্ঞানরূপ আবরণ দোষ যাহার হৃদয়ে আছে এবং যে ব্যক্তি সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাকেই তুমি গ্রন্থপাঠের অধিকারী জানিবে।

সাধন-চতুষ্টয়।

শিষ্য। হে গুরো! সাধন-চতুষ্টয় কাহাকে বলে?

গুরু। হে প্রিয়! বিবেক, বৈরাগ্য, শমাদি ষট্ সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব ইহাদিগকে সাধন-চতুষ্টয় বলিয়া জানিবে।

শিষ্য। হে গুরো! বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয়ের লক্ষণ কি?

গুরু। হে প্রিয়! আত্মা অবিনাশী অচলস্বভাব জানিবে। আর জগৎকে আত্মা হইতে প্রতিকূলস্বভাব জানিবে। অর্থাৎ জগৎ বিনাশী এবং ক্রিয়াবান্। এই জ্ঞানের নাম (১) বিবেক। এই বিবেকই বৈরাগ্যাদি সকল সাধনের মূল-স্বরূপ। অর্থাৎ প্রথমে বিবেক উৎপন্ন হইলে পরে বৈরাগ্যাদি সাধনের উৎপত্তি

হয়। আর বিবেক না হইলে বৈরাগ্যাদি উৎপন্ন হয় না। হে প্রিয়! বৈরাগ্য, শমাদি ষট্ সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব এই সকলের হেতু একমাত্র বিবেকই জানিবে। (২) বৈরাগ্য—ইহলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সুখ-সম্ভোগ সকলকে দুঃখরূপ অতি নিকৃষ্ট বন্ধন-হেতু জানিয়া ত্যাগ করার নাম বৈরাগ্য। (৩) শমাদি ষট্ সম্পত্তি। শম—বিষয়সকল হইতে মনের নিগ্রহ করার নাম শম। দম—বিষয়-সম্পর্ক হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের নিরোধের নাম দম। শ্রদ্ধা—বেদে এবং গুরুর বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। সমাধান—মনের চঞ্চলতার অভাবকে সমাধান কহে। উপরতি—সমস্ত বিষয়বাসনা ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করার নাম উপরতি। তিতিক্ষা—শীত উষ্ণ ক্ষুধা পিপাসা মান অপমান ইত্যাদি সহন করার নাম তিতিক্ষা। (৪) মুমুক্ষুত্ব—পরব্রহ্ম প্রাপ্তির ইচ্ছা এবং দুঃখসকলের নিবৃত্তি, ইহার নামই মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছা।

অন্তরঙ্গ-সাধন ও বহিরঙ্গ-সাধন।

এই বিবেকাদি চারিটী, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এই তিনটী এবং তৎপদার্থের বোধ ও ত্বং পদার্থের বোধ এই আটটী জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন। যজ্ঞাদিক কর্ম্ম জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন। মুমুক্ষু ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে বহিরঙ্গ সাধনসমূহ ত্যাগ করিবে এবং অন্তরঙ্গ সাধনসকল গ্রহণ করিবে। যাহাদের সাহায্যে শ্রবণে

বা জ্ঞানে প্রত্যক্ষ ফল হয়, সেইগুলিই অন্তরঙ্গ সাধন। ইহার মধ্যে বিবেকাদি শ্রবণের উপযোগী। বিবেকাদি সাধন না হইলে বহির্ম্মুখ পুরুষের আত্মশ্রবণে অধিকার হয় না। শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন এই তিনটী জ্ঞানের উপযোগী। এই তিনটী ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না। আবার তৎপদের অর্থ এবং ত্বং পদের অর্থ না জানিলে জীবব্রহ্মে অভেদ জ্ঞান হয় না; সুতরাং বিবেকাদি সাধন-চতুষ্টয় ও শ্রবণাদি সাধন-ত্রয় এবং তৎ ও ত্বং পদের অর্থজ্ঞান এই আটটীই অন্তরঙ্গ সাধন। আর যে কর্ম্মের দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধিমাত্র হয়, তাহা বহিরঙ্গ সাধন। সকাম পুরুষের কৃত যজ্ঞাদি কর্ম্ম স্বর্গের হেতু, আর নিষ্কাম পুরুষের কৃত যজ্ঞাদি কর্ম্ম অন্তঃকরণ শুদ্ধির হেতু। কর্ম্মফলের এইরূপ ভেদ জানিবে। নিষ্কামপুরুষ-কৃত যজ্ঞাদি কর্ম্ম অন্তঃকরণের শুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে। অন্তরঙ্গ সাধন মুক্তির সমীপবর্ত্তী আর বহিরঙ্গ সাধন মুক্তির দূরবর্ত্তী জানিবে। বাস্তবিকই জ্ঞানের মুখ্য সাধন "তত্ত্বমসি" আদি মহাবাক্য, শ্রবণাদি জ্ঞানের মুখ্য সাধন নহে। বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয় করার নাম শ্রবণ। জীবব্রহ্মের অভেদের সাধক ভেদের বাধক যুক্তিসকল দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের চিন্তনের নাম মনন। নিঃসন্দিগ্ধ ব্রহ্মবিষয়ে নিহিত মনের একাগ্রতার নাম নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসনের পরিপক্কাবস্থার নাম সমাধি।

শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন এই তিনটী জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন না হইলেও ইহাদিগকে "অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা" এই

দুইয়ের নাশক বলিয়া অবগত হইবে। সংশয়ের নাম অসম্ভাবনা ও বিপর্য্যয়ের নাম বিপরীত ভাবনা। শ্রবণজ্ঞান দ্বারা সংশয়ের নাশ, আর মনন দ্বারা প্রমেয়গত বিপর্য্যয় দোষ নাশ হয়। "বেদান্ত-বাক্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতিপাদক বা অন্য কোন পদার্থের প্রতিপাদক ?" এইরূপ সংশয় শ্রবণ দ্বারা নষ্ট হয়। মনন দ্বারা "জীব ব্রহ্মের অভেদ সত্য, কি ভেদ সত্য ?" এইরূপ প্রমেয়-গত সংশয়ের নাশ হয়। দেহাদি সত্য এবং জীব ব্রহ্মের ভেদ সত্য এইরূপ জ্ঞান-বিপর্য্যয় নিদিধ্যাসন দ্বারা নষ্ট হয়। এইরূপে শ্রবণাদি-ত্রয় জ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূত অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা এতদুভয়ের নাশ করে বলিয়া ইহাদিগকে জ্ঞানের হেতু বলা হইয়াছে। জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন শ্রোত্রসম্বন্ধী বেদান্তবাক্য। এই বেদান্তবাক্য দুই প্রকার। যথা,—একটী অবান্তর বাক্য, অপরটী মহাবাক্য। যে বাক্য দ্বারা জীব বা ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান হয় তাহার নাম অবান্তর বাক্য, আর যে বাক্য দ্বারা জীব এবং পরমাত্মার একতা-প্রতীতি হয় তাহার নাম মহাবাক্য। অবান্তর বাক্য দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান হয় ও মহাবাক্য দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎ জ্ঞান হয়। "ব্রহ্ম অস্তি জীবোঽস্তি" অর্থাৎ "ব্রহ্ম আছেন, জীব আছে" এই জ্ঞানের নাম পরোক্ষজ্ঞান। আর "আমি ব্রহ্ম, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ" এইরূপ জ্ঞানের নাম অপরোক্ষ জ্ঞান। উদাহরণ,—আচার্য্য উচ্চারণ করিলেন,—"তুমিই ব্রহ্ম।" শ্রোতার শ্রবণের সহিত পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সম্বন্ধ হইলে শ্রোতার মনে "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-

জ্ঞান হয়। আর শ্রোতার কর্ণে বাক্যের সম্বন্ধ না হইলে জ্ঞান হয় না। এই কারণে শ্রোত্রসম্বন্ধী মহাবাক্য জ্ঞানের হেতু জানিবে।* আর শ্রোত্রসম্বন্ধী অবান্তর বাক্য দ্বারা শ্রোতার পরোক্ষ জ্ঞান হয়। শ্রোত্রসম্বন্ধী মহাবাক্য সর্ব্বত্র অপরোক্ষ জ্ঞানের জনক বলিয়া অবগত হইবে।

সম্বন্ধ-নিরূপণ।

গ্রন্থের সহিত গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক-ভাব সম্বন্ধ জানিবে।

বিষয়-নিরূপণ।

জীব এবং ব্রহ্মের একতা নিরূপণই এই গ্রন্থের বিষয়। ইহা সকল বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

প্রয়োজন।

সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও দুঃখের কারণ অবিদ্যার নাশ এবং পরমানন্দ-স্বরূপের প্রাপ্তিই এই গ্রন্থের প্রয়োজন। পরমানন্দ প্রাপ্তির নামই মুক্তি, ইহাই পরম প্রয়োজন। অবান্তর প্রয়োজন আত্মজ্ঞান। যাহাতে সর্ব্বদা পুরুষের অভিলাষ হয়, তাহার নাম পরম প্রয়োজন বা পুরুষার্থ। দুঃখের নিবৃত্তি এবং পরমা-

নন্দ রূপ মুক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা সকল মানবের হৃদয়ে আছে, এই-জন্য শাস্ত্র মুক্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়াছেন।

জীবাত্মা জাগ্রৎ অবস্থায় অন্ধত্ব পঙ্গুত্ব ক্ষুধা পিপাসাদি দোষে দুঃখিত হয়, স্বপ্ন-সময়ে পুত্র কলত্রাদি দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করে, আর সুষুপ্তি অবস্থাতে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। মুক্ত অবস্থাতে সর্ব্ব বন্ধ হইতে বিনির্ম্মুক্ত শুদ্ধস্বরূপ হইয়া স্থিতিলাভ করে। অতএব জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় হইতে মুক্তির অবস্থা সুখকর জানিবে। "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তম-পুরুষঃ"।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অমৃতাধিকারীদিগের প্রতি উপদেশ।

ওঁ উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। ব্যাখ্যা—হিতৈষিণী শ্রুতি পুত্র-হিতৈষিণী মাতার ন্যায় অমৃতাধিকারী মনুষ্যদিগের প্রতি কি বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর :—জাগ্রত হও অর্থাৎ অজ্ঞানতিমিররূপ মায়ানিদ্রা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপ স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও। কেন না এই অনর্থকরী নিদ্রা ব্রহ্মকে আবদ্ধ করিয়া জীবরূপে পরিণত করিয়াছে, এই নিদ্রার দোষেই তোমরা এই দৃশ্যমান জগৎরূপ স্বপ্ন দেখিতেছ, এবং এই স্বপ্নের মধ্যে জন্ম মৃত্যু ব্যাধি জরাদি জন্য নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিতেছ। উত্তিষ্ঠত অর্থাৎ জাগ্রত হইয়া উঠ। তোমরা মোক্ষধাম-গন্তা যাত্রী। তোমাদের গন্তব্য পথ ক্ষুরের শাণিত ধারার ন্যায় অতীব দুর্গম। প্রাপ্য বরান্ নিবোধত অর্থাৎ ব্রহ্ম-শ্রোত্রীয় ব্রহ্ম-নিষ্ঠ, বর অর্থাৎ মনুষ্য জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্য গুরুদেবের শরণাপন্ন হও। এই উপদেশ জ্ঞানী পুরুষেরা মনুষ্যদিগকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

ব্যাখ্যা—হে অমৃতাধিকারিন্! তুমি অমৃত-স্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ কর। গুরু-চরণে বার বার প্রণিপাত কর, বার বার তাঁহাকে প্রশ্ন কর, আর তাঁহার সেবা কর; তাহা হইলে জ্ঞানী গুরু তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে বিবেক বৈরাগ্য ষট্ সম্পত্তি এবং মুক্তি প্রাপ্তির অধিকারী জানিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপদেশ প্রদান করিবেন।

অনধিকারীর প্রতি উপদেশ নিষিদ্ধ।

অনধিকারীর প্রতি উপদেশ প্রদান ঊষর ভূমিতে বীজ বপন করার ন্যায় ব্যর্থ হয়। এইজন্য জ্ঞানী পুরুষেরা সাধককে পরীক্ষা না করিয়া তত্ত্বোপদেশ দান করেন না। এই সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান প্রচলিত আছে,—কোন রাজার নগর-প্রান্তে একজন জ্ঞানী পুরুষ বাস করিতেন। একদিন কোন লোকের মুখে ঐ জ্ঞানী পুরুষের জ্ঞানের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া রাজার মনে জ্ঞানোপদেশ শ্রবণের অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। পরে, কোন সময় রাজা তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের সমীপে গমন করিলেন এবং প্রণাম কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর মহাত্মার নিকটে তত্ত্বজ্ঞান-প্রতিপাদক বাক্য শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহা

শ্রবণ করিয়াও মহাত্মা কোন উত্তর দিলেন না। রাজা বার বার জিজ্ঞাসা করায় পরিশেষে মহাত্মা কহিলেন, রাজন! আপনার তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ শ্রবণের অধিকার নাই। এই কথা শুনিয়া রাজা ক্ষুণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুদিন পরে মহাত্মার মনে হইল যে, বোধ হয় রাজা আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; অতএব এ সম্বন্ধে রাজাকে কিছু শিক্ষা প্রদান করা উচিত। অর্থাৎ কি দোষে রাজার হৃদয় দূষিত এবং কেনই বা ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণে তাঁহার অধিকার নাই তাহা তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইহা ভাবিয়া মহাত্মা নিজ ভিক্ষাপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক গোময় দ্বারা পরিপূর্ণকরতঃ স্বীয় আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন এবং ক্ষণকাল-মধ্যে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া "অনঘ ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া দাঁড়াইলেন। রাজরাণী ভিক্ষুকের বাক্য শ্রবণকরতঃ অতি উত্তম অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা স্বর্ণথাল পরিপূর্ণ করিয়া ভিক্ষুকের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষুক গোময়ে পরিপূর্ণ ভিক্ষাপাত্র অগ্রে করিয়া "অত্র অন্নং দেহি মাতঃ" বলিলেন। রাণী মৌনভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভিক্ষুক বার বার "অত্র অন্নং দেহি মাতঃ, অত্র অন্নং দেহি মাতঃ" বলিয়া অন্ন চাহিলেন। পরিশেষে রাণী কহিলেন যে, "আপনার মলিন-পাত্রে উত্তমপুরুষ ভোজ্য অন্নব্যঞ্জনাদি ফেলিয়া নষ্ট করিতে চাহি না।" মহারাণী তখন বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। রাজ্ঞী অন্নদান করিলেন না দেখিয়া যোগিবর রাজাকে আশীর্ব্বাদ-

করতঃ তাঁহার নিকটে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, "মহারাজ! আমার ভিক্ষাপাত্র মলিন দেখিয়া মহারাণী আমাকে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রদান করিলেন না।" রাজা উত্তর করিলেন, "যোগিবর! আপনার ভিক্ষাপাত্র অত্যন্ত মলিন, ঐ অপবিত্র পাত্রে খাদ্য প্রদান করিলে তাহা অনর্থক নষ্ট হইবে এই ভাবিয়া রাণী আপনাকে অন্নদান করেন নাই। ইহাতে আপনি রোষ করিবেন না।" যোগিবর রাজার মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন "যাহার নিকটে আপনি জ্ঞান শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, আমি সেই ব্যক্তি। আমি আপনাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করি নাই, তাহার কারণ আপনার অন্তঃকরণ সংসারের ভোগ-বিলাসে অনুরক্ত হইাছে। আপনি যে বিষয় লইয়া আপনাকে ধন্য ধন্য মনে করিতেছেন, সেই সকল বিষয়কে অনেক পণ্ডিত, অনেক ধনাঢ্য মহাজন, অনেক রাজা শূকরবিষ্ঠার ন্যায় অত্যন্ত মলিন বুঝিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সৎপুরুষদিগের ত্যাজ্য বিষয়সকলে আপনার সম্পূর্ণ অনুরাগ রহিয়াছে, এই বুঝিয়া আমি আপনাকে তত্ত্বোপদেশ গ্রহণের অপাত্র মনে করিয়াছি। আপনার রাণী যেমন আমার কুপাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রদান করেন নাই, আমিও তেমনি আপনার মলিন হৃদয়ে সদুপদেশ দিতে ইচ্ছা করি নাই।

বিবেকাদি লাভের উপায়।

শিষ্য। গুরো! মোক্ষসাধক বিবেকাদি লাভের উপায়গুলি আমার নিকট সরলভাবে কীর্ত্তন করুন।

গুরু। বৎস! স্থিরমনা হইয়া আমার বচন শ্রবণ কর :—"বিধিবদধীতবেদবেদান্তত্বেন আপাততোঽধিগতাখিলবেদার্থঃ অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্য-নিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্য-নৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতাধিকারী। অর্থাৎ যিনি যথানিয়মে বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন হেতু আপাততঃ বেদের সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয় অবগত হইয়াছেন, এবং এই জন্মে অথবা অন্য জন্মে কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত উপাসনাদির অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত প্রসন্নচেতাঃ ও সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়াছেন, সেই প্রমাতাই জ্ঞানের অধিকারী।

শিষ্য। গুরো! মনুষ্য কি সাধনে প্রমাতা হয়?

গুরু। বিবেক—আত্মাই সত্য, আত্মা-ভিন্ন সমস্ত প্রপঞ্চ মিথ্যা; এই জ্ঞানের নাম বিবেক। বৈরাগ্য—সাংসারিক বিষয়-ভোগে বিদ্বেষ-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সকল বিষয়ের ত্যাগ করাকেই বৈরাগ্য বলে। আর ষট্সম্পত্তি অর্থাৎ শম দম তিতিক্ষা উপরতি শ্রদ্ধা এবং সমাধান। শম অর্থে, মনকে সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা। দম অর্থে, জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত

করা। উপরতি অর্থে, সাধন-ক্রমে সংসার হইতে উপরত থাকা। তিতিক্ষা অর্থে, শীতের সময় শীত, গ্রীষ্মের সময় গ্রীষ্ম, বর্ষার সময় বর্ষা ইত্যাদি সকল দুঃখকে সহন করা। শ্রদ্ধা অর্থে, গুরু এবং বেদ-বাক্যে বিশ্বাস। সমাধান অর্থে, গুরু যাহা আজ্ঞা করেন, সর্ব্বদা তাহাতে মন স্থির করা। ইহাদের নামই ষট্‌সম্পত্তি। মুমুক্ষুত্ব—আমার মুক্তি কবে হইবে, কি করিলে হইবে, এই চিন্তার নাম, অর্থাৎ সুখদুঃখ ভোগের হেতু পুণ্যপাপ, পুণ্যপাপের হেতু অজ্ঞান; এই অজ্ঞান বিনাশপূর্ব্বক আনন্দময় আত্ম-সাক্ষাৎকারের ইচ্ছার নাম মুমুক্ষুত্ব। এই সমস্ত সাধনের দ্বারা মনুষ্য প্রমাতা হয়।

শিষ্য। গুরো! সাধন-চতুষ্টয়-লাভের উপায় কি?

গুরু। কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মদ্বয় ত্যাগকরতঃ নিত্য-নৈমিত্তিক উপাসনাদি সাধনসকলের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক হৃদগত পাপসমূহের বিনাশ ও অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা। নিত্যকর্ম্ম—অর্থাৎ স্নান, শৌচ, তর্পণ, গায়ত্রীজপ, হোম, বেদপাঠ, অধ্যয়ন অধ্যাপন ইত্যাদি দ্বিজদিগের নিত্যকর্ম্ম। নৈমিত্তিক অর্থাৎ দর্শ-পূর্ণিমা মাতা-পিতৃগণের মৃততিথ্যাদি উপলক্ষে শ্রাদ্ধাদি-কর্ম্মানুষ্ঠান। ইহাই নৈমিত্তিক। প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ পাপ-সকলের ক্ষয়-করণার্থ চান্দ্রায়ণাদি কর্ম্মানুষ্ঠান। উপাসনা—একাগ্রচিত্তে পরমাত্মচিন্তাই উপাসনা।

শিষ্য। নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতু কি?

গুরু। কাম্য কর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম এই উভয়ের ত্যাগ।

কাম্য কর্ম্ম অর্থাৎ সুখকামনাপূর্ব্বক অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান। পশুহিংসা মদ্যপান মাংস মৎস্য প্রভৃতি আমিষ দ্রব্যের ভক্ষণ পরদার-হরণ বা অগম্যাগমন ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম।

শিষ্য। গুরো! কাম্যাদি কর্ম্ম-ত্যাগের কারণ কি?

গুরু। কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে চিত্তের প্রসন্নতা ক্রমে দূরীভূত হয়। সকাম পুরুষ কখনও সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না, সুতরাং এই উভয়ই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। যথানিয়মে অধ্যয়নের ফল কি?

গুরু। 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' অর্থাৎ যথানিয়মে বেদপাঠ করিবে। বেদ-বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র-সমূহের অধ্যয়ন ও সামান্যরূপে অর্থজ্ঞান হইলে তাহা হইতে এই জন্মেই হউক বা পরজন্মেই হউক সংস্কার-বিশেষের উৎপত্তি হইবে। আর যাহারা অধ্যয়ন-কর্ম্ম-ব্যবস্থাপক বিধি লঙ্ঘন করিয়া নীচ-জন-সংসর্গে সহবাস করতঃ বিদ্যারূপ মহাধন উপার্জ্জন করিতে পারে নাই, তাহারা শৃঙ্গপুচ্ছবিহীন নরপশু। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে,—

"বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্ন-গুপ্তং ধনং
বিদ্যা ভোগকরী যশঃ-সুখকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুরিব প্রবাসগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং
বিদ্যা রাজসুপূজিতা নহি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥

ব্যাখ্যা।—বিদ্যা অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা দেহসৌন্দর্য্য

অধিক পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হয়, বিদ্যারূপ ধন অতি সুগুপ্ত, ইহা চোরে চুরি করিতে পারে না। বিদ্যাদ্বারা ভোগ যশঃ এবং সুখলাভ হয়। বিদ্যা গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু। বিদেশ-গমনে বিদ্যা বন্ধুর ন্যায় হিতৈষিণী। বিদ্যা পরমদেবতা অর্থাৎ সৰ্ব্বপ্রকার বিঘ্ন-বিনাশকারিণী। বিদ্যা রাজদ্বারে পূজিতা অর্থাৎ রাজদ্বারে বিদ্বানদিগের অধিক সম্মান হয়। যে নরনারী এই বিদ্যাধনে বঞ্চিত, তাহারা পশুর সমান। কর্ণ-পুচ্ছবিহীন গৰ্দ্দভ যেমন পশুগণের মধ্যে শোভা পায় না, তেমনি বিদ্যাবিহীন পুরুষ বিদ্বানগণের মধ্যে শোভা পায় না।

"দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ,
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে"।

ব্যাখ্যা।—যাবৎ মূর্খের মুখ হইতে কোন কথা উচ্চারিত না হয়, তাবৎ বস্ত্রালঙ্কারাদিভূষিত সেই মূর্খ শোভা প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সাধনান্তর কর্ত্তব্য।

শিষ্য। গুরো! বিবেকাদি-সাধনসম্পন্ন ধীর পুরুষেরা কি কার্য্য করেন?

গুরু। হে পুত্র! তাঁহাদের কার্য্যকলাপের শেষ হইয়াছে। তাঁহারা যাহা করেন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। (ব্রহ্মমীমাংসা প্রথম সূত্র)।

ব্যাখ্যা।—অথ অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অথ অর্থাৎ অনন্তর, কাহার অনন্তর? সাধন-চতুষ্টয়ের পর। অতঃ হেতু, কি হেতু?

হেতু-নিরূপণ—যথা। "তদ্‌যথেহ কর্ম্মচিতো লোকো ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকো ক্ষীয়তে"। (ছান্দোগ্য ৮.১।৬)

ব্যাখ্যা।—এই সংসারে কৃষিবাণিজ্যপ্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জিত ধনধান্যাদি কিছুদিন ভোগ করিলে ফুরাইয়া যায়। তেমনি যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জিত স্বর্গাদি সুখসম্ভোগ কিছুদিন পরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ যাহা কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, তৎসমুদয় নাশশীল। এই কারণে যাহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, যাহার লাভের পর আর লাভ নাই, এতাদৃশ ব্রহ্মবস্তু জানিবার জন্য মুমুক্ষুর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-করণ জন্য ইচ্ছা হয়।

ব্রহ্মস্বরূপ-নিরূপণ।

শিষ্য। গুরো! লক্ষণ এবং প্রমাণ এই দুই দ্বারা বস্তু-সিদ্ধি হয়, অন্যথা হয় না। মুমুক্ষু যে ব্রহ্মলাভের ইচ্ছা করিতেছেন, সে ব্রহ্মের লক্ষণ কি? এবং তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি?

গুরু। হে প্রিয়! ব্রহ্মের লক্ষণ শ্রবণ কর। যথা—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রহ্মসূত্র, ১অঃ, ১পা, ২সূত্র)। অর্থাৎ এই দৃশ্যাদৃশ্য-স্বরূপ সংসারসকলের উৎপত্তি পালন এবং সংহার যাহা হইতে হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম। ইহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ জানিবে, আর "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানরূপ অনন্তস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ—ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ জানিবে।

শিষ্য। গুরো! তটস্থ লক্ষণের লক্ষণ কি? এবং স্বরূপ-লক্ষণের লক্ষণই বা কি? তাহা স্পষ্টভাবে বলুন।

গুরু। শ্রবণ কর,—লক্ষ্যতাবচ্ছেদক সমানাধিকরণত্বে সতি-লক্ষ্যতাবচ্ছেদক সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং" ইতি। দৃষ্টান্ত যথা,—দেবদত্তের "কাকবৎ-গৃহ" এখানে দেবদত্ত গৃহের তটস্থ লক্ষণ "কাক", কাকে উক্ত লক্ষণসমন্বয় হইতেছে; দেবদত্তের গৃহে গৃহত্ব ধর্ম্ম আছে, তাহাই গৃহের অবচ্ছেদক। তৎ-সমানাধিকরণত্ব কাকে আছে এবং কাক যখন গৃহ হইতে উড়িয়া যায়, তখন গৃহত্বাধিকরণে গৃহে কাকের অত্যন্তাভাব হয়। এই

অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী কাক হয়। এই প্রকার গৃহের কাক তটস্থ লক্ষণ জানিবে। পূর্ব্বোক্ত সূত্রের পরিপোষক শ্রুতি আছে। যথা—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম (তৈ, আ, ৩৷৪৷১) ইতি। ব্যাখ্যা।—যাহা হইতে এই অখিল সংসার উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার দ্বারা পালিত হইতেছে, প্রলয়কালে বিনষ্ট হইয়া যাহাতে বাস করে তাহাই ব্রহ্ম। তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর। "যদ্ লব্ধ্বা ন পরং লাভঃ" অর্থাৎ যাহাকে লাভ করিলে আর লাভ করিবার কোন পদার্থ থাকে না তাহাই ব্রহ্ম। অথ স্বরূপ লক্ষ-ণের লক্ষণ। "লক্ষ্যতাবচ্ছেদক-সমানাধিকরণত্বে সতি লক্ষ্যতা-বচ্ছেদক-সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বং" ইতি স্বরূপ লক্ষণলক্ষণম্। এখানে লক্ষ্যবস্তু ব্রহ্ম, লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ব্রহ্মত্ব। ব্রহ্মত্বের সমানাধিকরণ ধর্ম্ম সত্য জ্ঞান এবং আনন্দ এই তিনটী রহিয়াছে। আর ব্রহ্মত্বসমানাধিকরণে উক্ত ধর্ম্মত্রয়ের অত্যন্তা-ভাব নাই, যেহেতু তাহা ধর্ম্মের স্বরূপ। অত্যন্তাভাব আছে ঘটের, তাহার প্রতিযোগী ঘট হইবে। আর উক্ত ধর্ম্মত্রয়ে অপ্রতিযোগিত্ব ধর্ম্ম থাকিবে। 'মধুরং গুড়ম্', এখানে যেমন গুড়ত্ব-সমানাধিকরণ মধুরত্ব আর গুড়ত্ব-সমানাধিকরণ তিক্তের অত্যন্তাভাব, তাহার প্রতিযোগী তিক্ত আর অপ্রতিযোগী মধুর। এইরূপে যেমন গুড়ে ও মধুরতায় ভেদ নাই, সেইপ্রকার সত্য জ্ঞান ও আনন্দ এবং ব্রহ্মে ভেদ নাই। ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ।

ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা।

শিষ্য। গুরো! এবম্ভূত ব্রহ্মকে কঠোর তপস্যা করিয়া জানিবার কি প্রয়োজন?

গুরু। হে পুত্র! যতক্ষণ তুমি ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার না করিতে পারিবে, ততকাল ব্রহ্ম-বিষয়ে যে তোমার অজ্ঞানতা ও তদ্দারা কল্পিত তোমার চৌরাশী লক্ষ যোনিযন্ত্রে ভ্রমণজন্য যে ক্লেশ তাহা দূর হইবে না।

শিষ্য। গুরো! ব্রহ্মকে জানিলে সাধকের কি লাভ হয়?

গুরু। প্রমাণ যথা—"তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ১অ, ১পা, ৭সূত্র)। ইতি সূত্রম্। তন্নিষ্ঠ অর্থে কৃত ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কার পুরুষের প্রতি মোক্ষের উপদেশ হইয়াছে। অর্থাৎ যে পুরুষ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিবে তাহারই মুক্তি হইবে। এই বিষয়ে শ্রুতিতে প্রমাণ আছে যথা—"তমেববিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। অর্থাৎ সেই সৎচিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া পুরুষ অতিমৃত্যুনামক মুক্তি লাভ করে। ইহা ছাড়া মুক্তির কোন পথ নাই।

শিষ্য। গুরো! যে আত্মজ্ঞান অজ্ঞানরূপ দুরন্ত পিশাচকে বধ করিয়া সর্ব্বদুঃখনাশক পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ, মুক্তির কারণ হয়, সে জ্ঞানোৎপত্তির কারণ কি?

গুরু। হে প্রিয়! বেদকর্ত্তা মুনি আত্মজ্ঞানোৎপত্তির যে

কারণ বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর। যথা—শ্রোতব্যঃ শ্রুতি-বাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ, মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন-হেতবঃ॥ অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদক তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য ; তাহা দ্বারা আত্মার শ্রবণ করিবে। অর্থাৎ তৎ ও ত্বং পদদ্বয়ের বাচ্যার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক লক্ষ্যার্থ কূটস্থ ব্রহ্মের স্বরূপ 'তত্ত্বমসি' বাক্য জ্ঞানী গুরু প্রশান্ত শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে উচ্চারণ করিলে এবং সেই শব্দের শিষ্যের শ্রোত্রের সহিত সম্বন্ধ হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার হৃদয়ে জ্ঞানালোক উদিত হইয়া ব্রহ্মগত অজ্ঞান-তিমিরকে নষ্ট করিয়া দেয়। অজ্ঞান নষ্ট হইলেই সঙ্গে সঙ্গেই "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ জ্ঞানরূপ জ্যোতির প্রকাশ হয়। এই জ্ঞানই মুক্তির কারণ। তখন মনন ও নিদিধ্যাসন রূপ সাধন-দ্বয়ের আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু যদি কোন সাধকের মনে প্রমাণগত বা প্রমেয়গত সংশয় হয়, তাহার নিবৃত্তির জন্য সাধনদ্বয়ের আবশ্যকতা হয়। তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য জীব ব্রহ্মের ভেদপ্রতিপাদক বা অভেদপ্রতিপাদক ইহাই প্রমাণগত সংশয়। এই সংশয়ের নিবৃত্তির জন্য মনন করা অর্থাৎ নানাবিধ তর্ক দ্বারা অদ্বৈতবাদ নিশ্চয় করার জন্য মননের প্রয়োজন। আর জীবব্রহ্মের ভেদ সত্য কিংবা অভেদ সত্য, এবংবিধ সংশয়ের নাম প্রমেয়গত সংশয়। নিদিধ্যাসন রূপ সাধন দ্বারা ইহার নিবৃত্তি হয়। যোগশাস্ত্রে সমাধিযোগের কারণ প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সবিকল্পক সমাধি কথিত হইয়াছে। যোগী যাহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলেন, বেদান্ত তাহাকে নিদিধ্যাসন-রূপ জ্ঞান-

প্রাপ্তির সাধন বলেন। উক্তরূপ আত্মজ্ঞান হইলে যাহা হয় তাহা শ্রবণ কর। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"। অর্থাৎ সেই পরাবর পরব্রহ্মের হৃদয়ে দর্শন হইলে তাহার হৃৎগ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্ব্বপ্রকার সন্দেহের উচ্ছেদ হয়, সেই জ্ঞানবানের প্রারব্ধ ভিন্ন কর্ম্ম সকলের ক্ষয় হয়। পরাবরশব্দের অর্থ যথা, পরশব্দের অর্থ শিবশক্তি গণেশ ব্রহ্মা বিষ্ণু সূর্য্য। অবরশব্দের অর্থ নিকৃষ্ট। শিবাদি দেবতাগণ যাহা হইতে নিকৃষ্ট তাঁহার নামই পরাবর। হৃদ্গ্রন্থি অর্থাৎ অবিদ্যা-সম্বন্ধরূপ সংসার-বন্ধন। ইহার দোষে "অহং পশ্যামি" "মম চক্ষুঃ" "অহং শৃণোমি", "মম কর্ণঃ" ইত্যাদিরূপ বিপরীত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। জ্ঞানবানের তাহা হয় না। এবংবিধ জ্ঞানবানকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলা যায়। এবম্ভূত জ্ঞানবান পুরুষের যাবৎকাল প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগদ্বারা নষ্ট না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত জীবাত্মার পরমাত্মার অভেদ অনুভূত হয় না। প্রারব্ধক্ষয় হইলে পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয় হইয়া যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রী-শূদ্রের বেদে অধিকার ও বেদজ্ঞের কর্ত্তব্য।

গুরু। বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং তাহাদের স্ত্রীগণের মধ্যে বেদবিদ্যার পঠন পাঠনের অভাবহেতু হিন্দুজাতি সকল জাতির মধ্যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে ব্রহ্মণ্য আছে সেখানে ব্রাহ্মণ নাই, আর যেখানে ব্রাহ্মণ আছে সেখানে ব্রহ্মণ্য নাই। এইরূপ ধর্ম্মের বিপ্লবের সময় যাহারা ব্রহ্মণ্য-শূন্য তাহারা নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে, "স্ত্রী শূদ্রো নাধীয়াতাম্।" অর্থাৎ স্ত্রী শূদ্র এই দুই জাতি বেদ পাঠ করিবেন না। ইহাদের বেদপাঠে বা বেদশ্রবণে অধিকার নাই। এই সকল অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জ্ঞানোদয়ের জন্য নিম্নলিখিত প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ চতুর্থ ব্রাহ্মণপ্রারম্ভে প্রমাণ যথা,—

"অথ হ যাজ্ঞবল্কস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী। তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব তাং মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদযাস্যন্বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যা-য়ন্যাঽন্তং করবাণীতি"। মুনি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী নাম্নী প্রিয়া ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে মৈত্রেয়ি! আমি এখন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিব, এই

ইচ্ছা করিতেছি। আমার যাহা সম্পত্তি আছে, তাহা তোমাকে এবং কাত্যায়নীকে বিভাগ করিয়া দিতে চাই"। স্বামীর মুখে এই বচন শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয়ী যাহা উত্তর করিলেন, তাহা শ্রবণ কর। যথা,—"সা হোবাচ মৈত্রেয়ী। যন্নু ম ইয়ম্ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ অমৃতত্বস্য তু। নাশাস্তি বিত্তেনেতি॥ সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি"॥ ব্যাখ্যা—মৈত্রেয়ী কহিলেন, যদি এই সম্পূর্ণ পৃথিবী হীরা মতি প্রভৃতি বিবিধ বিত্তদ্বারা পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত ধনদ্বারা কি আমি অমৃত লাভ করিতে পারি"? মুনি কহিলেন, "হে প্রিয়ে! বিত্তদ্বারা অমৃত লাভ হয় না। তবে ধনিগণ যেরূপ সুখে জীবন যাপন করেন, তোমার জীবনও সেইরূপ সুখে যাপিত হইতে পারিবে। ধন দ্বারা অমৃত লাভের আশা করা যায় না"। তাহা শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয়ী পুনর্ব্বার কহিলেন, "হে ভগবন্! যাহার দ্বারা অমৃত-লাভ হইবে না, তাহা লইয়া কি করিব? আপনি যাহা অমৃত লাভের কারণ বলিয়া জানেন, তাহাই আমার নিকট সঙ্কীর্ত্তন করুন্"। মৈত্রেয়ীর পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য-তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

"স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়াবতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষস এহ্যাসস্ব ব্যাখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি॥

ব্যাখ্যা। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বলিলেন, “হে সতি! তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়া ছিলে, এক্ষণেও আমার প্রিয় বাক্য ভাষণ করিতেছ। এস, আমার নিকটে উপবেশন কর। অমৃত-প্রাপ্তির হেতু তোমাকে বলিব। আমি যাহা বলিব, তুমি তাহা শ্রবণের নিমিত্ত মনকে স্থির কর।

“স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যা-ত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।......ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যা-সিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদংসর্ব্বং বিদিতং” ।

ব্যাখ্যা। মুনি কহিলেন, “হে মৈত্রেয়ি! নারীগণ পতির সুখের জন্য পতিকে ভালবাসে না, কেবল নিজের সুখের জন্য পতিকে ভালবাসে,আর মনুষ্যেরা যে আপন আপন পত্নীদিগকে ভালবাসে তাহা পত্নীদিগের সুখের জন্য নহে, কেবল আপনাদের সুখের জন্য তাহাদিগকে ভালবাসে। আর মাতা পিতা পুত্র সক-লের সুখের জন্য পুত্রদিগকে ভালবাসেন না, কেবল আপনাদের সুখের জন্য পুত্রদিগকে ভালবাসেন। মনুষ্যেরা ধনের সুখের

জন্য ধনকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করেন না। কেবল আপনাদের সুখের জন্যই ধনকে লুকাইয়া রাখেন। এই প্রকারে মনুষ্যগণ যাহা বা যাহাদিগকে ভাল বাসেন, তাহার বা তাহাদিগের সুখের জন্য ভাল বাসেন না, কেবল আপনাদের সুখের জন্যই সকলকে ভাল বাসিয়া থাকেন। অতএব হে মৈত্রেয়ী! আত্মাকে দর্শন করিবে অর্থাৎ জ্ঞাননেত্র দ্বারা সাক্ষাৎ করিবে, উক্ত আত্ম-দর্শনের সাধনস্বরূপ গুরূপদেশ ও বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিয়া আত্মস্বরূপ অবগত হইতে পারিবে। পরে তর্ক দ্বারা যথাযথরূপে আত্মস্বরূপ নির্ণয় করিবে। অতঃপর একাগ্রচিত্তে আত্মার ধ্যান করিবে। হে মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারাই এই পরিদৃশ্যমান জগতের সমুদয় অবগত হইতে পারা যায়। কারণ এই দৃশ্যমান সমুদয় পদার্থই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই।"

উপরোক্ত প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, স্ত্রীজাতির মধ্যে কেহ কেহ বেদ-বাদিনী হইতেন আর তাঁহারা বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধন-সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারের জন্য জ্ঞানী গুরুর নিকট হইতে ব্রহ্ম শ্রবণের অধিকার লাভ করিতেন। যেমন বেদজ্ঞ পুরুষকে ব্রহ্মবাদী বলা হয়, তেমনি বেদজ্ঞা স্ত্রী-দিগকে ব্রহ্মবাদিনী বলা যায়। উক্ত প্রমাণদ্বারা স্ত্রীজাতির বেদপাঠের অধিকার প্রমাণিত হইল।

এক্ষণে শূদ্রজাতির বেদ শ্রবণে অধিকার আছে কি না, এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য নিম্নে যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনীয় শাখার

বিংশ-অধ্যায়ের ২য় মন্ত্র প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

"যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানী জনেভ্যো
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং চার্য্যায় শূদ্রায় স্বায় চারণায়"।

তাৎপর্য্য।—বেদপ্রণেতা ঋষি ছাত্রদিগকে বলিতেছেন, "হে শিষ্যগণ! আমি যেমন এই বেদ-লক্ষণা ধর্ম্মার্থ-মোক্ষ-প্রদায়িনী বেদবিদ্যা জনগণকে উপদেশ করিতেছি, তেমনি তোমরা সকল মনুষ্যকে বেদবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিবে। কোন্ কোন্ জাতীয় মনুষ্যকে বেদবিদ্যার উপদেশ দান করা হইবে, এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য বেদকর্ত্তা মুনি স্বয়ং ব্যক্ত করিতেছেন। যথা—ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং ব্রাহ্মন্ ও ক্ষত্রিয়দিগকে, চার্য্যায় বৈশ্যদিগকে, শূদ্রায় শূদ্রদিগকে, স্বায় সেবকসেবিকাদিগকে, অরণায় বর্ণশঙ্করদিগকে বেদবাণী উপদেশ প্রদান করিবে। এই প্রমাণদ্বারা মানুষ্যমাত্রেরই বেদ-শ্রবণে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহা নিশ্চয় করা হইল।

কিন্তু যাঁহারা বেদপাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাকে প্রধান বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, প্রকৃত বেদজ্ঞ পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন না; জীবিকার নিমিত্ত ধনী লোকের সেবা করিতেছেন, পশ্চাতে কি হইবে তাহা ভাবিতেছেন না। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ২১শ শ্লোক পাঠ করিয়া দেখুন—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্নাঃ
গতাগতং কামকামালভন্তে ॥

অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি বিষয় ভোগের কামনাবিশিষ্ট বেদোক্ত-কর্ম্মকারী পুরুষ বিশাল স্বর্গের সুখ-সম্ভোগ করিয়া সুখী হন। পুণ্য নষ্ট হইলে মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনশ্চ বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এইরূপ কখনও স্বর্গে কখনও মর্ত্তে বার বার ধাক্কা খাইতেছেন। যখন বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহার ফলে নরক-ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপ কখনও নরক কখনও স্বর্গ কখনও মনুষ্য-যোনি কখনও বা পশুপক্ষী প্রভৃতি চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। হে প্রিয়! তাঁহারা সচ্চিদা-নন্দ আত্মজ্ঞান হইতে বিমুখ হইয়া ভোগের বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন। আত্মজ্ঞানবিহীন বেদজ্ঞ লোকের ত এই গতি দেখা গেল। আর যাহারা শিশ্নোদরপরায়ণ এবং দেব-কর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম প্রভৃতি হইতে বর্জ্জিত, সর্ব্বদা অর্থ উপার্জ্জনে আসক্ত তাহাদের কি গতি হইবে তাহা কে বলিতে পারে? আর যাহারা পুরাণোক্ত সকাম কর্ম্ম এবং সকাম-উপাসনা করিতেছেন, তাঁহারা নিজেই বিচার করিয়া দেখুন, যেমন কর্ম্মদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হয় তেমনি সকাম-উপাসনা দ্বারা বিষ্ণুলোকাদি প্রাপ্তি হয়। কর্ম্মপুণ্য-ক্ষয় হইলে যেমন স্বর্গ হইতে পতন হয়, তেমনি উপাসনার ফল ক্ষয় হইলে বৈকুণ্ঠাদি লোক হইতে পতন হয়। কেবল আত্ম-জ্ঞান হইতেই সুখ-শান্তি প্রাপ্তি হয়, অন্যথা হয় না

অভিমান-ত্যাগ।

সন্ন্যাসী মোহান্তদিগের মধ্যে যদি কেহ কোন উৎসবের অনুষ্ঠান করে, তাহাতে সন্ন্যাসীদিগেরই নিমন্ত্রণ হয়। গরীব-দিগকে কেহ বস্ত্রও দেয় না অন্নও দেয় না আদরও করে না। আর মোহান্তেরা আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া বা মণ্ডলেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু পণ্ডিত শব্দের অর্থ সেই স্থানে সঙ্গত হয় না। পণ্ডিত-শব্দার্থ যথা—পণ্ডা শব্দের অর্থ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, তদ্বিশিষ্ট ব্যক্তিই পণ্ডিত বলিয়া কীর্ত্তিত হন। অথবা "বিদ্যা-বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি চৈব, শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"। অনুবাদ—বিদ্যা এবং বিনয়াদি ধর্ম্মসংযুক্ত ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডাল ইত্যাদি জীবসকলকে যিনি সমান-রূপে দর্শন করেন তিনিই পণ্ডিত। এইরূপ অনেক ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণোচিত দয়া, দাক্ষিণ্য, সংযম, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণের পরিচয় না দিয়া কেবল আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব বা আত্মাভিমান প্রকাশ করেন। তাহাতে তাঁহাদের উৎকর্ষ তিরোহিত হইয়া বরং অপকর্ষই অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কেবল "আমি ব্রাহ্মণ, আমি পণ্ডিত" এইরূপ আত্মাভিমান দ্বারা অজ্ঞানতাই বর্দ্ধিত হয়, ইহা আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান অন্তরায়। ঈশ্বর-রচিত অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চকোষ জীবের স্বরূপাচ্ছাদক হইয়া আছে। আর অন্নময়-

কোষদ্বারা অজ্ঞান অবস্থাতে জীবের উপকার হইতেছে। অভিমান জীবের ষষ্ঠকোষ, জীব স্বয়ং ইহার উৎপাদনকর্ত্তা। জীবের অন্যতম অনিষ্টের কারণ এই অভিমান ত্যাগ করিতে না পারিলে বন্ধন-মুক্তি হয় না।

দেখ—

"ঘৃণা লজ্জা ভয়ং মানং জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
জাতিশ্চ কুলশীলঞ্চ হ্যষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবো পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ"॥

ইত্যাদি শাস্ত্রের প্রমাণদ্বারা নিশ্চয় করা হইয়াছে যে, বর্ণাভিমান এবং আশ্রমাভিমান দুইটী জীবের বন্ধনের কারণ।

সংসারবন্ধন-মুক্তি।

শিষ্য। গুরো! আত্মবিদ্যা-শ্রবণে যে আনন্দ পাওয়া যায়, বর্ণাশ্রমাভিমানী মূর্খদিগের আচার-ব্যবহার-বর্ণনে তাদৃশ আনন্দ পাওয়া যায় না। যাহাতে জীবগণ মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইয়া সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ মহাত্মার দর্শন লাভ করতঃ সুখশান্তিময় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতে পারে, আপনি কৃপা করিয়া সেই প্রসঙ্গ আমার নিকটে সঙ্কীর্ত্তন করুন।

গুরু। হে প্রিয়! তোমার সুধাময় বচনাবলী শ্রবণ

করিয়া পরমানন্দিত হইলাম। যাহাতে মুমুক্ষুদিগের আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, সেই বেদবিদ্যা তোমার নিকট জগতের উপকারের নিমিত্ত সঙ্কীর্ত্তন করিতেছি; মন স্থির করিয়া শ্রবণ কর।

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং নামরূপমিত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ং॥"

অর্থাৎ অস্তি, ভাতি, প্রিয়, নাম এবং রূপ এই পাঁচটী অংশ লইয়া জগৎ গঠিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে অস্তি ভাতি প্রিয় এই তিনটী ব্রহ্মের স্বরূপ। আর নাম এবং রূপ এই দুইটী মায়ার স্বরূপ। যেমন তৃষ্ণাকুল পুরুষ শৈবালাবৃত পুষ্করিণীতে অবতরণ করতঃ শৈবালসমূহ অপসারিত করিয়া নির্ম্মল জল পান করে এবং তদ্দারা শান্তিলাভ করে, তেমনি মুমুক্ষু পুরুষ নামরূপ-মায়ারচিত জালের অপসারণ করতঃ ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ লাভ করিয়া পূর্ণকাম হয়। তাহার আর কিছু কর্ত্তব্য থাকে না। হে প্রিয়! শ্রুতিতে যে "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যাদি ঘোষণা রহিয়াছে; সেই বিষয়ের দৃঢ়ীকরণের জন্য নিম্নে সাম-বেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের উপদেশ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

হরিঃ ওঁ॥ "শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্য্যং ন বৈ সোম্যাহস্মৎকুলীনোহননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি॥"

ব্যাখ্যা।—শ্বেতকেতু নামে আরুণির এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কহিলেন, "হে শ্বেতকেতো! ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অবলম্বন কর, অর্থাৎ আমাদের বংশের যোগ্য কোন গুরুর নিকট গমন করতঃ বেদবিদ্যা শিক্ষার জন্য ব্রহ্মচারী হইয়া তথায় অবস্থান কর। হে সৌম্য (প্রিয়পুত্র)! আমাদের কুলের মধ্যে বেদবিদ্যাবিহীন ব্রাহ্মণাচারবর্জ্জিত কেহই ছিলেন না।

স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্ব্বিংশতিবর্ষঃ সর্ব্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায় তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো যন্নু সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽস্যুততমাদেশম-প্রাক্ষ্যঃ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত-মিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি।

ব্যাখ্যা।—সেই শ্বেতকেতুর বয়স তখন দ্বাদশবর্ষ, তিনি গুরুর নিকট গমন করিয়া চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত সকল বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন, অনন্তর গর্ব্বিতচিত্ত বেদবিদ্যা-ভিমানী উদ্ধতস্বভাব হইয়া পিতার নিকটে উপস্থিত হইলেন। পিতা তাঁহাকে তাদৃশ-স্বভাব-বিশিষ্ট দেখিয়া কহিলেন,— "হে শ্বেতকেতো! তুমি গর্ব্বিতচেতাঃ বেদবিদ্যাভিমানী স্তব্ধ (শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় অনম্রস্বভাব) হইয়াছ। যাহা শ্রবণ করিলে অশ্রুত পদার্থ সকল শ্রুত হয়, যাহার চিন্তনে সকল পদার্থই চিন্তিত হয় এবং যাহা অবগত হইতে পারিলে সকল অজ্ঞাত পদার্থই অবগত হওয়া যায়, তুমি কি তাহা গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা

করিয়াছ? পিতার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্বেতকেতু কহিলেন,—হে ভগবন্! সেই জিজ্ঞাস্য বিষয়টী কিরূপ?

"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।...... এবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি॥

ব্যাখ্যা।—পিতা বলিলেন,—হে সাধো! যেমন এক মৃৎপিণ্ডকে অবগত হইলেই তদুৎপন্ন ঘটশরাবাদিকেও অবগত হওয়া যায়, কারণ সেগুলি মৃত্তিকারই রূপান্তর, মৃত্তিকা ছাড়া আর কিছু নহে, বাহিরের ভেদ কেবল নাম ও রূপ লইয়া;— সেই নামও আবার কতকগুলি শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তোমাকে যে বিষয় গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিবার কথা বলিয়াছি, তাহাও ঠিক সেইরূপ।

পিতার মুখে এই বচন শ্রবণ করিয়া শ্বেতকেতু কি বলিতেছে শ্রবণ কর,—"ন বৈ নূনং ভগবন্তস্ত এতদবেদিষুর্যদ্ধ্যেতদবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি ভগবাংস্ত্বেব মে তদ্ব্রবীত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ"॥ হে পিতঃ! আপনি যে বিদ্যার কথা বলিতেছেন, তাহা আমার পূজ্যপাদ গুরুদেব জানেন না। যদি জানিতেন, তাহা হইলে কেন উপদেশ দিলেন না? আমি তাঁহার প্রিয় শিষ্য ছিলাম। অতএব আপনি আমাকে এ বিদ্যার বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। শ্বেতকেতুর মুখে এরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পিতা কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"।

বৎস! এই বিপুল বিশ্বের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র সৎস্বরূপ পরম পদার্থ বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অর্থাৎ স্বগতভেদ, স্বজাতীয়ভেদ ও স্ববিজাতীয়ভেদ এই ভেদ-ত্রয়রহিত ছিলেন। ভেদত্রয় কিরূপ, তাহার উদাহরণ যথা,—

"বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ
বৃক্ষান্তরাৎ স্বজাতীয়ঃ বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ"

অর্থাৎ বৃক্ষের স্বগতভেদ পত্রপুষ্পাদির দ্বারা লক্ষিত হয়, আর স্বজাতীয়ভেদ বৃক্ষান্তর দ্বারা লক্ষিত হয়, এবং বিজাতীয় ভেদ শিলাদি দ্বারা লক্ষিত হয়। ব্রহ্মে উক্ত ত্রিবিধ ভেদ নাই। কেন না ব্রহ্ম নিরবয়ব। তাঁহাতে বৃক্ষের ন্যায় স্বগতভেদ অসম্ভব। আর ব্রহ্মের স্বজাতীয় ভেদও নাই। কারণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ব্রহ্মের স্বজাতীয় অন্য ব্রহ্ম নাই। আর ব্রহ্মেতে বিজাতীয় ভেদও নাই। যেহেতু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন পদার্থই নাই। অতএব ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" নিশ্চয় হইল।

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। প্রমাণ শ্রুতি, যথা,—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজি-জ্ঞাসস্ব তদানন্দং ব্রহ্মেতি।

ব্যাখ্যা। আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা হইতে এই ভৌতিক সংসারের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার

প্রসাদে জীবিত রহিয়াছে এবং প্রলয়কালে যেমন জলের তরঙ্গ জলে মিশিয়া যায় তেমনি এই সংসারও পরমাত্মাতে লীন হইবে। হে প্রিয়! তুমি তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিলে তুমিও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইবে। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন পদার্থ নাই, তাহার প্রমাণ যথা,—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

(গীতা ত্রয়োদশ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক)

ব্যাখ্যা। নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বত্র সকলের মস্তকোপরি তাঁহার হস্ত রহিয়াছে, যদি বল আমি তাঁহার হস্ত দেখিতে পাই না; তোমার মাথায় যদি কেহ লাঠি মারিতে আসে, তখন তুমি হস্ত দ্বারা তাহার লাঠি ধরিয়া লও কি না? ঐ হাতই ব্রহ্মের হাত জানিবে। সর্ব্বত্রই তাঁহার চরণ রহিয়াছে। অর্থাৎ তোমার আমার এবং সকল জীবগণের যে চরণ তাহা ব্রহ্মেরই চরণ। এইরূপ তাঁহার সর্ব্বত্রই চক্ষু মস্তক মুখ এবং শ্রোত্র রহিয়াছে। তিনি সকলকে আপনার ক্রোড়ে করিয়া আছেন। তুমি তাঁহাকে ভুলিও না।

আর যাহা তুমি সংসারে থাকিয়া দেখিতেছ বা শুনিতেছ, তাহা সমস্তই ব্রহ্মের স্বরূপ। প্রমাণ শ্রুতি। যথা,—

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি" ॥

ব্যাখ্যা। হে প্রিয়! এই সকল যাহা চক্ষে দেখিতেছ, কর্ণে শ্রবণ করিতেছ, তাহা সমস্তই পূর্ণব্রহ্ম। যাহা হইয়া গিয়াছে এবং যাহা পরে হইবে তাহা সমস্তই পূর্ণব্রহ্ম। যাহারা স্ব স্ব ভক্ষ্য পদার্থ ভক্ষণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাদের মুক্তি প্রদানের ঈশ্বরও তিনি।

এই পুরুষই শ্রুতিতে বিরাট পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। প্রমাণ শ্রুতি। যথা—

"দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি খং বৈ নাভিং দিশঃ শ্রোত্রে বাক্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ ধ্যাতব্যোহসৌ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

অর্থাৎ বিপ্রগণ স্বর্গকে যাঁহার মস্তক বলিতেছেন, আকাশকে নাভি বলিতেছেন, দিক্ সকলকে যাঁহার শ্রোত্র বলিতেছেন, আর জ্ঞানরাশি বেদসকলকে যাঁহার বাণী বলিতেছেন, তিনি আত্মরূপে সকল ভূতের অভ্যন্তরে আছেন, তিনি তোমারও অন্তরে আছেন, তুমি তাঁহারই ধ্যান কর।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

অর্থাৎ পরমাত্মার কার্য্য (শরীর) নাই, করণ (ইন্দ্রিয়) নাই। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন পদার্থ নাই। তাঁহার একটী বিবিধরূপা স্বাভাবিকী শক্তি আছে। তাহা জ্ঞান, বল এবং ক্রিয়ারূপা। এই শ্রুতিই ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন, এবং ইহার দ্বারাই ব্রহ্ম যে জগতের বিবর্ত্ত কারণ তাহা নিরূপিত হইল।

হে প্রিয়! বস্তুর বিবর্ত্তক চারিটী ধর্ম্ম আছে। যথা—১। উপলক্ষণ ২। উপরঞ্জক ৩। উপচারক এবং ৪। বিশেষণ। এই চারিটী, আপন আপন আশ্রয়কে অন্যান্য পদার্থ হইতে ভিন্ন রূপে বোধন করে। উপলক্ষণের লক্ষণ যথা—'কেহ দেবদত্তের বাটী কোন্‌টী' এইরূপ প্রশ্ন করায়, উত্তরদাতা কহিলেন, দেবদত্তের কাকবৎ গৃহ জানিবে। প্রশ্নকর্ত্তা দেবদত্তের বাটী না পৌঁছাইতেই কাক উড়িয়া গেল; কিন্তু জিজ্ঞাসু দেবদত্তের গৃহ অবগত হইলেন। ইহার নাম উপলক্ষণ।

উপরঞ্জকের লক্ষণ যথা—যে ধর্ম্ম ধর্ম্মীকে ত্যাগ না করিয়া আপনার প্রভাব দ্বারা এক বস্তুকে অন্যান্য বস্তু হইতে ভিন্নরূপে বোধন করায় তাহার নাম উপরঞ্জক। যেমন—জবাপুষ্পের রক্তিমা জবাপুষ্পে থাকিয়া স্বকীয় প্রভা শুক্লমণিতে পাতিত করে এবং ঐ প্রভাদ্বারা শুক্লমণিকে অন্যান্য পীত, নীল, হরিত প্রভৃতি নানাবর্ণের মণি হইতে ভিন্ন করিয়া বোধন করায়। ইহারই নাম উপরঞ্জক।

উপচারক লক্ষণ যথা—"ভ্রমাৎ প্রয়োগঃ" অর্থাৎ যে স্থলে

ভ্রমদ্বারা এক পদার্থকে অন্যরূপে কথন করা হয়, তাহার নাম উপচার যথা, পুরোহিতের প্রতি বলা হইল, "ঐ রাজা যাইতেছেন"। ইহারই নাম উপচার।

বিশেষণ যথা—যে ধর্ম্ম ধর্ম্মী হইতে ভিন্ন না হইয়া ধর্ম্মীকে অন্যান্য পদার্থ হইতে ভিন্ন রূপে বোধন করায়, তাহার নাম বিশেষণ বা লক্ষণ। যেমন "শৃঙ্গশাসনাবতী গৌঃ" ইহা গরুর লক্ষণ। মহিষাদিতে অতিব্যাপ্তি নিরাসের জন্য শাসন পদ দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে অতিব্যাপ্তি অব্যাপ্তি এবং অসম্ভব এই দোষত্রয় না থাকে, তাহাকে শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বলা যায়, আর যাহাতে এই ত্রিবিধদোষ মধ্যে কোন দোষ থাকে তাহাকে দুষ্ট লক্ষণ বলা হয়। যদি কেহ শৃঙ্গপুচ্ছবতী গৌঃ ইহাকে গাভীর লক্ষণ বলে, তাহা হইলে গাভীতে লক্ষণ-সমন্বয় হয়। কিন্তু এই লক্ষণ মহিষ হরিণ প্রভৃতি পশুতেও দেখা যায়। অতএব এই লক্ষণ অতিব্যাপ্তিরূপ দোষে দূষিত হইতেছে। লক্ষ্যৈক-দেশবৃত্তিত্বং অব্যাপ্তিলক্ষণম্। যেমন গাভীর কপিলত্ব লক্ষণ; ঐ লক্ষণ সমস্ত গাভীতে দেখা যায় না, কেবল গাভী-জাতির এক দেশ কপিলা গাভীতেই দেখা যায়। অতএব ইহাতে অব্যাপ্তি দোষ হইল। অসম্ভব দোষ যথা—লক্ষ্যমাত্রাবৃত্তিত্বে সতি লক্ষ্যান্তরবৃত্তিত্বম্ অসম্ভবত্বং। যেমন—একশফত্ব গাভীর লক্ষণ, কিন্তু এ লক্ষণ গাভীতে দেখা যায় না, অশ্ব গর্দ্দভাদি পশুবৃন্দে দেখা যায়, অতএব ইহা অসম্ভব লক্ষণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণের মত-বিচার।

অগ্রে সাংখ্য ন্যায় এবং নারদপঞ্চরাত্রমতাবলম্বী আচার্য্যদিগের মত অতি সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে। জানিয়া রাখ, বেদান্ত-দর্শনে শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদী, মাধবাচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং নারদপঞ্চরাত্রমতাবলম্বী রামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। এই ত্রিবিধ মতাবলম্বীদিগের মধ্যে অগ্রে রামানুজ আচার্য্যের মত বিচার করা যাইতেছে। শ্রীরামানুজ-মতাবলম্বী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে চিৎ, অচিৎ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এই তিন পদার্থ। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের শরীর, এবং ব্রহ্ম শরীরী, অতএব ব্রহ্ম চিদচিদ্‌বিশিষ্ট; এই চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম এক। তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ এ সম্বন্ধে এই রূপ বলেন—ব্রহ্ম যদি চিদচিদ্‌বিশিষ্ট, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ব্রহ্ম বিশেষ্য এবং চিৎ ও অচিৎ বিশেষণ। এখন বিশেষণের স্বভাবই এই যে, ইহা নিজ অধিষ্ঠান হইতে অন্যকে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথক করে। যেমন লোহিত পুষ্প। এস্থলে বিশেষণ লৌহিত্য স্বাধিষ্ঠান পুষ্প হইতে নীলপীত প্রভৃতি পুষ্পকে ব্যাবৃত্ত করে। চিৎ ও অচিৎ যদি বিশেষণ হয়, তাহা হইলে এমন কোন পদার্থ থাকা চাই, যাহাকে ঐ চিৎ ও অচিৎ ব্যাবর্ত্তন অর্থাৎ পৃথক করিতে পারে কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতমতে সেরূপ কোন পদার্থ নাই, কেন না তাঁহারা বলেন যে, চিৎ,

অচিৎ ও ব্রহ্ম এই তিন ভিন্ন পদার্থ নাই। ইহার মধ্যে চিৎ ও অচিৎ যদি বিশেষণই হইল এবং ব্রহ্ম বিশেষ্য হইল, তাহা হইলে চিৎ ও অচিৎ কোন্ পদার্থ হইতে ভিন্ন এবং কোন্ পদার্থকেই বা তাহারা নিজ হইতে ব্যাবৃত্ত করিতে পারে? যদি না পারে, তাহা হইলে বিশেষণত্ব ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অন্যান্য-বাদিগণ কি বলেন না বলেন, তাহা লইয়া এখানে অধিক আলোচনা সুবিধাজনক হইবে না এবং বিষয়টী আরও জটিল হইয়া উঠিবে। এজন্য যৎকিঞ্চিন্মাত্র প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়া আলোচ্য দর্শনের অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিব। এখন ইঁহারা জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সম্বন্ধে কে কি বলেন, তাহার বিচার করা যাইতেছে, কেন না ইহাদ্বারা ভেদাভেদের যুক্তি পরিস্ফুট হইবে। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় নিম্বার্ক-দর্শনেও এই অতর্কণীয় বিচিত্র জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। আমরা দেখিতে পাই, কোন একটা মাটীর ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহার উপাদান কারণ মৃত্তিকা এবং নিমিত্ত কারণ কুম্ভকারের প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, এই উপাদান কারণ মৃত্তিকা ও নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার পরস্পর বিভিন্ন। এখন ঈশ্বর যদি এই জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহার নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর হইতে পারেন, কিন্তু তাহার উপাদান কারণ কি? কোন্ উপাদানে ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন? যেমন ঘটের উৎপত্তি-স্থলে তাহার নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার ও উপাদান কারণ মৃত্তিকা পরস্পর বিভিন্ন, জগতের উৎপত্তি-স্থলেও সেরূপ

নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ ভিন্ন হইবে। নিমিত্ত কারণই উপাদান কারণ হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকিলে তাহার উপাদান কি ?

বৈদান্তিকেরা বলেন, জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ উভয়ই ঈশ্বর। ইঁহাদের এ কথাটী প্রথমতঃ অদ্ভুত ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তাঁহারা বিনা যুক্তিতে এ মত প্রচার করেন নাই। কার্য্যের উৎপত্তি তিন প্রকারে ব্যাখ্যাত হয়। যথা—প্রথম—সংঘাত অর্থাৎ সম্মিলনের দ্বারা, যেমন পান চুণ খদির একত্র সংহত অর্থাৎ সম্মিলিত হইলে লোহিত বর্ণ উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়—আরম্ভ দ্বারা, যেমন তন্তুতে পূর্ব্বে বস্ত্র থাকে না, পরে অপরাপর কারণ উপস্থিত হইলে ঐ তন্তুতেই বস্ত্র আরব্ধ বা উৎপাদিত হয়। তন্তুই কিছু বস্ত্র নহে, কেন না তন্তুর কার্য্য অন্য ; তন্তুদ্বারা ভিন্ন কার্য্য করা যায় এবং বস্ত্রের কার্য্য অন্য, বস্ত্রের দ্বারা ভিন্ন কার্য্য করা হইয়া থাকে। তৃতীয়—পরিণাম দ্বারা, দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে প্রথম সংঘাতবাদ নাস্তিক-গণের এবং দ্বিতীয় আরম্ভবাদ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের। তাঁহারা এতাদৃশ কার্য্য কারণ ভাবকে সর্ব্বত্র ঐ প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যে সমস্ত দর্শন বেদ-বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহারা কেহই ঐ সংঘাতবাদ ও আরম্ভবাদ স্বীকার করেন না। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বচন ভিন্ন যুক্তিও অনেক আছে।

বৈদিক-দর্শনগুলি পরিণামবাদ স্বীকার করেন। (যাঁহারা

এ কথা বলেন, তাঁহারা অদ্বৈতবাদী শাঙ্কর-দর্শনকে অবৈদিক বলিয়া শিষ্যদিগের নিকট ঘোষণা করেন এবং স্বমতখণ্ডন-কারী মতান্তরকেও অবৈদিক বলিতে কুণ্ঠিত হন না)। অবশ্য এই পরিণাম শব্দের ব্যাখ্যা ভিন্ন আছে। সাংখ্যেরাও পরিণামবাদী ; ইঁহারা পরিণাম শব্দের যথাশ্রুত অর্থই গ্রহণ করেন। অর্থাৎ কোন বস্তুর প্রকারান্তরে বিকারের নামই পরিণাম। যেমন দধি দুগ্ধের পরিণাম। এই পরিণামকে প্রকৃতি-পরিণাম বা স্বরূপ-পরিণাম বলে। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈত-বাদিগণ বস্তুতঃ এরূপ পরিণাম স্বীকার করেন না, করিতে পারেনও না। ব্রহ্মের প্রকৃতি-পরিণাম বা স্বরূপ-পরিণাম হইতেই পারে না। ইহাঁদের পরিণাম শব্দের তাৎপর্য্যার্থ শক্তি-বিক্ষেপ অর্থাৎ শক্তির প্রসারণ। ইঁহারা কিরূপে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, তাহা হইলেই এ কথাটা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। ইঁহারা ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তৎ-সম্বন্ধে ইঁহারা এইরূপ শ্রুতি-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন—যাহা হইতে সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে, জাত হইয়া যাহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, এবং বিনাশকালে যাহাতে গমন করিয়া বিলীন হইয়া থাকে, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম, ইত্যাদি। ব্রহ্ম যে কেবল নিমিত্ত-কারণ নহেন, তিনি যে নিমিত্ত-কারণের ন্যায় উপাদান-কারণও তাহা এই বেদান্তসূত্রেই

প্রকাশ করিতেছে। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" ইত্যাদির তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। একই ব্রহ্ম স্বজ্ঞান শক্তিদ্বারা জগতের বিবর্ত্ত-কারণ, আর মায়াশক্তি লইয়া জগতের উপাদান কারণ। যেমন—লূতা বা মাকড়সা স্বনির্ম্মিত জালের তানবিতান-রূপকার্য্য সম্বন্ধে বিবর্ত্ত-কারণ, আর লূতার মুখে যে লালা নির্গত হয়, তাহা ঐ কার্য্যের অর্থাৎ ঐ জালের উপাদান কারণ এবং লূতার যে জ্ঞান তাহা নিমিত্ত কারণ। এইরূপ অনন্তশক্তিবিশিষ্ট পরব্রহ্ম জগতরূপ কার্য্যের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শিষ্য। রামানুজাদি বৈষ্ণবদিগের মতে নির্গুণ বিশেষণ-শূন্য ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না। যেমন দেবদত্ত-গৃহের কাক যদি উপলক্ষণ না হয়, তাহা হইলে দেবদত্তের গৃহের জ্ঞান হইতে পারে না. এইরূপ বিশেষণবর্জ্জিত ব্রহ্মের সাক্ষাৎ হইতে পারে না। তাহা হইলে মুমুক্ষুর গতির কোন উপায় নাই?

গুরু। হে প্রিয়! বরং সগুণ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষ নির্গুণ ব্রহ্মের হয়। দ্বৈতবাদী মন্দমতি নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ জানেন না, সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন প্রমাতারই ইহা জানিবার অধিকার আছে। অজ্ঞের অধিকার নাই। দ্বৈতবাদী অনধিকারী মনুষ্যজাতিকে অধর্ম্মপথে চালাইয়া অন্ধকূপে ফেলিবার জন্য, জগৎকে ঠকাইয়া খাইবার জন্য গুরু সাজিয়া বসিয়া আছে।

সৎ শাস্ত্রে কি বলিতেছে দেখ—

নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽভিধাস্যন্তে সবিশেষ-নিরূপণৈঃ॥

অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণসকল ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ইত্যাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। আর যাহারা মন্দবুদ্ধি, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ; তাহারা লোকপ্রতারণার্থ নানা বিশেষণ দিয়া কথন করিতেছে। কিন্তু বিশেষণবিশিষ্ট ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয় না। অতএব সগুণব্রহ্মোপাসকদিগের মত শ্রুতি-নিন্দিত ও অসঙ্গত। প্রমাণ যথা—

"তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা"

ভাগবত—১০ম স্কন্ধ ১৪শ অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোক।

ব্যাখ্যা।—হে ভূমন্! যদিও সগুণ নিগুর্ণ উভয় রূপই তোমার জ্ঞেয় বটে তথাপি প্রত্যাহৃত ইন্দ্রিয় সকলদ্বারা অগুণের মহিমা সহজে জ্ঞান-গোচর হওয়া সম্ভব। যেহেতু ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণের বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মগত জীবের আবরণ-দোষ নষ্ট হইলে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম আপনা আপনি প্রকাশিত হন। এখানে ফলব্যাপ্তির প্রয়োজন হয় না। আবরণ নষ্ট হইলেই "অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞান সাধকের হৃদয়ে উদিত হয়। এক্ষণে এই প্রমাণদ্বারা নিশ্চয় হইল যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ-

কার হয়। বিশিষ্ট ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের অযোগ্য বস্তু। তাহার উপাসনা করা বৃথা।

সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা নানাবিধ, ফলও নানাবিধ। স্বগুণ-বাদীদিগের ধূর্ত্ততা-বিষয়ে প্রমাণ যথা—

জন্মাপবাদং দ্রোহঞ্চ তথা মিথ্যাভিভাষণম্।
কামং ক্রোধং তথা লোভং পরদারাভিমর্ষণং॥
বীভৎসঞ্চ মোহং রাগং দুষ্ক্রিয়া বিবিধাঃ কলৌ।
যে মন্দাস্তেঽভিধাস্যন্তে বিশুদ্ধে পরমাত্মনি॥

ব্যাখ্যা।—মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ পরমাত্মাতে জন্ম-কলঙ্ক, বৈরভাব, মিথ্যাভিভাষণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, পরস্ত্রী-ধর্ষণ, বীভৎস-কার্য্য, মোহ, অনুরাগ, এবং অন্যান্য নানাবিধ দুষ্ক্রিয়ার আরোপ করে। এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবল্লীতে ঐ সকল দোষের আরোপ করিয়া থাকে।

শ্রুতি যথা, "তস্মাদ্ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োঃ অগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ইত্যাদি। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম ও সত্ত্ব-রজ-স্তম-স্বরূপ মায়া ছিলেন। এই দুইটী পদার্থ অনাদি, তন্মধ্যে ব্রহ্ম অনন্ত ও মায়া সান্ত, যেহেতু জ্ঞানদ্বারা মায়ার নাশ হয়। যেমন ঘটাদি কার্য্যের উপাদান মৃত্তিকা এবং নিমিত্ত-কারণ কুলাল প্রসিদ্ধ আছে, তেমনি এই অনন্ত দৃশ্যমান নামরূপবিশিষ্ট জগতের উপাদান-কারণ মায়া এবং নিমিত্ত-কারণ ব্রহ্ম কল্পনা করা হইয়াছে।

মায়া ও ব্রহ্ম।

প্রথমে প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে আকাশের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি, অবিদ্যা, ত্রিগুণা ইত্যাদি মায়ার নানাবিধ নাম আছে। আকাশে সৎ-চিৎ-আনন্দ এই তিনটী ব্রহ্মের গুণ, সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন মায়ার গুণ এবং নিজের গুণ শব্দ (শব্দগুণমাকাশং) আছে। আকাশ হইতে বায়ুর সৃষ্টি, বায়ুতে আকাশের সাতগুণ ও নিজের স্পর্শগুণ আছে। বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি। অগ্নিতে বায়ুর আটগুণ ও নিজের রূপ-গুণ এই মোট নয়টী গুণ আছে। অগ্নি হইতে জলের সৃষ্টি। জলে অগ্নির নয়গুণ ও

নিজের মধুর গুণ আছে। জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি। পৃথিবীতে জলের দশগুণ ও নিজের গন্ধগুণ মোট এগারটী গুণ আছে। এই পাঁচটীকে তন্মাত্রভূত বলিয়া উল্লেখ করে। এই পাঁচটী ব্যবহারের অযোগ্য ছিল, ইহাদিগকে ব্যবহারের যোগ্য করিবার জন্য এই ভূতপঞ্চকের পঞ্চীকরণ কল্পনা করা হইয়াছে। পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়া, যথা—দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বংস্বমংশং পরিত্যজ্য মিলনাৎ পঞ্চ পঞ্চতে॥

আকাশ ॥০ বায়ু ৵০ অগ্নি ৵০ জল ৵০ পৃথিবী ৵০ = ১ আকাশ।
বায়ু ॥০ আকাশ ৵০ „ ৵০ „ ৵০ „ ৵০ = ১ বায়ু।

যাহার আট আনা অংশ আছে তাহাই তাহার বিশেষ নাম। "তদ্বৈশিষ্ট্যাৎ তদ্বিশিষ্টম্"। মূলপ্রকৃতি মায়া। সত্ত্বশুদ্ধবিশুদ্ধাভ্যাং মায়াবিদ্যেতি গীয়তে। তত্র বিম্বং বশীকৃত্য স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ স ঈশ্বরঃ। অন্যবশগস্ত্বান্ত তদ্বৈচিত্র্যাৎ অনেকধা। অর্থাৎ—সত্ত্বশুদ্ধ মায়া; মলিনসত্ত্ব অবিদ্যা। যেখানে সত্ত্বাংশ অধিক ও রজ এবং তমোগুণ কম তাহার নাম সত্ত্বশুদ্ধ মায়া; যেখানে তমোগুণ অধিক, রজঃ ও সত্ত্বকে বশীভূত করিয়া আছে তাহার নাম অবিদ্যা। মায়া এক পদার্থ, অবিদ্যা নানাবিধ। যেমন পুষ্পের নিকট স্ফটিকপাত্র রাখিলে স্ফটিকপাত্র পুষ্পের বর্ণে রঞ্জিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাশ্রিত মায়া পুষ্পরঞ্জিত স্ফটিকপাত্রের ন্যায় ব্রহ্মের আভাসে রঞ্জিত হইয়াছে। মায়া, এই মায়াতে ব্রহ্মের আভাস আর ব্রহ্ম এই তিনটী মিলিত হইয়া ঈশ্বর-পদবাচ্য হয়েন। অবিদ্যা, উহাতে ব্রহ্মের আভাস ও

ব্রহ্ম এই তিনটী মিলিত হইয়া জীবপদবাচ্য হয়েন। মায়া ঈশ্বরের উপাধি, তাহা সমষ্টি; অবিদ্যা জীবের উপাধি, তাহা ব্যষ্টি। যেমন বনবৃক্ষে ভেদ। বন বৃক্ষসমষ্টির নাম, বৃক্ষ একটী গাছের নাম। বৃক্ষ বন হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু বন বৃক্ষ হইতে ভিন্ন। এইরূপ ব্যাপ্য পদার্থ ক্ষুদ্র, সে ব্যাপক হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। তেমনি ঈশ্বর ব্যাপক, জীব ব্যাপ্য, সুতরাং জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু ঈশ্বর জীব হইতে ভিন্ন। ঈশ্বর পদের অন্তর্গত যে চৈতন্য-জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম তাহা কুলালের ন্যায় জগতের নিমিত্ত-কারণ আর ঈশ্বর-পদের মধ্যবর্ত্তী যে মায়া বা প্রকৃতি তাহা মৃত্তিকার ন্যায় জগতের উপাদান কারণ।

বেদান্তীরা সৃষ্টি সম্বন্ধে ঈশ্বরপদবাচ্যের মধ্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে বিবর্ত্তকারণ, মায়াকে উপাদানকারণ কহেন। এই নিমিত্তকারণ বিবর্ত্তকারণ হইতে অভিন্ন। যেমন,—মাকড়সা-নির্ম্মিত জাল। ঐ জালোৎপত্তির বিষয়ে মাকড়সার শরীর জড়, তাহা জালের উপাদান কারণ আর মাকড়সার শরীরে যে জ্ঞান বা চৈতন্য আছে উহা জালের নিমিত্ত কারণ। জাল জড় বা মায়িক পদার্থ, উহাতে যে শিল্প বা কারিগরী তাহা মাকড়সার জ্ঞান হইতে উৎপন্ন। মাকড়সা যেমন অজ্ঞানাংশে বা মায়াংশে জালের উপাদান কারণ আর জ্ঞানাংশে উহার নিমিত্ত বা বিবর্ত্ত কারণ,সেইরূপ ঈশ্বরকে সৃষ্টি কার্য্যের সম্বন্ধে বিবর্ত্তাভিন্ন নিমিত্ত-কারণ কল্পনা করা হইয়াছে। বৈদান্তিকগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধসত্বপ্রধান মায়া ঈশ্বরের শরীর বা কোষ।

মায়ারূপ কোষে ঈশ্বর আবদ্ধ আছেন, কিন্তু মায়া স্বচ্ছ-পদার্থ ; তাহা ঈশ্বরের জ্ঞানকে মলিন করিতে পারে না। তিনি নিজের পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা জগতের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় জানিতে-ছেন। আর যে মায়া ব্যষ্টি অংশে মলিনসত্ত্ব অবিদ্যা, তাহা জীবের কোষ-স্বরূপ। তাহা তমঃ-প্রধান হওয়াতে জীবের জ্ঞান আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। জীব আপনার স্বরূপকে জানিতে পারিতেছে না। জীব অবিদ্যামুগ্ধ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন, কিসে বদ্ধ হইব, কিসে মুক্ত হইব, তাহা বুঝিতে পারে না। রজ্জু-বদ্ধ বানরের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ রজ্জুতে বদ্ধ জীব জন্ম মৃত্যুরূপ দুঃখ-সাগরে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

ইন্দ্রিয়সমূহের উৎপত্তি।

মায়ারচিত পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ হইতে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র, তাহার কার্য্য শব্দজ্ঞান করা।

বায়ুর " " স্পর্শ, " " শীতোষ্ণ প্রভৃতি স্পর্শজ্ঞান করা।

তেজের " " চক্ষু " " রূপ ও রূপী পদার্থ দর্শন করা।

জলের " " রসনা " " রসানুভব করা।

পৃথিবীর " " ঘ্রাণেন্দ্রিয় " " সুগন্ধ দুর্গন্ধাদি অনুভব করা।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমষ্টির নাম অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার ভেদে চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে সংশয়-বিপর্য্যয়াত্মক বৃত্তির নাম মন, নিশ্চয়াত্মক বৃত্তির নাম বুদ্ধি, স্মরণাকার বৃত্তির নাম চিত্ত, গর্ব্বাকার বৃত্তির নাম অহঙ্কার। সমষ্টি অন্তঃকরণ; ব্যষ্টি জ্ঞানেন্দ্রিয়। পঞ্চবিধ ভূতের রজোগুণ হইতে পঞ্চবিধ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা,—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। তন্মধ্যে বাক্ দ্বারা শব্দোচ্চারণ, পাণি দ্বারা ধারণ, পাদ দ্বারা গমনাগমন, পায়ু দ্বারা মলত্যাগ, উপস্থ দ্বারা মূত্র ত্যাগ ও সংসারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টির নাম প্রাণ। প্রাণও স্থানভেদে পঞ্চবিধ। যথা,—'হৃদি প্রাণাঃ গুদেঽপানাঃ সমানাঃ নাভিসংস্থিতাঃ। উদানাঃ কণ্ঠদেশস্থাঃ ব্যানাঃ সর্ব্বশরীরগাঃ"। হৃদগত বায়ুর দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য হয়, এবং অপান বায়ুর দ্বারা উদরস্থ বায়ু নিক্ষেপ করা হয়। সমান বায়ু নাভিগ্রন্থিতে অবস্থান করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া আছে,উহাতে তাহারা একেবারে বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে না। উদান বায়ুর কার্য্য উদগারাদি। ব্যান বায়ু নখশিখা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই ঊনবিংশতি কলার নাম লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর। মায়ার যে তমোগুণাংশ, তাহা হইতে স্থূল শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে। স্থূল শরীরেই জন্মমৃত্যু জরা ব্যাধি প্রভৃতি নানাবিধ ক্লেশের অনুভব হয়।

মলিন সত্ত্বপ্রধান অবিদ্যার নাম কারণ শরীর, জ্ঞান ভিন্ন তাহার বিনাশ হয় না। কারণ শরীরের সমষ্টির নাম মায়া। সমষ্টির অধিপতি চৈতন্যের নাম ঈশ্বর, লিঙ্গশরীরাভিমানী জীবের নাম তৈজস, লিঙ্গশরীরের সমষ্টির নাম সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড; তৈজসের সমষ্টির নাম হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। স্থূল-শরীরাভিমানী জীবের নাম বিশ্ব আর স্থূলশরীরের সমষ্টির নাম ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বের সমষ্টির নাম বিরাট। ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত। যথা,—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য—সপ্তস্বর্গ; অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল এই সাতটী সপ্ত পাতাল। এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অখণ্ডরূপে বিরাজমান যে ব্রহ্মচৈতন্য তাহার নাম বিরাট পুরুষ। "বিবিধা রাজতে বিরাজতে প্রদীপ্যতে" ইতি বিরাট্। এই বিরাট পুরু-ষের উপাসনা পুরাণে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু বেদে নাই, যেহেতু বিরাট প্রকৃতি প্রাকৃত পদার্থ সমূহ দ্বারা জড়িত চৈতন্য; তাহা সগুণ মূর্ত্তি, তাহার ধ্যান হয় না, আর বেদান্তমতে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন এই ত্রিবিধ কার্য্যকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধি-ষ্ঠাত্রী পাঁচটী দেবতা। যথা, (১) বাগিন্দ্রিয়ের দেবতা সরস্বতী। (২) পাণি বা হস্তের দেবতা ইন্দ্র। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র বজ্রপাণি হইয়া সমুদায় দেবগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং সেইজন্য দেবরাজ উপাধি পাইয়াছেন, সেইরূপ হস্ত সমুদায় শরীরকে

রক্ষা করে বলিয়া ইহা সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। (৩) পাদের দেবতা বিষ্ণু; চরণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া লোকে গুরুজনের চরণ বন্দনা করিয়া চরণে প্রণত হইয়া থাকে। (৪) পায়ুর দেবতা যমরাজ। (৫) উপস্থের দেবতা প্রজাপতি। ইহাঁদিগকে ইন্দ্রিয়গণের রক্ষার নিমিত্ত সৃষ্টিকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রমা, বুদ্ধির দেবতা বৃহস্পতি, চিত্তের দেবতা বাসুদেব, অহঙ্কারের দেবতা রুদ্র।

বেদান্তসম্বন্ধে দ্বৈতবাদিগণের মত।

"বেদান্তমতের সম্বন্ধে দ্বৈতবাদীরা শ্রুতি-প্রমাণ দিয়া জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতি যথা—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে, তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" দুইটী পক্ষী সমান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; দুইটী বন্ধু একটা শরীর রূপ বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া আছেন। এই দুটীর মধ্যে একজন সুখদুঃখাদি ভোগ করিতেছে, আর একজন কেবল দর্শন করে মাত্র। এই দুইটীর মধ্যে যিনি কর্ম্মফলের ভোক্তা তিনি জীব, আর যিনি দ্রষ্টামাত্র, তিনি কর্ম্মের ফলপ্রদাতা ঈশ্বর। এইরূপ জীব ও ঈশ্বরে যে ভেদ তাহা শ্রুতির দ্বারা স্থাপিত হইতেছে। বেদান্তী কহিতেছেন যে, ভেদবাদীরা শ্রুতির তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া অভেদ-

বাদিনী শ্রুতির ভেদার্থ কল্পনা করিয়া, আপনি ভুলিয়াছে এবং সমাজকেও ফাঁকি দিয়া ভুলাইতেছে।

শিষ্য। গুরো! অখণ্ডচৈতন্যের মধ্যে একটী ভোক্তা ও অপর একটী ভোগ-প্রদাতা ইহা কিরূপে হইতে পারে?

পঞ্চখ্যাতি এবং তৎসম্বন্ধে বৈদান্তিকগণের মত।

গুরু। হে প্রিয়, যেমন এক অখণ্ড আকাশ উপাধিভেদ-দ্বারা চতুর্ব্বিধ কল্পিত হইয়াছে, তেমনি এক অখণ্ড ব্রহ্ম উপাধি দ্বারা চতুর্ব্বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। আকাশের ভেদ যথা—ঘটাকাশ, জলাকাশ, মঠাকাশ, অভ্রাকাশ। একটী ঘটের মধ্যস্থিত যে আকাশ, তাহার নাম ঘটাকাশ। জলের ভিতরে অভ্র-নক্ষত্র-বিশিষ্ট যে নীলবর্ণ প্রভা, তাহা জলাকাশ। মঠের ভিতর যে আকাশ, তাহা মঠাকাশ। আর আকাশস্থিত মেঘ বা জলবিন্দু রাশির মধ্যে যে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাকে মেঘাকাশ বলে। উহা দৃষ্টিগোচর নহে, কিন্তু অনুমান দ্বারা উহা সপ্রমাণ করা যায়। নিরবচ্ছিন্ন আকাশের নাম মহাকাশ। এই প্রকারে আকাশে যেরূপ উপাধিদ্বারা ভেদ কল্পনা হইয়াছে, তেমনি ব্রহ্মেও উপাধি দ্বারা ভেদ কল্পনা হইয়াছে। যেমন অনন্ত আকাশের কোন দেশে মেঘ উদিত হইলে

তাহার নাম মেঘাবচ্ছিন্ন আকাশ হয়, তেমনি অনন্ত ব্রহ্মের যে অংশে মায়া ও অবিদ্যা উভয়ে আশ্রয় করিয়া থাকে; ব্রহ্মের সেই অংশকে কূটস্থ ব্রহ্ম বলে। মায়া ও অবিদ্যার আশ্রয়ে স্থিত ব্রহ্ম চৈতন্যের নাম কূটস্থ।

শুদ্ধ সত্ত্ব ও মলিন-সত্ত্ব প্রভেদে যে মায়া দ্বিবিধ, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব মায়া, উক্ত মায়াস্থিত ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব এবং কূটস্থ ব্রহ্ম এই তিন মিলিয়াই ঈশ্বর। মলিনসত্ত্বপ্রধান অবিদ্যা, তাহাতে অবস্থিত কূটস্থ চৈতন্যের আভাস এবং কূটস্থ ব্রহ্ম এই তিনটীর সমষ্টির নাম জীব। কার্য্যমাত্রের উৎপত্তির সাধক বা কর্ত্তা বুদ্ধি। কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব উভয়ে এক পদার্থকে অবলম্বন করিয়া থাকে। সুতরাং সকল কার্য্যের কর্ত্তা ও তাহাদের ফলভোক্তা বুদ্ধি একই। তাহা হইলে কূটস্থ আভাস কেবল ফলপ্রদাতা হইতেছেন, জীবের অন্তর্গত জড়াংশই ভোক্তা ও কূটস্থ আভাস কেবল দ্রষ্টা। এইরূপ বিচার দ্বারা উপরোক্ত শ্রুতিতে কথিত দ্বিবিধ চৈতন্য সিদ্ধ হইল না। শুদ্ধ ব্রহ্মে উপাধি দ্বারা তিন প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে, তাহা এই,—(১) জীব (২) ঈশ্বর (৩) কূটস্থ। আর নিরুপাধিক চৈতন্যের নাম ব্রহ্ম।

হে প্রিয়! যে স্থলে রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হয়, সে স্থলে রজ্জুর দ্বিবিধ অংশের মধ্যে একটীর নাম সামান্য অংশ ও অপরটীর নাম বিশেষাংশ কল্পনা করা হইয়াছে। যাহা হইতে পদার্থের জ্ঞান এবং ভ্রম এই উভয়ই উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সামান্য

অংশ আর যাহার জ্ঞান হইলে ভ্রম নষ্ট হয়, তাহার নাম বিশেষাংশ। ব্রহ্মের চারিটী অংশ আছে। যথা সৎ, চিৎ, অখণ্ড ও আনন্দ। এই অংশ-চতুষ্টয়ের মধ্যে সৎ চিৎ এই দুই অংশ সামান্যাংশ। অখণ্ড ও আনন্দ এই দুই অংশ বিশেষাংশ। যেখানে রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি হয়, সেখানে কোন আচার্য্য অসৎখ্যাতি, কেহ আত্মখ্যাতি, কেহ অন্যথাখ্যাতি, কেহ অখ্যাতিখ্যাতি কেহ বা অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি স্বীকার করেন। কিন্তু বৈদান্তিকগণ পূর্ব্বোক্ত চারিটী খ্যাতি স্বীকার করেন না, কেবল অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি স্বীকার করেন।

তাহার উদাহরণ, যথা—প্রথমে অন্তঃকরণের বৃত্তি নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহির হইয়া বিষয়াকার ধারণ করে, অর্থাৎ ঘটাদির আকারবিশিষ্ট হয়। তদনন্তর ঘট-বিষয়ে "অহং ঘটং ন জানামি" অর্থাৎ আমি ঘট জানি না ইত্যাকার অজ্ঞানরূপ আবরণ তিরোহিত হইয়া যায়। পরে ঘটের জ্ঞান হয়। এখানে প্রকাশেরও আবশ্যক হয়, বিনা প্রকাশে ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। যেস্থানে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তথায় অন্তঃকরণের বৃত্তি নেত্রদ্বারা বাহির হয়। আর রজ্জুর সহিত তাহার সম্বন্ধও হয়। পরন্তু তিমিরাদিক দোষ থাকাতে রজ্জু-সমানাকার-বৃত্তি-স্বরূপ হয় না, এই কারণে রজ্জুত্বের আবরণকারী অজ্ঞানেরও বিনাশ হয় না। এই অজ্ঞানের তিরোধান না হওয়ায় রজ্জ্বাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অবিদ্যা ক্ষুব্ধ হইয়া সর্পাকার পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এই অবিদ্যাকার্য্য সর্প যদি সৎ হয়,

তাহা হইলে রজ্জুর জ্ঞানদ্বারা তাহার বাধ হইবে না। কিন্তু এস্থলে বাধ হইতেছে, একারণে সর্প সৎ নহে। আর যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় তাহার প্রতীতিই হইতে পারে না, কিন্তু এস্থলে প্রতীতি হইতেছে, এইহেতু উক্ত সর্প অসৎও নহে। অতএব ঐ সর্প সৎ ও অসৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া অনির্ব্বচনীয় লক্ষণাক্রান্ত হইতেছে। এইরূপে শুক্তিতে রৌপ্যাদিকের ভ্রান্তিও অনির্ব্বচনীয় জানিবে। প্রতীতি অথবা সংস্কার-বিশেষকে খ্যাতি কহে। যেমন রজ্জু সর্প অবিদ্যার পরিণাম; তেমনি সর্প-জ্ঞানরূপ বৃত্তিও অবিদ্যার-পরিণাম জানিবে, উহা অন্তঃকরণের পরিণাম নহে। যেহেতু যেমন রজ্জুর জ্ঞান রজ্জু সর্পের বাধক হয়, তেমনি রজ্জু সর্পের জ্ঞানেরও বাধক জানিবে। যদি রজ্জু সর্পরূপ জ্ঞান অন্তঃ-করণের বৃত্তি হয়, তাহা হইলে রজ্জু জ্ঞানদ্বারা তাহার বাধ হইতে পারে না, কিন্তু বাধ হইতেছে। ইহাতে জ্ঞানও সর্পের ন্যায় অবিদ্যার কার্য্য সৎ অসৎ হইতে বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় হয়। অতএব স্থিরীকৃত হইল যে, রজ্জু সহিত চৈতন্যে স্থিত তমোগুণ-প্রধান অবিদ্যার অংশপরিণাম সর্প, আর সাক্ষি-চৈতন্যে স্থিত অবিদ্যার সত্ত্বগুণের পরিণামবৃত্তিই জ্ঞান। যে সময়ে রজ্জু চৈতন্যের অবিদ্যার সর্পাকার পরিণাম ঘটে, ঐ সময় সাক্ষী-আশ্রিত অবিদ্যার জ্ঞানাকার পরিণাম বৃত্তিই জ্ঞান হয়। যেহেতু রজ্জু চৈতন্যাশ্রিত অবিদ্যাতে ক্ষোভের নিমিত্ত আছে; ঐ নিমিত্ত হইতেই সাক্ষী-আশ্রিত অবিদ্যার অংশে

ক্ষোক্ত উপস্থিত হয়। হে প্রিয়! রজ্জুতে সর্পভ্রমস্থলে সর্পাদিক বিষয় এবং তাহাদের জ্ঞান একই সময়ে উৎপন্ন হয় এবং রজ্জু-প্রভৃতিক অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে উভয়ের একই সময়ে নাশ হয়। এই প্রকার সর্পাদিক ভ্রমবিষয়ে বাহ্য-অবিদ্যার অংশ সর্পাদিক বিষয়ের উপাদান কারণ, আর সাক্ষি-চেতনাশ্রিত আন্তর অবিদ্যার অংশ তাহাদের জ্ঞানরূপ বৃত্তির উপাদান কারণ হয়।

সাক্ষিভাস্য এবং অধ্যাস।

সগুণ সময়ে সাক্ষী-আশ্রিত অবিদ্যার তমোগুণাংশ হস্ত্যশ্বাদি বিষয় রূপে পরিণত হয়, আর সেই অবিদ্যার সত্ত্বগুণাংশ জ্ঞানরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এই হেতু স্বপ্নকালে আন্তর অবিদ্যা বিষয় এবং জ্ঞান উভয়ের উপাদান কারণ হয়। এই কারণে বাহ্য-রজ্জুসর্পাদি ও আন্তর গজাশ্বাদি সাক্ষিভাস্য হইতেছে। হে প্রিয়! সাক্ষী অবিদ্যার বৃত্তিদ্বারা যাহাকে প্রকাশ করে, তাহার নাম সাক্ষিভাস্য, আর রজ্জুপ্রভৃতিক বিষয়ে অনির্ব্বচনীয় সর্পাদি এবং তাহার ভ্রমরূপ জ্ঞানকে অধ্যাস কহে। রজ্জু-প্রভৃতি জড়-পদার্থের জ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্তিস্বরূপ, ঐরূপ স্থলে আবরণ ভঙ্গ-বৃত্তির প্রয়োজন, আর সেই আবরণ অজ্ঞানেরই শক্তি। এইরূপ আবরণ জড়ের আশ্রিত হয় না, কিন্তু জড়ের

অধিষ্ঠানীভূত চেতনেরই আশ্রিত। চেতন স্বয়ং প্রকাশ-স্বরূপ। তাহাতে আভাসের প্রয়োজন নাই। অন্তঃকরণ-বৃত্তিস্থিত চিদাভাস-ভাগের প্রকাশরূপ ফলে রজ্জুজ্ঞান হয় এবং এইপ্রকার সর্পের নিবৃত্তি রজ্জু জ্ঞান দ্বারাই হইয়া থাকে। আর রজ্জু সর্পের জ্ঞানও রজ্জুর জ্ঞান দ্বারা নষ্ট হয়। এস্থলে পূর্ব্বোক্ত রজ্জুর দুইটী-রূপ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে একটী সামান্যরূপ এবং অপরটী বিশেষরূপ, যে অংশের ভ্রান্তিকালে জ্ঞান থাকে, তাহার নাম সামান্যাংশ; ভ্রান্তিকালে যে অংশের জ্ঞান হয় না ও যাহার জ্ঞান হইলে ভ্রান্তি নষ্ট হয়, তাহা বিশেষাংশ। তেমনি আত্মার দুইটী স্বরূপ; একটী সামান্যরূপ, অপরটী বিশেষরূপ। যথা 'সচ্চিৎ' ইহা ব্রহ্মের সামান্যরূপ, আর 'অসঙ্গকূটস্থ নিত্য মুক্ত' ইত্যাদি বিশেষরূপ। সচ্চিৎ আত্মাতে "আমি মনুষ্য, আমি শরীরী" ইত্যাদিরূপে যে মিথ্যাশরীরীর প্রতীতি হইয়া থাকে, ইহাই আত্মার সামান্যরূপ, আর এই মিথ্যা শরীরাভিজ্ঞান দূরীকৃত হইলে "আমি মনুষ্য নহি, আমি শরীরী নহি" ইত্যাদিরূপ অজ্ঞানও দূরীভূত হয়। তখন নিঃসঙ্গ, মুক্ত কূটস্থ যে আত্মার প্রতীতি, তাহাই আত্মার বিশেষরূপ। সর্ব্ববিধ ভ্রান্তির সময়ে আত্মার সামান্যরূপকে ভ্রান্তির আধার আর বিশেষরূপকে ভ্রান্তির অধিষ্ঠান কল্পনা করা হয়। যেমন সর্পের আশ্রয় রজ্জু এবং তাহার সামান্যাংশ সর্পের আধার, আর বিশেষ রজ্জু-স্বরূপ অংশ সর্পের অধিষ্ঠান হয়, সেইরূপ মিথ্যা প্রপঞ্চের আশ্রয়ে আত্মার সৎরূপ সামান্য অংশ প্রপঞ্চের আধার আর

অসঙ্গকূটস্থাদিক বিশেষরূপ অধিষ্ঠান হয়। এইরূপ আধার ও অধিষ্ঠানের ভেদ কোন মুনি কল্পনা করিয়াছেন।

শিষ্য। গুরো! যদি আত্মা প্রপঞ্চের আধার এবং অধিষ্ঠান হয়; তাহা হইলে অবশ্যই জগতের স্রষ্টা আত্মা হইতে ভিন্ন অন্য কেহ হইবেন। কেন না, যে রজ্জুকল্পিত সর্পের আধার ও অধিষ্ঠান, সেই রজ্জু হইতে ভিন্ন সর্পের স্রষ্টা দেবদত্তপ্রভৃতি প্রসিদ্ধ আছে।

গুরু। হে প্রিয়! যেমন স্বপ্নকল্পিত অশ্বগজাদির অধিষ্ঠান সাক্ষিচেতনই স্বপ্নকল্পিত পদার্থের স্রষ্টা হয়, সেইরূপ জগদ্রূপ ভ্রমের অধিষ্ঠানকেই জগতের স্রষ্টা জানিবে। রজ্জুকে সর্পের অধিষ্ঠানরূপে বর্ণনা কেবল স্থূল দৃষ্টির কার্য্য। সিদ্ধান্ত-মতে রজ্জুসর্পের অধিষ্ঠান সাক্ষিচেতন এবং স্রষ্টাও সাক্ষিচেতন; এইরূপ সর্ব্বত্র কল্পিত পদার্থের অধিষ্ঠান এবং স্রষ্টা সাক্ষিচেতনই হইয়া থাকে। হে প্রিয়! তোমার বুদ্ধিতে সংসাররূপ দুঃখ ভ্রান্তিদোষ দ্বারা প্রতীত হইতেছে। মিথ্যা পদার্থের নিবৃত্তির ইচ্ছা কখনও হইতে পারে না। যেমন কোন বাজীকর কোনও লোককে মন্ত্রশক্তির দ্বারায় শত্রু দেখাইয়া দিলে তাহাকে মারিবার জন্য উক্ত ব্যক্তি উদ্যোগ করে না, তেমনি মিথ্যারূপ আত্মাতে মায়াদ্বারা কল্পিত সংসারের বিনাশের ইচ্ছা হয় না। হে প্রিয়! এই সৃষ্টি অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে জ্ঞানী পুরুষ মুক্ত, অজ্ঞানী বদ্ধ হয়। চেতন নিত্য-মুক্ত, অবিদ্যার পরিণাম নানাবিধ হইতেছে। তাহাতে চেতনের

কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি হয় না, চেতন সর্ব্বদা অসঙ্গ একরস। আত্মা অদ্যাবধি বদ্ধও নহে—মুক্তও নহে। আত্মার স্বরূপ নিত্যমুক্ত। তুমি আপনাকে সর্ব্বদা নিত্যমুক্ত জ্ঞান করিবে। তুমি আকাশের ন্যায় নির্ব্বিকার সঙ্গ-বিবর্জ্জিত মনে করিবে, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই মন্ত্রের সর্ব্বদা জপ করিবে, তাহা হইলে যেমন আরশুলা কুমরীয়া পোকার স্মরণ করিতে করিতে কুমরীয়া পোকার স্বরূপ হইয়া যায়, (এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই, অনেকেই দেখিয়াছেন) তদ্রূপ তুমিও ব্রহ্মের চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে, এ বিষয়ে আর তুমি সন্দেহ করিবে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কিরূপে ধ্যান করিতে হয় ?

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ। ৩

ব্রহ্মমীমাংসা ৪ অঃ প্রথমপাদের ৩য় সূত্র।

ব্যাখ্যা। যোগী পুরুষ ধ্যানকালে "অহং ব্রহ্ম" এইরূপ ধ্যান করিবে ? না আমা হইতে ভিন্ন আমার স্বামী ঈশ্বর আছেন, এইরূপ ধ্যান করিবে ? এখানে ভাষ্যকার কহিতেছেন যে, অহং ব্রহ্ম এইরূপে ধ্যান করাই কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরধ্যানের প্রক্রিয়া মধ্যে জাবাল মুনি আত্মরূপ ব্রহ্মকে স্বীকার করিয়া-

ছেন। আর 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি মহাবাক্যসকল- জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা স্বীকার করিয়াছেন।

শিষ্য। গুরো "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞান, আভাস সহিত অন্তঃকরণের বৃত্তিতে হয়—কি কূটস্থ আত্মাতে হয়? তাহা আমাকে সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিউন। আভাস সহিত বৃত্তিতে যদি "অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞান হয়, তাহা হইলে, আভাস ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও মিথ্যা পদার্থ বলিয়া তাহাতে যে জ্ঞান হইবে, তাহাও মিথ্যাস্বরূপই হইবে। তাহা দ্বারা দুঃখ সহিত মূল অবিদ্যা, স্বরূপ-অজ্ঞানের নাশ হইতে পারে না।

কারণ কূটস্থ এবং ব্রহ্ম এই দুইএ একতা আছে, কিন্তু আভাস-কূটস্থ হইতে ভিন্ন ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। এই কারণে আভাসে "অহং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান যে ভ্রান্তি-স্বরূপ, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যেমন সর্প হইতে ভিন্ন রজ্জুতে সর্প-জ্ঞান ভ্রান্তিজ্ঞান, এই প্রকার আভাসসংযুক্ত বুদ্ধিতে যে "অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞান তাহা যথার্থ হইতে পারে না। আর যদি "অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞানকে ভ্রান্তিরূপই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এই মিথ্যা জ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজগতের বিনাশ হইবে না। কিন্তু যথার্থ জ্ঞানদ্বারাই মিথ্যা জগতের নিবৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে। যেমন রজ্জুর যথার্থ জ্ঞানদ্বারা মিথ্যাসর্পের নিবৃত্তি হয়, তেমনি আত্মাকে "অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞানদ্বারা মিথ্যা জগতের বিনাশ হয়।

চিদাভাসের সাতটী অবস্থা।

গুরু। হে প্রিয়! বুদ্ধিতে চিদাভাসের সাতটী অবস্থার বিভাগ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকার জ্ঞান হয়। অবস্থা যথা—(১) অজ্ঞান (২) আবরণ (৩) দ্বিবিধ-ভ্রান্তি জ্ঞান (৪) পরোক্ষজ্ঞান (৫) অপরোক্ষজ্ঞান (৬) ভ্রান্তিনাশ (৭) পরমানন্দ প্রাপ্তি। আমি 'ব্রহ্ম কি'? তাহা জানি না, ইহার নাম অজ্ঞান। ব্রহ্ম নাই, ব্রহ্মের প্রতীতি নাই, এই ব্যবহারের হেতুকে আবরণ কহে। অর্থাৎ আবরণ দ্বারাই এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। হে প্রিয়! অজ্ঞানের দ্বিবিধ-শক্তি। একটী অসত্ত্বাপাদক, আর একটার নাম, অভানাপাদক, 'এই দুইটীকে আবরণ-শক্তি কহে। যথা, 'ঘট নাই' এই প্রতীতিজনক শক্তির নাম অসত্ত্বা-পাদক। আর 'ঘটকে দেখিতেছি না' এইরূপ প্রতীতিজনক অজ্ঞানের শক্তিকে অভানাপাদক কহে। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম নাই' এইরূপ ব্যবহার-জনক অজ্ঞানের শক্তিকে অসত্ত্বাপাদক কহে। "ব্রহ্ম প্রকাশ হইতেছে না" এই ব্যবহারের হেতুভূত অজ্ঞানের শক্তিকে অভানাপাদক শক্তি কহে। এই দুইটা শক্তি ভ্রান্তির কারণ। এইজন্য আত্মাতে জন্ম, মৃত্যু, গমনাগমন, পুণ্য-পাপ, সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক, নানাবিধ পীড়া, ভান বা প্রতীতি হইতেছে। হে প্রিয়! জ্ঞান দ্বিবিধ, তন্মধ্যে একটার নাম পরোক্ষ জ্ঞান, আর একটার নাম অপরোক্ষ জ্ঞান। "অস্তি ব্রহ্ম"

এইরূপ জ্ঞানের নাম পরোক্ষজ্ঞান। আর 'অহং ব্রহ্ম" এরূপ জ্ঞানের নাম অপরোক্ষ জ্ঞান। 'ব্রহ্ম নাই' এরূপ অসত্বাপাদক বৃত্তি ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা নষ্ট হয়। আর "অহং ব্রহ্ম" এরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান, অভানাপাদক বৃত্তির সহিত সকল অবিদ্যাজালের বিরোধী বা বিনাশক জানিবে। এইহেতু "আমি ব্রহ্মকে জানি না" এই অজ্ঞান, আর "ব্রহ্ম নাই, ব্রহ্মের ভান নাই এবং আমি ব্রহ্ম নহি, কিন্তু পুণ্যপাপাদির কর্ত্তা এবং সুখ দুঃখাদির ভোক্তা „আমি জীব" এইরূপ অবিদ্যার জাল অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। ভ্রান্তি নাশ হইলে, "আমাতে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই এবং আমি সচ্চিৎ কূটস্থস্বরূপ ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞান হয়। এই ভ্রান্তি-নাশের নাম শোকনাশ জানিবে। হে প্রিয়! যখন তুমি সংশয়রহিত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে, তখন জানিতে পারিবে যে, "আমি দ্বৈত-বিবর্জ্জিত ব্রহ্মস্বরূপ আনন্দ"। ইহার নামই হর্ষ। এক্ষণে আভাসের এই সাতটী অবস্থার বর্ণনা দ্বারা তোমার পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হইল।

ব্রহ্ম, কূটস্থ এবং চিদাভাসের স্বরূপ।

শিষ্য। হে গুরো! কূটস্থ এবং ব্রহ্ম এই দুইটী অভিন্ন পদার্থ; আর আভাস ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ। ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন

আভাস বিষয়ে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। আর "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ জ্ঞানও যথার্থ হইতে পারে না। যেহেতু "অহং" শব্দের অর্থে নিজের স্বরূপকে বুঝায়। অর্থাৎ যাহাকে "আমি" বলা যায়, তাহা আভাসের স্বরূপ মিথ্যা পদার্থ ও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। তাহাতে ব্রহ্মরূপ যে জ্ঞান, তাহা মিথ্যা জ্ঞান। যেমন সর্প হইতে ভিন্ন যে রজ্জু, তাহাতে সর্পজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রান্তিজ্ঞান। আর ব্রহ্মজ্ঞানকে ভ্রান্তিজ্ঞান বলা যায় না।

গুরু। হে প্রিয়! "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞান বুদ্ধি সহিত আভাসেই হয়, কূটস্থে হয় না; কিন্তু তথাপি সেই আভাস কূটস্থ এবং নিজের স্বরূপ উভয়কে নিজ আত্মাই জ্ঞান করিতেছে। অতএব কূটস্থ এবং আভাস উভয়ই অহং শব্দদ্বারা গৃহীত হয়, অর্থাৎ অহং শব্দ দ্বারা প্রতীত যে কূটস্থ, তাহাকে সর্ব্বথা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন কল্পনা করা হইয়াছে। হে প্রিয়! যেমন ঘটাকাশের এবং মহাকাশের সর্ব্বথা অভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে; তেমনি কূটস্থের সহিত ব্রহ্মেরও অভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে। যে বস্তুর যাহার সহিত সর্ব্বদা অভেদ বোধ হয়; সেই বস্তুর সহিত তাহার মুখ্য সমানাধিকরণ সম্বন্ধ জানিবে। যেমন,—ঘটাকাশের সহিত মহাকাশের সদা অভেদ রহিয়াছে এবং বোধ হয় মহাকাশই ঘটাকাশ। এইপ্রকার ঘটাকাশের সহিত মহাকাশের সমানাধিকরণ সম্বন্ধ। এইরূপ কূটস্থের সহিত ব্রহ্মের মুখ্য সমানাধিকরণ সম্বন্ধ জানিবে। তাহাতে 'অহং' শব্দের বাচ্য

যে কূটস্থ, তাহার ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বথা অভেদ আছে। আর 'অহং শব্দবাচ্য আভাস ব্রহ্মে নিজস্বরূপকে বাধিত করিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হয়। যেমন দর্পণে দৃশ্যমান মুখের প্রতিবিম্ব নিজস্বরূপকে বাধিত করিয়া তাহার বিম্ব অর্থাৎ মুখ হইতে অভিন্নই হইয়া থাকে। এইজন্য বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মের সহিত আভাসের বাধ সমানাধিকরণ কথিত হইয়াছে। কোন পদার্থে স্বরূপ বাধ হইয়া অন্য কোন পদার্থের সহিত অভেদ হইলে তাহাকে বাধ সমানাধিকরণ বলা যায়। যেমন দর্পণস্থ মুখের প্রতিবিম্ব স্বয়ং বাধিত হইয়া মুখের সহিত অভেদ হয় এবং প্রতীতি হয় যে, "প্রতিবিম্ব মুখেরই স্বরূপ, ইহা মুখ হইতে ভিন্ন নহে"; তেমনি আভাসস্বরূপ বাধ হইয়া ব্রহ্মের সহিত অভেদ হয়। শব্দ-জ্ঞানের বিষয়ে এইরূপ আমি-শব্দবাচ্য আভাসে যে জ্ঞান, তাহা ব্রহ্মস্বরূপ। অতএব হে প্রিয়! "অহং ব্রহ্ম" এইরূপ প্রতীতির বিষয়ীভূত কূটস্থের ব্রহ্মের সহিত মুখ্য সমানাধিকরণ, আর আভাসের সহিত বাধ সমানাধিকরণ জানিবে।

শিষ্য। গুরো! অহং বৃত্তির বিষয়ে সাক্ষী চৈতন্য এবং আভাস দুইএর জ্ঞান হইতেছে, এখানে কূটস্থ আর আভাসের জ্ঞান ক্রমে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কালে হইতেছে কিংবা এক কালেই হইতেছে?

গুরু। হে প্রিয়! একই কালে সাক্ষী এবং আভাস উভয়ের বৃত্তি বিষয়ে জ্ঞান হয়। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান-বিচার সম্বন্ধে আভাস শব্দ দ্বারা অন্তঃকরণ সহিত আভাসের গ্রহণ করিবে, এই হেতু

অন্তঃকরণ সহিত যে আভাস, তাহা চেতন সাক্ষীর বিষয় হইয়া ভাত হয়। আর সাক্ষী স্বয়ং প্রকাশরূপ, তাহার স্বরূপই ভান হয়। ঘটাদিক জড় পদার্থের প্রত্যক্ষের বিষয়ে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। যথা,—প্রথম দর্শনেন্দ্রিয় ও ঘট এই দুইএর সংযোগ হয়। তখন চক্ষু দ্বারা অন্তঃকরণের বৃত্তি বাহির হইয়া ঘটাকারবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

মূষাসিক্তং যথা তাম্রং তন্নিভং জায়তে যথা।
রূপাদীনি ব্যবচ্ছিন্দ তন্নিভং জায়তে তথা॥

অর্থাৎ গলিত তাম্র যেরূপ ছাঁচে ঢালা যায়, তদ্রূপ ছাঁচের আকার ধারণ করে, তেমনি ঘটাদি পদার্থে সংলগ্ন চিত্তবৃত্তি ঘটাদির আকারবিশিষ্ট হয়। এখানে অন্তঃকরণের পরিণামের নাম বৃত্তি জানিবে। অন্তঃকরণ সত্ত্বগুণের কার্য্য বলিয়া স্বচ্ছ পদার্থ, আর ঘট তমোগুণের কার্য্য বলিয়া জড়-স্বরূপ হয়। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

আর সাতটী অবস্থার প্রসঙ্গে যে অজ্ঞানের আশ্রয় অন্তঃকরণ সহিত আভাস বলা হইয়াছে, তাহা অজ্ঞানের অভিমানী জানিবে। "আমি জীব" এইরূপ অভিমান অন্তঃকরণ সহিত আভাসে হয়, এই কারণে, যাহাকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলা হইয়াছে ; কিন্তু অন্তঃকরণ এবং আভাস. উভয়ে চৈতন্যাশ্রিত। আভাস সহিত অন্তঃকরণ অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না, কারণ আভাস সহিত অন্তঃকরণ অজ্ঞানের কার্য্য।

যে যাহার কার্য্য, তাহাকে তাহার আশ্রয় বলা যায় না। অতএব চৈতন্যই অজ্ঞানের অধিষ্ঠানরূপ আশ্রয় জানিবে। আর অজ্ঞান চৈতন্যকেই আচ্ছাদন করিতেছে। এই অজ্ঞানকৃত আবরণ জড়বস্তুকে আচ্ছাদন করিতেছে বলা যায় না। যেহেতু জড়বস্তু স্বরূপতই জড়স্বরূপে আবৃত রহিয়াছে। তাহাতে অজ্ঞানকৃত আবরণের প্রয়োজন নাই। এবংবিধ অজ্ঞানের আশ্রয় এবং বিষয় চৈতন্যকেই জানিবে। যেমন গৃহের মধ্যস্থিত অন্ধকার গৃহকেই মলিন করিয়া রাখে, অন্যকে নহে, সেইরূপ চৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞান চৈতন্যকেই আবৃত করিয়া রাখে। উক্ত চৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞান জন্যই ঘটাদি স্বতঃ প্রকাশ-রহিত জড়রূপে সৃষ্ট হইয়াছে। তমোগুণ প্রধান অজ্ঞান হইতে ভূতের উৎপত্তি-দ্বারা ঘটাদির উৎপত্তি হইয়াছে। আর ঘটাদির অধিষ্ঠান চৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞান চৈতন্যকে আচ্ছাদিত করিয়া স্বভাবতঃ আবৃত ঘটাদিকেও আবৃত করিতেছে। যদ্যপি স্বতঃ আবৃত ঘটাদিকে অজ্ঞানের পনরায় আবৃত করিবার প্রয়োজন হয় না, তথাপি আবরণকারী প্রয়োজনের অপেক্ষা করে না। অনাবৃত বস্তুর ন্যায় আবরণ-বিশিষ্টকেও আবৃত করিয়া রাখে। অজ্ঞান দ্বারা আবৃত ঘটাদির ব্যাপক অন্তঃকরণের আভাস-বিশিষ্ট ঘটাকার বৃত্তির বৃত্তিভাগ দ্বারা ঘটের আবরণ দূরীকৃত হইয়া থাকে, আর বৃত্তির মধ্যস্থিত চেতনাভাসরূপ ভাগ দ্বারা ঘট প্রকাশিত হয়। এইরূপে বহি-র্জগতের প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্বন্ধে বৃত্তি এবং আভাস উভয়ই উপযোগী জানিবে। যেমন অন্ধকারময়স্থলে যদি কোন বস্তু আবরণ

দ্বারা আবৃত থাকে, তবে দণ্ডদ্বারা ঐ আবরণকে সরাইয়া দিলেও প্রদীপালোক ব্যতিরেকে উহাকে জানিতে পারা যায় না, সেইরূপ অজ্ঞানাবরণ দ্বারা ঘটাদি আবৃত থাকায় উহার আবরণকে বৃত্তিরূপ দণ্ড দ্বারা সরাইয়া দিলেও বৃত্তিস্থ চৈতন্য ব্যতিরেকে উহাদের প্রকাশ হইতে পারে না। অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা ঘটাদির আবরণ নষ্ট হইলে, বৃত্তিস্থ চৈতন্য দ্বারা "অয়ং ঘটঃ" এইরূপ জ্ঞান হয়।

বুদ্ধিতৎস্থৌ চিদাভাসৌ দ্বাবেব ব্যাপ্নুতো ঘটং।
তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ ॥

অর্থাৎ ঘটে চক্ষুর সম্বন্ধ হইলে চক্ষুর বৃত্তিদ্বারা আভাস সহিত অন্তঃকরণের বৃত্তি নির্গত হইয়া ঘটকে আবৃত করে। এই বৃত্তিদ্বারা ঘটের আবরণ-স্বরূপ অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং আভাস চৈতন্যদ্বারা ঘটের প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপে বৃত্তিব্যাপ্তি এবং ফলব্যাপ্তি এই দুইটী বাহ্যপদার্থের জ্ঞানের উপযোগী। আর চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রত্যক্ষস্থলে বৃত্তিব্যাপ্তির প্রয়োজন আছে, কিন্তু ফলব্যাপ্তির প্রয়োজন নাই। যেমন পাত্রাবৃত প্রদীপের আবরণ ভঙ্গ করিলেই প্রদীপ স্বয়ং প্রকাশমান হয়, অন্য প্রকাশকের আবশ্যক হয় না, তেমনি—

ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষ্যতে।
স্বয়ং প্রকাশমানত্বাৎ নাভাসস্তত্র যুজ্যতে ॥

অর্থাৎ "ব্রহ্মাহং ন জানামি" ইত্যাকারক যে অজ্ঞান ব্রহ্মকে

আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে, ইহার বিনাশের জন্য ব্রহ্মাকারা-কারিত অন্তঃকরণের বৃত্তির প্রয়োজন আছে। বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মগত অজ্ঞানাবরণ নষ্ট হইলে ব্রহ্ম প্রদীপের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হয়, তাহাতে ফলব্যাপ্তিরূপ চিদাভাসের আবশ্যকতা হয় না। যেমন দশমপুরুষের দশমপুরুষবিষয়ে ভ্রান্তি হওয়াতে নানাবিধ ক্লেশ সম্ভোগ করিতেছিল, পরে কোন দয়াবান্ পুরুষ কহিল, "দশমত্বমসি" এই বাক্য শ্রবণে দশমপুরুষের শব্দ শ্রবণদ্বারা দশমপুরুষের দশমপুরুষবিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞান হইয়াছিল, তেমনি গুরুমুখে "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের শ্রবণে সাধকের হৃদয়ে আভাসবিশিষ্ট ব্রহ্মাকারাকারিত বৃত্তি উদিত হয়। তাহার দ্বারা ব্রহ্মগত ভ্রান্তি নষ্ট হইলে "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকারক প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদয় হয়। এই বেদান্তের পরম সিদ্ধান্ত তোমার নিকটে নানা উদাহরণ দ্বারা প্রকাশ করা হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শিষ্য। (১) হে ভগবন্! আমি কে? আমি শরীর-স্বরূপ, না শরীর হইতে ভিন্ন কোন বস্তু? শরীরে, আমি মনুষ্য এবং আমার শরীর এইরূপ দুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে। এইহেতু সংশয় হইতেছে। যদি আপনি বলেন যে, আমি শরীর হইতে ভিন্ন, তাহা হইলে আমি কর্ত্তা, ভোক্তা কিংবা কর্ম্মরহিত? যদি কর্ম্মরহিত বলেন, তাহা হইলে আমি সম্পূর্ণ শরীর এক না নানাপ্রকার?

(২) এই দৃশ্যমান জগতের কোন কর্ত্তা আছে? না আপনা আপনি হইতেছে? যদি কর্ত্তা আছে বলেন, তাহা হইলে জীব কর্ত্তা না ঈশ্বর কর্ত্তা? যদি ঈশ্বর কর্ত্তা বলেন, তাহা হইলে ঈশ্বর একদেশে আছেন না ব্যাপকরূপে আছেন? যদি ব্যাপকরূপে থাকেন, তাহা হইলে যেমন ব্যাপক আকাশ হইতে জীব ভিন্ন বস্তু, তেমনি ঈশ্বর হইতে জীব ভিন্ন কি অভিন্ন বস্তু?

(৩) হে গুরো! মুক্তির হেতু জ্ঞান অথবা কর্ম্ম বা উপাসনা? না জ্ঞানকর্ম্ম উভয়, অথবা কর্ম্ম উপাসনা উভয় অথবা জ্ঞান উপাসনা?

জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ।

গুরু। (১ম প্রশ্নের উত্তর) হে প্রিয়! তুমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ শরীর হইতে ভিন্ন। যেহেতু শরীর অসৎরূপ, জড়রূপ, দুঃখরূপ।

আর তুমি কর্ত্তা-ভোক্তাও নহ। যে দুঃখ-নিবৃত্তির এবং সুখের প্রাপ্তির জন্য কর্ম্ম করে, সে কর্ত্তা। তোমাতে দুঃখ নাই, এইহেতু তুমি দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য কর্ম্মের কর্ত্তা নহ। তুমি আনন্দ-স্বরূপ। যেহেতু সুখ-প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মকর্ত্তাও নহ। যে কর্ম্মকর্ত্তা হয়, সেই ভোক্তা হয়। তুমি কর্ত্তাও নহ, ভোক্তাও নহ। হে প্রিয়! স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরই পুণ্যপাপজনক কর্ম্মের কর্ত্তা এবং সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয়। তুমি নহ। তুমি শরীরদ্বয়ের সাক্ষিস্বরূপ। এই কারণে আত্মা এক। তাহাতে নানাত্ব নাই। যদি আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়, তবে সে নানা হইতে পারে? যেমন,—কোন জীব সুখী, কোন জীব দুঃখী দেখা যাইতেছে, যদি কর্ত্তা-ভোক্তা একই জীব; তাহা হইলে এক জীবের সুখ বা দুঃখ হইলে সকল জীবই সুখী বা দুঃখী হইতে পারে, কিন্তু তাহা হয় না; এইহেতু ভোক্তার নানাত্ব কল্পনা করা হইয়াছে। আত্মাতে নানাত্ব নাই, ভোক্তৃত্ব নাই। এই জন্য আত্মা এক।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর :—হে প্রিয়! মায়াযুক্ত চৈতন্যের নাম ঈশ্বর। তিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন। তুমি মনে করিতেছ যে, জগতের কোন কর্ত্তা নাই, তাহা নহে। জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর। আর যে তুমি মনে করিতেছ, জগৎ আপনা আপনি হইতেছে, তাহা নহে; কর্ত্তা ব্যতিরেকে যদি কার্য্য হইত, তাহা হইলে কুম্ভকার ব্যতিরেকে ঘট এবং তন্তুবায় ব্যতিরেকে পট এবং চিত্রকার ব্যতিরেকে চিত্র,

বৃক্ষ ব্যতিরেকে ফল, লতা ব্যতিরেকে পুষ্প হইত। আর যে জগতের কর্ত্তা, সে জগতের কার্য্য এবং কারণ উভয়েরই জ্ঞাতা। এইহেতু জগতের কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ জানিবে। হে প্রিয়! অল্প শক্তিমান্ জীবকে যদি জগতের কর্ত্তা মনে কর; তবে তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। কেন না জীবের সৃষ্টির কথা মনে করিবারও ক্ষমতা নাই, কার্য্যে পরিণত করা ত' দূরের কথা। হে প্রিয়! অদ্ভুত জগতের কর্ত্তা অদ্ভুত শক্তিমান্ স্বতন্ত্র ঈশ্বর আছেন। যাহার অল্প শক্তি, সে পরাধীন। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি পরাধীন নহেন, তিনি স্বতন্ত্র। এইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ স্বতন্ত্র পুরুষের নাম ঈশ্বর। আর অল্পজ্ঞ অল্প শক্তিমান্ পরাধীন পুরুষের নাম জীব। হে প্রিয়! অল্পজ্ঞত্বাদি জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, তাহা অবিদ্যাকৃত মিথ্যারূপ জানিবে। জীবে যে সুখ-দুঃখাদি-প্রতীতি হইতেছে, তাহা অবিদ্যাকৃত ভ্রান্তিমাত্র জানিবে। এই ভ্রান্তি ঈশ্বরে নাই। আর সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণও ঈশ্বরে মায়াকৃত জানিবে। এইরূপ বিচারে সিদ্ধ হইল যে, জগতের কর্ত্তা জীব নহে। আর জগৎ আপনা আপনি উৎপন্ন হয় না। সেই ঈশ্বর জগতের একদেশে রাজার ন্যায় স্থিত নহেন, তিনি সর্ব্বব্যাপক। যদি একদেশে স্থিত মনে কর, তাহা হইলে যে বস্তুর দেশকৃত অন্ত আছে, তাহার কালকৃত অন্তও থাকিবে। যাহার দেশকৃত কালকৃত অন্ত আছে, তাহা অনিত্য। যাহা অনিত্য, তাহার কর্ত্তা হইতে জন্ম হয়। যদি ঈশ্বরের দেশকৃত কালকৃত অন্ত

স্বীকার কর; তাহা হইলে তাহার কর্ত্তাও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের কর্ত্তা সম্ভব নহে। যদি ঈশ্বরের কর্ত্তা ঈশ্বরকেই মান; তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। যেমন স্বয়ং ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং স্বয়ংই ক্রিয়ার কর্ম্ম, এইরূপ স্বীকার করিলে আত্মাশ্রয় দোষ ঘটিয়া থাকে। হে প্রিয়! প্রথম ঈশ্বর, তাহার পূর্ব্বে যদি দ্বিতীয় ঈশ্বর স্বীকার কর, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। (এইরূপ বিচার অত্যন্ত জটিল বলিয়া ত্যাগ করা হইল)। অতএব ঈশ্বরের কেহ কর্ত্তা থাকিতে পারে না। হে প্রিয়! ব্যাপক ঈশ্বরের এবং জীবের স্বরূপবিষয়ে ভেদ নাই। কিন্তু উপাধিদ্বারা ভেদ কল্পিত হইয়াছে। অবচ্ছেদকবাদ-বাদীর মতে মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য ঈশ্বর, অবিদ্যাবিশিষ্ট চৈতন্যের নাম জীব।

আভাসবাদবাদীর মতে মায়া এবং আভাস-বিশিষ্ট চৈতন্য ঈশ্বর। আর আভাস সহিত অবিদ্যা-বিশিষ্ট চৈতন্যের নাম জীব কল্পনা করা হইয়াছে। আভাসবাদবাদীর মতে আভাস সহিত অবিদ্যা এবং মায়ার ভেদ আছে। কিন্তু চেতনের ভেদ নাই। অবচ্ছেদবাদীর মতে অবিদ্যা এবং মায়ার ভেদ আছে; কিন্তু স্বরূপে চেতনের ভেদ নাই। আর অজ্ঞানে চেতনের প্রতিবিম্বকে জীব কহে এবং বিম্বকে ঈশ্বর কহে। এ পক্ষেও চেতনের স্বরূপে ভেদ নাই। একই চেতনে জীবত্ব ঈশ্বরত্ব কল্পনা করা হয়। এইরূপ জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর সিদ্ধ হইল। ঈশ্বর ব্যাপক আর জীব ব্যাপ্য। ইহাতে বিশেষণ মাত্র ভেদ আছে। কিন্তু স্বরূপে ভেদ নাই।

মুক্তির হেতু।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর—হে প্রিয়! কর্ম্ম বা উপাসনা মুক্তির হেতু হইতে পারে না। জ্ঞানই মুক্তির হেতু জানিবে। আত্ম-বিষয়ে বন্ধনিবৃত্তিরূপ মোক্ষজ্ঞানদ্বারা লব্ধ হইতে পারে না, অন্য কর্ম্ম বা উপাসনা দ্বারাই লব্ধ হয়, ইহা সত্য বটে, কিন্তু সে বন্ধ আত্মাতে সত্যরূপ নহে। রজ্জুতে সর্পের ন্যায় কল্পিতমাত্র জানিবে। এই মিথ্যাবন্ধের নিবৃত্তি অধিষ্ঠান জ্ঞানদ্বারা হইতে থাকে। কর্ম্ম বা উপাসনাদ্বারা হয় না। যেমন রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি কোন কর্ম্মদ্বারা নষ্ট হয় না; কেবল রজ্জুর জ্ঞানদ্বারা দূরীভূত হয়, তেমনি আত্মার অজ্ঞানদ্বারা যে প্রতীতিবন্ধ, তাহার জ্ঞান এবং অজ্ঞান আত্মার জ্ঞানদ্বারাই দূরীভূত হয়। যদি মোক্ষকে কর্ম্মের ফল বলা যায়, তাহা হইলে মোক্ষকে অনিত্য বলা হয়। মোক্ষ অনিত্য হইলে তাহার লাভের জন্য সাধকের প্রবৃত্তি হইবে না। যেমন কৃষিরূপ কর্ম্মের ফল ধান্যাদি অনিত্য, তেমনি যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি অনিত্য। তেমনি মোক্ষ যদি কার্য্যের ফল হয়, তাহা হইলে তাহাও অনিত্য হইবে। এইহেতু মোক্ষকে কর্ম্মফল বলা যায় না। যদি মোক্ষকে উপাসনার ফল স্বীকার কর, তাহা হইলে মোক্ষ অনিত্য হইবে। কারণ উপাসনা মানসিক কর্ম্ম; আর কর্ম্মের ফল অনিত্য। এহেতু মোক্ষ উপাসনারূপ কর্ম্মেরও ফল নহে।

হে প্রিয়! বেদান্ত-শ্রবণও মুক্তির হেতু নহে, কিন্তু আত্মা নিত্য-মুক্ত। তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও কর্ত্তব্যতা নাই। এই স্বরূপ কথা জানিবার নিমিত্ত আত্মার শ্রবণ-বিধি কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই তত্ত্ব জানিলে আত্মাতে কর্ত্তব্যতারূপ ভ্রান্তি দূরীভূত হয়। আর বেদান্ত-শ্রবণানন্তর যাহার কর্ত্তব্য-প্রতীতি হয়, সে তত্ত্ব বস্তু জানিতে পারে নাই। অনর্থের নিবৃত্তি এবং আনন্দের প্রাপ্তিই বেদান্ত-শ্রবণের ফল জানিবে। এইহেতু মুক্তির বিষয়ে কর্ম্মের উপযোগিতা নাই। কর্ম্ম উপাসনা বা ভক্তি যে মুক্তিসাধন, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

ভক্তির লক্ষণ এবং প্রকার।

শিষ্য। গুরো! ভক্তির লক্ষণ কি? এবং ভক্তি কয় প্রকার? তাহাতে প্রমাণ কি? (লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং বস্তু-সিদ্ধিরিতি ন্যায়বিদাং মতং)।

গুরু। হে প্রিয়! ভক্তি দ্বিবিধ যথা—কামভক্তি ও প্রেম-ভক্তি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের লাভের জন্য যে ভক্তি, তাহা কামভক্তি। যথা—গোপাঙ্গনাদিগের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রীতি, ইহা কামভক্তি জানিবে। যেমন ভিখারীর ভক্তি—বেশভূষা করিয়া লোককে ঠকাইয়া উদর পূরণ জন্য। আর যেমন অফিসের সাহেবের প্রতি বাবুদিগের ভক্তি—অর্থ লাভের জন্য। যেমন পূজারীর ভক্তি—ঠাকুরকে চন্দন-পুষ্পাদি দ্বারা সাজাইয়া

লোকের নিকট পয়সা আদায়ের জন্য। দেখ, শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

মীনাঃ স্নানপরাঃ ফণী পবনভুক্ মেষাশ্চ পর্ণাশনাঃ,
নীরাশী খলু চাতকঃ কিমপরং শেতে গুহাম্ মূষিকঃ।
ভস্মোদ্ধূলনতৎপরাঃ খলু খরাঃ ধ্যানানুরক্তা বকাঃ,
সর্ব্বেষামিহ কারণং শৃণু সখে জ্ঞানং পরং কিং তপঃ॥

অর্থাৎ হে গরুড়! গঙ্গাদি নদ-নদীর জলে স্নান করিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে মৎস্য কচ্ছপ কুম্ভীরাদি জল-জন্তুগণের মুক্তি হওয়া সম্ভব, কিন্তু তাহা হয় না। ধীবরেরা জালদ্বারা পরম ভক্ত মৎস্যদিগকে ধরিয়া আনিয়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পবনভোজী মহাপুণ্যাত্মা সর্পের মানুষের-সহিত দেখা হইলে জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল এক যষ্ঠ্যাঘাতে লাভ করিয়া থাকে। যদি বৃক্ষের পত্রাদি ভক্ষণে মুক্তি হয়, তাহা হইলে মেষাদি পশুদিগের মুক্তি হইত। কেবল জলপান করিয়া কালাতিপাতে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে চাতকপাখীর পরম গতি হইত। কিন্তু তাহাকে বাজপক্ষী ধরিয়া খাইয়া থাকে। যদি গুহার ভিতর পড়িয়া থাকিলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে ইন্দুরাদি জীবগণ মুক্তিলাভ করিত, কিন্তু তাহাকে সর্পে ধরিয়া ভক্ষণ করে। যদি গাত্রে ভস্ম মাখিলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে গর্দ্দভাদি পশুদিগের মুক্তি হওয়া উচিত। কিন্তু তাহারা পৃষ্ঠে বোঝা বহন করিয়াও প্রহার খাইয়া থাকে মাত্র। লোভের বশীভূত হইয়া লোক দেখানর জন্য

ধ্যানানুরক্ত হইয়া থাকিলে যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে বকেরা নির্ব্বাণমুক্তিলাভ করিত, কিন্তু তাহারাও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। মুক্তির কারণ কেবল জ্ঞান, জ্ঞানের সমান আর তপস্যা নাই। অন্তঃকরণ-শুদ্ধির কারণ বিষয়-বৈরাগ্য। মনঃস্থিরীকরণের হেতু প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

প্রেমভক্তি যথা,—ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বেদপ্রতিপাদ্য আত্ম-প্রাপ্তির জন্য যে বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধন-সম্পত্তি সংগ্রহে প্রযত্ন, তাহার নাম প্রেমভক্তি। যেমন শুক, নারদপ্রভৃতি মুনিদিগের আত্মার প্রেমভক্তি ছিল। এখনও অনেক মহাত্মার হৃদয়ে প্রেমভক্তি আছে। তাঁহাদের কেহ সংসারে বাস করিতেছেন, কেহ বা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। এই ভক্তি অতি দুর্লভ। কোন কোন পুণ্যাত্মা ঈশ্বরের দয়ালাভ করিয়াছেন। শ্রুতি যথা,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

অর্থ। হে প্রিয়! প্রবচন দ্বারা অর্থাৎ একটী মন্ত্রের সহস্র প্রকার অর্থ করিতে পারিলেও আত্মলাভ হইবে না। ন মেধয়া অর্থাৎ শ্রুতিধর হইলেও আত্মজ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না। ন বহুনা শ্রুতেন অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য বহুবার শ্রবণ করিলেও আত্মলাভ হইবে না। এই আত্মা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন, তিনিই আত্মজ্ঞানলাভ করিতে পারেন এবং

আত্মা তাঁহারই নিকটে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মনুষ্যগণ ভবরোগী হইয়া শাস্ত্র এবং গুরুজনের উপদেশরূপ সুপথ্য সেবন করিতেছে না, কেবল কুপথ্য-সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া রহিয়াছে। মিথ্যা সংসারে আসক্তিই ভবরোগীর কুপথ্য। রোগী যতদিন কুপথ্য পরিত্যাগ না করে, ততদিন রোগমুক্ত হইতে পারে না। যতক্ষণ রোগীর মুখে কুইনাইনের বটিকা থাকে, ততক্ষণ সে মিছরির মধুরতা অনুভব করিতে পারে না। অতএব বিমলানন্দ লাভ করিতে হইলে নশ্বর সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে।

"মোক্ষ-সাধন-সামগ্র্যাম্ ভক্তিরেব গরীয়সী" অর্থাৎ যেমন পাকের সামগ্রীর মধ্যে অগ্নি প্রধান, তেমনি মুক্তিসাধনের মধ্যে ভক্তিরূপ সাধন অতি শ্রেষ্ঠ। ভক্তি কাহাকে বলে? আপনার স্বরূপের অন্বেষণ করার নাম ভক্তি।

স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।

অর্থাৎ একান্তে বসিয়া "জীব কি বস্তু, জগৎ কি বস্তু, পরমাত্মা কি বস্তু, আমি কি জীব অথবা জগৎ, অথবা পরমাত্মা? আমি কি?" এইরূপ অনুসন্ধান করার নাম ভক্তি।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "যে আমাকে একান্ত ভক্তি-

দ্বারা সেবা করে, সে গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্বলাভের উপযুক্ত হইয়া থাকে"। সাধারণ ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না, এইজন্য সমস্তই তাঁহাতে অর্পণ করিতে হয়। যেমন পতিব্রতা স্ত্রী আপনার স্বামীর প্রীতির জন্য মনঃপ্রাণ স্বামিসেবায় অর্পণ করে, স্বামী ভিন্ন অন্য নরমাত্রকে নপুংসক জ্ঞান করিয়া থাকে; তবে সে স্বামীর প্রীতিভাজন হয়। আর যে নারী ব্যভিচারিণী হয়, তাহার স্বামী তাহাকে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে দূর করিয়া দেয়। ভগবানের রাজ্যেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে। দেখ, তিনি তোমাকে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি নানাবিধ শক্তি দিয়া জীবের শ্রেষ্ঠজাতি মনুষ্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ না করিয়া পাথর, মাটী, কাঠ সোনা, রূপা ও তামা ইত্যাদির মূর্ত্তি গঠন করিয়া তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া সেবন-পূজনাদি করিতেছ; পরকালে ভগবানের দরবারে ব্যভিচারিণী স্ত্রীর যে গতি হয়, তোমারও সেই গতি হইবে। আর যাহারা পরমপুরুষের আরাধনা করিতেছে; তাহারা ত্রিগুণময়ী মায়াকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কুমরেপোকা আরসুলাকে ধরিয়া একটী জায়গায় বদ্ধ করিয়া রাখে, আর মধ্যে মধ্যে তাহাকে দংশন করে এবং নিজের শব্দ শ্রবণ করায়। এইপ্রকারে কিছু-দিন পরে আরসুলা নিজের স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া কুমরে-পোকার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, ইহা সকলেই জানেন। এই প্রকার সংসারে বিরক্ত বিষয়-বাসনাত্যাগী ব্রহ্মস্বরূপানুরাগী পুরুষ

নির্জ্জনে বসিয়া "অহংব্রহ্মাস্মি অহং ব্রহ্মাস্মি অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের স্মরণ ও ঐ মন্ত্রের জপ করিতে করিতে নিজের জীবাত্মস্বরূপ বিসর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মে পরিণত হয়। ইহাই প্রেমভক্তি-ফল জানিবে।

পুরাণকর্ত্তা মুনি বলিয়াছেন যে, ভক্তি নববিধ। যথা,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনং
এষা নববিধা ভক্তিঃ ভক্তানাং মোক্ষদায়িনী।

অর্থাৎ শ্রীভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তাঁহার শ্রীচরণসেবা, পুষ্পচন্দনাদিদ্বারা তাঁহার চরণপূজা, বার বার তাঁহার চরণে প্রণাম, তাঁহার সেবকভাবে অবস্থান, তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় ভালবাসা, প্রহ্লাদাদি ভক্তের ন্যায় তাঁহাতে ধনজন-মন-সর্ব্বস্ব অর্পণ, এই নয় প্রকার ভক্তি; এইরূপ ভক্তিই ভক্তগণকে মোক্ষদান করিয়া থাকে।

গুরু-মাহাত্ম্য।

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥

অর্থাৎ গুরুর শ্রীমূর্ত্তিই পরম ধ্যেয় পদার্থ, তাঁহার চরণই পরমার্চ্চনীয়, তাঁহার উপদেশই পরম মন্ত্র এবং তাঁহার দয়াই মুক্তির প্রধান হেতু।

সপ্তসাগরপর্য্যন্তং তীর্থস্নানাদিকং ফলং।
গুরোরঙ্ঘ্রি জলং বিন্দুসহস্রাংশেন দুর্লভং ॥

অর্থাৎ সপ্তসাগর পর্য্যন্ত যে সমস্ত তীর্থ আছে, সেই তীর্থসমূহে স্নানাদি দ্বারা ফললাভ অতি সুসাধ্য, কিন্তু গুরুচরণস্পৃষ্ট একবিন্দু জলের সহস্রাংশও অতি দুর্লভ। এই দুর্লভ পদার্থ লাভ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইবে।

শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মাৎ গুরুং প্রপূজয়েৎ ॥

অর্থাৎ শিব (ঈশ্বর) যদি কোন জীবের উপরে প্রকুপ্ত হন্, তাহা হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরু কুপিত হইলে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। গুরুই পরব্রহ্ম, অতএব সর্ব্বদা গুরুপূজা করা উচিত। যদি মনে কর, গুরুর মূর্ত্তি বাহেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহা হইলে তোমার গুরুভক্তি কামভক্তি হইল। যেহেতু বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থে ভক্তি করার নামই কামভক্তি। আবার কামভক্তি দুঃখের হেতু। যেমন,—ব্রজাঙ্গনাগণ ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি করিতেন। কিছুকাল পরে ব্রজরাজ গোকুল ত্যাগ করিয়া যখন মথুরায় গমন করিলেন, তখন গোপাঙ্গনাগণকে শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হইতে হইয়াছিল। অতএব কামভক্তি যে দুঃখের মূল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে প্রিয় বাচ্য ও লক্ষ্য ভেদে গুরুমূর্ত্তি দ্বিবিধ, যথা—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দ্দেব-মহেশ্বরঃ
পূর্ণব্রহ্ম গুরুঃ স্বামী তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ,

ইত্যাদি প্রমাণসকল গুরুপদবাচ্যার্থবোধক। গুরুপদ-লক্ষ্যার্থ-বোধক প্রমাণ, যথা,—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগন-সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি-লক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী-সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

ব্যাখ্যা। গুরু আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম, তিনি পরম সুখদ অর্থাৎ মুক্তিপদ-প্রদাতা, কেবল (অদ্বিতীয়) জ্ঞানরূপ মূর্ত্তি-বিশিষ্ট, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-রহিত, গগন-সদৃশ অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও সম্বন্ধবর্জ্জিত নির্লিপ্ত পদার্থ, তিনি তত্ত্ব-মস্যাদি পদের লক্ষ্য কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপ। তিনি এক, সনাতন, নির্ম্মল, স্থির এবং সর্ব্ববুদ্ধির সাক্ষিস্বরূপ। তিনি ভাবাতীত অর্থাৎ—(১) জায়তে (২) অস্তি (৩) বর্দ্ধতে (৪) পরিণমতি (৫) অবক্ষীয়তে (৬) বিনশ্যতি এই ষড়্‌বিধ ভাব-বর্জ্জিত, তিনি সত্ত্ব-রজস্তম এই ত্রিগুণের অতীত। এইরূপ সদ্‌গুরুকে আমি প্রণাম করি। উক্ত প্রকার গুরুতে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহা কামভক্তি নহে, তাহা প্রেমভক্তি।

শ্রবণ-কীর্ত্তনে মুক্তিলাভ।

শ্রীভাগবতকথামৃত শ্রবণ ও কীর্ত্তনও ভক্তির দুইটী অঙ্গ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ভক্ত সংসার-বাসনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীভাগবতী কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত উপাখ্যান দুইটী হইতে এই বিষয় আরও সুস্পষ্ট-ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মহারাজ পরীক্ষিত কালসর্পের দংশনের ভয়ে ভীত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ভাগীরথীতটে উপস্থিত হন এবং গঙ্গতীর-বাসী মুনিদিগের নিকট ক্রন্দন করিয়া বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"প্রভুগণ! আমার জীবিতকাল আর সাতদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, এই সাতদিনের মধ্যে কি কাজ করিলে আমার মুক্তি হয়, তাহা আপনারা আমাকে উপদেশ করুন।" তাঁহারা ইহাতে কোন উত্তর না দেওয়ায় মহারাজ অত্যন্ত নিরাশ ও দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময় রাজা দেখিলেন যে, তাঁহারা সকলেই গাত্রোত্থান করিতেছেন। তখন রাজা ভাবিলেন, বোধ হয় অন্য কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ আসিতেছেন, হয় ত ইনি আমার ভবসাগরের কাণ্ডারী হইতে পারেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই দিগম্বর বাহ্যবৃত্তি-বর্জ্জিত ব্রহ্ম-জ্ঞানালঙ্কারালঙ্কৃত সূর্য্যসম জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট মহামুনি শুকদেব রাজার সমীপে আগমন করিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ মস্তকে

আসন ও হস্তে জলপাত্র গ্রহণ করিয়া মুনিসমীপে দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহাকে আসনে বসাইয়া পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। মুনিবর রাজার মুখ মলিন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাজন্! আপনার বদন মলিন দেখিতেছি কেন? আপনি কি জন্য চিন্তাকুল হইয়াছেন?" রাজা করপুটে উত্তর করিলেন,—"হে মুনিবর! কালসর্প-দংশনের ভয়ে আমি বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিয়া আপনার অভয়চরণে শরণ লইলাম।" শুকদেব কহিলেন,—"রাজন্! কালসর্প ত সকলকেই দংশন করিবে, কেহ কালসর্প-দংশন-ভয়ে সংসারত্যাগী হয় না। রাজন! আপনি বড়ই ভাগ্যবান্। আপনার প্রতি ঈশ্বর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছেন। নতুবা আপনি বিষয়-ভোগবাসনা ত্যাগ করিতে পারিতেন না। মহারাজ! আসুন, আমি মৃত্যুভয়বিনাশিনী অমৃতবর্ষিণী শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের কথা আপনার কর্ণগোচর করিতেছি। তাহা সপ্তদিনের মধ্যে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলে আপনার সকল ভয় বিদূরিত হইবে এবং আপনি পরমানন্দ লাভ করতঃ নির্দ্বন্দ্ব হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন।" রাজা মুনিবাক্যে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,—"তথাস্তু, অর্থাৎ তাহাই হউক।" রাজা এইরূপে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ভাগবত-শ্রবণে মনঃ-প্রাণ-নিবেশ করিলেন এবং সপ্তাহকাল মুনিবর শুকদেবের নিকট আদ্যোপান্ত ভাগবত-শ্রবণানন্তর আত্মজ্ঞান লাভ করিলেন। ইহাতেই তিনি দুঃখময় ভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়া আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপে লীন হইয়া গেলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের এইরূপ অত্যদ্ভুত ফল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তথাকার অন্যান্য মুনিগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তৎপরে সমস্ত দেশে প্রচারিত হইয়া গেল যে, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলেই মুক্তিলাভ হয়। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অন্য কোন এক দেশস্থ রাজা ভাগবত শ্রবণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বীয় মন্ত্রীকে কহিলেন,—"মন্ত্রিন্! ভাগবতব্যাখ্যানিপুণ একজন পণ্ডিত আনয়ন কর। মন্ত্রিবর রাজার সুসঙ্কল্প অবগত হইয়া একটী সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ্ ভাগবত-ব্যাখ্যানিপুণ পণ্ডিত আনিয়া রাজ-সমীপে উপস্থিত করিলেন এবং সেই দিন হইতে রাজা পণ্ডিতের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শ্রবণ আরম্ভ করিলেন, কিছুদিন পরে ভাগবত শেষ হইল। কিন্তু রাজা কোন জ্ঞান-লাভ করিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার ভাগবত শ্রবণ আরম্ভ করিলেন, তাহাতেও জ্ঞান-বৈরাগ্য কিছুই হইল না।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে চতুর্দ্দশবার ভাগবত শ্রবণ শেষ হইল, কিন্তু রাজার কোনরূপ জ্ঞানবৈরাগ্যের উদয় হইল না। ইহাতে তিনি অতিশয় সন্দিগ্ধ হইয়া পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার এই ভাগবত গ্রন্থ মিথ্যা, কিংবা আপনি ভাগবতের যথার্থ ব্যাখ্যা জানেন না, অথবা আমিই ভাগবত-শ্রবণের অধিকারী হই নাই। আমার এই ত্রিবিধ সংশয় হইতেছে। এই সংশয় সাতদিনের মধ্যে যদি আপনি দূরীভূত করিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। আর ভাগবত পাঠের দক্ষিণাচ্ছলে যত টাকা লইয়াছেন, তাহা

আপনার বিষয় হইতে আদায় করিয়া লইব। শীঘ্র উত্তর স্থির করিয়া আগমন করুন। কথক গৃহে গমন করতঃ স্নান-সন্ধ্যা-ভোজনাদি ত্যাগ করিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। তিনদিন পরে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার নিকটে যাইয়া কহিলেন,—আপনার কি ব্যারাম হইয়াছে? কোন চিকিৎসক আনিতে হইবে কি? পণ্ডিত অতি কষ্টে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন, না, না, সেরূপ রোগ নহে।

ব্রাহ্মণী। তবে আপনার কি হইয়াছে?

ব্রাহ্মণ। হায়! হায়! কোথায় ভাগবত-শ্রবণে জ্ঞান হইবে, তাহা না হইয়া রাজা উন্মত্ত হইয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণী। রাজা যদি পাগল হইয়াছে, তবে আপনি দিবারাত্র কাঁদিতেছেন কেন?

ব্রাহ্মণ। আজ হইতে সাতদিন পরে আমাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণী। আপনার অপরাধ কি?

ব্রাহ্মণ। রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, এই ভাগবত গ্রন্থ মিথ্যা লেখা হইয়াছে, কিংবা আপনি ইহার যথার্থ ব্যাখ্যা জানেন না, অথবা আমি গ্রন্থ-শ্রবণের অধিকারী নহি। এই তিনটী বিষয়ে আমার সন্দেহ হইয়াছে। যদি আমার এই সন্দেহ সাতদিনের মধ্যে ভঞ্জন করিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

রাজার এই প্রশ্ন তিনটী ঠিক, কিন্তু আমি তাহার উত্তর দিতে অসমর্থ, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।

ব্রাহ্মণী। বাঃ! আপনি ত খুব পণ্ডিত! দেখুন, যে জন্মিয়াছে, তাহার নিশ্চয় মৃত্যু আছে। তেমনি, প্রশ্ন যখন হইয়াছে, তাহার নিশ্চয়ই উত্তর আছে। মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনি অসমর্থ, তাহা হইলে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, এরূপ কোন পণ্ডিতের অনুসন্ধান করুন, ইহাতে অচিরে বিপদ বিদূরিত হইবে। গৃহে নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন করিবেন না। অকালমৃত্যুতে নরক হয়। অত-এব কোন মহাত্মার অনুসন্ধান করুন।

ব্রাহ্মণীর কথায় পণ্ডিতের লুপ্ত ধৈর্য্য পুনরায় ফিরিয়া আসিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রাণ-রক্ষার জন্য কিছু দুগ্ধ পান করিয়া পণ্ডিতের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। এইরূপে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে, কোন মন্দিরে একটী সন্ন্যাসী যোগাসনে বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজার তিন প্রশ্ন ঐ সন্ন্যাসীকে জানা-ইলেন। ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন যে, তোমার ত কোন সংশয় নাই? যাহার সংশয় আছে, তাহাকে বলিব। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর মুখে এইরূপ আশ্বাস-বাণী শ্রবণ করিয়া রাজার নিকটে গমন করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া কহিলেন, উত্তর হইয়াছে কি?

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—মহারাজ! আমার একটী ছাত্র সন্ন্যাসী

হইয়া আজ বার বৎসর পরে আপনার হরিহরদেবের মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি আপনার প্রশ্নের উত্তর করিবেন বলিয়াছেন।

রাজা তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন যে, এখনি সেই মহাত্মাকে আমার নিকটে আনয়ন কর।

রাজার আদেশানুসারে উক্ত সন্ন্যাসী, রাজসমীপে আনীত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া উত্তম আসনে উপবেশন করাইলেন এবং নিজ সন্দেহ সন্ন্যাসীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন,—মহারাজ! আপনি রাজা, আমি সন্ন্যাসী, আপনার প্রশ্ন অতি কঠিন। এ অবস্থাতে আমি আপনাকে বুঝাইতে পারিব না।

রাজা কহিলেন,—কি করিলে প্রশ্নের উত্তর হইবে?

সন্ন্যাসী। এক ঘণ্টা পরিমিত কাল আমাকে আপনি রাজ্য-শাসনভার অর্পণ করুন। অর্থাৎ আপনি রাজ-সিংহাসন হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক নিম্নে উপবেশন করুন।

রাজা। তথাস্তু।

সন্ন্যাসী রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন, কে আছে?

তৎক্ষণাৎ রাজ-সেনাপতি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন,—আমি আপনার সেনাপতি, কি আজ্ঞা হয়।

সন্ন্যাসী। যাও, শীঘ্র বাজার হইতে ৫০ হাত পরিমাণ ২ গাছি রজ্জু আনিয়া উপস্থিত কর।

সেনাপতি। আনিয়াছি মহারাজ!

সন্ন্যাসী। দেখ, ঐ স্তম্ভে পূর্ব্বমুখ করিয়া রাজাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন কর।

সেনাপতি। বাঁধিয়াছি মহারাজ!

সন্ন্যাসী। আর ঐ স্তম্ভে ব্রাহ্মণকে পশ্চিমমুখ করিয়া পূর্ব্ববৎ বন্ধন কর।

সেনাপতি। বাঁধিয়াছি গুরুজী!

সন্ন্যাসী। তুমি উপবেশন কর।

কিছুক্ষণ পরে রাজা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, শীঘ্র আমার বন্ধন খুলিয়া দাও।"

সন্ন্যাসী। কথকপণ্ডিতকে ডাক, তোমার বন্ধন খুলিয়া দিবে।

রাজা। পণ্ডিত, পণ্ডিত, শীঘ্র আসিয়া আমার বন্ধন খুলিয়া দাও, আমার প্রাণ যায়!

পণ্ডিত। মহারাজ! আপনার অপেক্ষা আমাকে অতি দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়াছেন, অতএব মহারাজ আপনি শীঘ্র আসিয়া আমাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিউন, আমার প্রাণ-যায়।

সন্ন্যাসী সেনাপতিকে আজ্ঞা করিলেন, দুই জনকেই বন্ধন-মুক্ত করিয়া দাও।

সেনাপতি দুই জনকেই বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাহার পর দুই জনই সংযত হইয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে বসিলেন।

সন্ন্যাসী রাজাকে কহিলেন,—মহারাজ! বুঝিলেন, যে ব্যক্তি নিজে আবদ্ধ, তিনি কখনও অপরকে মুক্ত করিতে পারেন না। ইহা আপনি সাক্ষাতে দেখিলেন, আপনার পণ্ডিত সংসারে আবদ্ধ এবং আপনিও সংসারে আবদ্ধ, অতএব শ্রীমদ্-ভাগবত-শ্রাবণরূপ অস্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ আপনার সংসাররূপ বন্ধন ছেদন করিতে পারেন নাই, রাজা পরীক্ষিত যদিও সংসাররূপ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু আপনার সেনাপতির ন্যায় মুনি-শার্দ্দূল শুকদেব বন্ধনরহিত ছিলেন, তিনি পরীক্ষিতকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের কোন দোষ নাই এবং আপনাতেও কোন দোষ নাই, আপনার কথকের দোষ।"

রাজা সন্ন্যাসিপ্রমুখাৎ এরূপ অমৃতভাষা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসীকে বার বার প্রণাম ও ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, অন্যান্য দ্রষ্টা, শ্রোতা, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সন্ন্যাসীর উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং সমস্বরে বেদোক্ত শান্তি পাঠ করিতে লাগিলেন।

যথা,—ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ অন্তরীক্ষং শান্তিঃ বায়ুঃ শান্তিঃ
তেজঃ শান্তিঃ আপঃ শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিঃ
ওষধয়ঃ শান্তিঃ বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ
বিশ্বেদেবাঃ শান্তিঃ ব্রহ্ম শান্তিঃ
শান্তিরেব শান্তিঃ।

ওঁ তৎসৎ

উত্তরখণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানই মুক্তির উপায়।

পূর্ব্বখণ্ডে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ সমস্ত উপদেশের অধিকাংশই বেদান্তাদি শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত। মনোযোগের সহিত ঐ উপদেশগুলি পাঠ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলে বিশিষ্ট ফললাভ হইবে আশা করা যায়। এই খণ্ডে তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধে নানা কথা, গীতার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, নচিকেতার উপাখ্যানপ্রভৃতি বহুবিধ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই বিষয়গুলি ধর্ম্মজীবনগঠনে বিশেষ সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। মুক্তিপ্রাপ্তির সাধন একমাত্র আত্মজ্ঞান। আত্মা সৎচিৎ আনন্দ দ্রষ্টামাত্র ক্রিয়াশূন্য সুখ দুঃখাদি-রহিত। তিনিই সকল জীবের হৃদয়মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। এই আত্মাই সার বস্তু। এতদ্ভিন্ন পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি চিৎ অহঙ্কার সকলই প্রাকৃত পদার্থ জন্য বিনাশী ও দুঃখ-স্বরূপ। যেমন সরোবরের নিকটবর্ত্তী তরুগণের ছায়া অথবা আকাশের চন্দ্র, তারা, মেঘ, বিদ্যুৎ

প্রভৃতি পদার্থসকলের প্রতিবিম্ব সরোবরের বিমল জলে প্রতিবিম্বিত হয়, সরোবরের সহিত উহাদের সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ থাকে না, অথচ সরোবরের তীরবর্ত্তী মনুষ্য উক্ত পদার্থসকল সরোবরের জলে ভাসিতেছে মনে করিয়া থাকে, সেইরূপ এক আত্মাতে সমস্ত বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে। আমরা এক আত্মারই বিভিন্নরূপ দেখিতে পাই মাত্র। ইহাই আত্মার বন্ধন। এই বন্ধন যতদিন না ছিন্ন হইতেছে, ততদিন আত্মার মুক্তি নাই। সরোবরতটে যতক্ষণ গাছ থাকিবে, ততক্ষণ গাছের ছায়াও থাকিবে। সুখ-দুঃখ-মোহ-মায়াদি প্রকৃতির ধর্ম্ম ও প্রকৃতি এই দুই পদার্থ হইতে আত্মা ভিন্ন। কিন্তু প্রকৃতির ধর্ম্ম ও প্রকৃতি আত্মাতে অভেদরূপে প্রতীত হইতেছে, ইহাই আত্মার বন্ধন। আর যৎকালে প্রকৃতির ধর্ম্ম ও প্রকৃতিদেবীকে আত্মা হইতে ভিন্নরূপে জানিতে পারিবেন, তৎক্ষণেই আত্মাকে মুক্তরূপ দেখিতে পাইবেন। যৎকালে প্রকৃতিদেবী আত্মাকে ত্যাগ করিবে, তৎকালে আত্মাতে বোধ হইবে যে, আমি কিছুই করি না। যেমন,—কোন রাজা স্বপ্নে ভিখারী হইয়া নানাবিধ দুঃখ অনুভব করে, দৈবাৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে যে সমস্ত দুঃখ-রাশি হইতে মুক্ত হইয়া আপনাকে বসুন্ধরাপতি রাজরাজেশ্বর অনন্তজনগণের ভরণপোষণকর্ত্তা অনন্ত ঐশ্বর্য্যের সম্ভোগকর্ত্তা মনে করিয়া সুখসাগরে ভাসমান হয়। আর ঐ যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধই থাকে না, দারিদ্র্য কেবল নিদ্রাজনিত মানসিক বিকার-

মাত্র, তেমনই অজ্ঞান-বিনাশের পর আত্মাতে বিশেষ জ্ঞানের উদয় হয়। তখন আত্মা বুঝিতে পারে, ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন শব্দ-স্পর্শাদিরূপ বিষয়ে বর্ত্তমান, আমার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের ও বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান বা সুখ ইন্দ্রিয়দিগেরই ধর্ম্ম। আত্মা অসঙ্গ নির্ব্বিকার শুদ্ধ।

মুক্তির সাধন জ্ঞান এবং কর্ম্ম দুইটী পদার্থ। জ্ঞানদ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তি হয়। কর্ম্মীদের জ্ঞান হইলে মুক্তিও হইবে। যতক্ষণ আত্মাকে অসঙ্গরূপ নির্ব্বিকার আনন্দস্বরূপ না জানিতে পারে, ততক্ষণ, মুক্ত পুরুষের সঙ্গ, সৎ শাস্ত্রের অধ্যয়ন, আত্মার মননপ্রভৃতি কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মফল জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর সমানরূপ ভোগ হয়। জ্ঞানী কর্ম্মফলকে বিনশ্বর মনে করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন; অজ্ঞানী মনে করে, এ দুঃখ হইতে আর মুক্তি পাইব না। মনুষ্যের যে কোন উপায়ে আত্ম-জ্ঞান লাভ করা কর্ত্তব্য।

"সৎগুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ,
কয়লা কি ময়লা ছুটে যব আগ্ করে পরবেশ।"

অর্থাৎ কয়লাকে সহস্রবার সাবান মাখাইয়া গঙ্গাজলে ধৌত করিলে তাহার ময়লা দূর হয় না। কিন্তু অগ্নিতে দিলে ময়লা দূর হইয়া যায়। তেমনই বিষয়-লম্পট ইন্দ্রিয়গণের সহিত মন সংযুক্ত হইলে মনে যে পাপরূপ কালিমা সংলগ্ন হয়, পূজা, পাঠ, ব্রত, নিয়ম, হোম, তীর্থস্নান, দেবদর্শন করিলেও তাহা দূর হইবে না। মন যখন বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়গণের সংসর্গ

ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের স্বরূপচিন্তনে মগ্ন হইবে,তখন তাহার পাপরূপ কালিমা একেবারেই নষ্ট হইবে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতার সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকে ইহাই কথিত হইয়াছে। যথা,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

অর্থাৎ আমার এই ত্রিগুণময়ী অলৌকিকী মায়া সাগরের ন্যায় দুরতিক্রম, যাহারা অনন্যভাবে আমার শরণাপন্ন হয়, তাহারাই ঐ সুদুস্তর মায়া হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই মায়ার অসাধারণ শক্তি, ইহাই লোকের অন্তঃকরণকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। সগুণ পদার্থে আসক্তি থাকিলে কিছুতেই মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। সগুণের চিন্তা, সগুণের ধ্যান করিলে হৃদয়ে মায়াকল্পিত নাম-রূপেরই স্মৃতি হইতে থাকিবে। অতএব একাগ্রচিত্তে আনন্দময় ব্রহ্মের ধ্যানই কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সদ্‌গুরুর আবশ্যকতা।

কোন ব্যক্তি বিষ খাইয়া বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছিল, সে একটী বৈদ্যকে বাটীতে আনিয়া তাহাকে নিজ দুঃখের কারণ জানাইল। বৈদ্য-চূড়ামণি ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, ইহাকে বিষ ভক্ষণ করাইলে ইহার যাতনা দূর হইবে। এরূপ চিকিৎসকের চিকিৎসাদ্বারা রোগীর নীরোগ হওয়া দূরে থাক, প্রাণ নষ্ট হইবারই সম্ভাবনা হয়। আর একটী বৈদ্য আসিয়া রোগীর দুঃখের হেতু শুনিয়া কহিলেন, রোগীর শরীর হইতে সম্পূর্ণ বিষ বাহির না হইলে রোগী বাঁচিবে না। এইরূপ বিষয়-বিষভক্ষণকর্ত্তা ভবরোগী ভবরোগ হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত প্রথমোক্ত বৈদ্যের ন্যায় বৈদ্যকে ডাকাইয়া তাহার ব্যবস্থানুসারে কাজ করিলে জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পায় না; বরং তাহার জ্বালা অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। এইরূপে অজ্ঞানী বৈষ্ণবগুরু রাধা-কৃষ্ণের ভজন বা "রাধাকৃষ্ণাভ্যাম্ নমঃ" বলিয়া মালা জপ আর রাধাকৃষ্ণের লীলা, (অর্থাৎ কৃষ্ণ যেমন গোপীদিগের বস্ত্র চুরি করিয়া কদম্ব বৃক্ষে উঠিয়া বসিয়া ছিলেন, এবং গোপীদের প্রার্থনা অনুসারে উলঙ্গ করিয়া বস্ত্রপ্রদান করিয়া ছিলেন, সেইরূপ কার্য্য) করিতে উপদেশ প্রদান করেন।

কিন্তু জ্ঞানী গুরু বিষয়মুগ্ধ শিষ্যকে কহিলেন,—তুমি যদি সংসার-দুঃখার্ণব হইতে পার হইতে চাও, যদি বিষয়-বিষের জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা কর, তবে মায়ারচিত সর্ব্বপদার্থের সঙ্গ ত্যাগ কর।

রণং জিত্বা ন বৈ শূরঃ বেদপাঠী ন পণ্ডিতঃ।
মনোরিপুর্জ্জিতো যেন স শূরঃ স চ পণ্ডিতঃ॥

অর্থাৎ রণে দুর্ব্বল শত্রুকে জয় করিলেই কোন ব্যক্তি প্রকৃত বীর পুরুষ হইতে পারে না। কেন না যদি কখনও প্রবল শত্রুর সহিত তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে পরাজিত হইবে, এবং তাহার শূরত্বও নষ্ট হইবে। বেদপাঠ করিলেই প্রকৃত পণ্ডিত হওয়া যায় না, কারণ, বেদে যে পথকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা চিনিতে না পারিলে কেবল পাঠ করিয়া কি ফল হইবে? যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত শূর এবং তিনিই পণ্ডিত।

যাবৎ মনোরূপ প্রবল শত্রু বশীভূত না হয়, তাবৎ কাল জীবগণের মায়ারূপ জাল হইতে উদ্ধার পাইবার কোন পথ নাই। কেননা মন যতক্ষণ পরাজিত না হয়, ততক্ষণ যাবতীয় শত্রু হইতে সাধকের মনে ভয় থাকিবে; মনোরূপ শত্রু পরাজিত হইলে আর কোনই শত্রু থাকিবেনা। এক্ষণে এই শ্রেষ্ঠ শত্রু মনকে কিরূপে পরাজিত করা যায়, তাহার কোন উপায় কীর্ত্তন

করা কর্ত্তব্য। যেমন,—কেহ গৃহে আসিবার পথ ভুলিয়া দেশ-বিদেশে দুঃখীর ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাহাকে দেখে তাহাকেই বলে, মহাশয়! আমার বাড়ী যাইবার রাস্তা আমাকে বলিয়া দিন; কিন্তু অনেক অজ্ঞলোক তাহার নিকট টাকা কড়ি লইয়া কুপথকে সুপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, কেহ তাহার গ্রামের নিকটবর্ত্তী গ্রামকে 'এইটী তোমার গ্রাম' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, কেহ বলে, তুমি যে স্থানে যাইতে চাও, সে স্থানে যাইবার তোমার অধিকার নাই;—এইরূপে ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অনেক বঞ্চক লোক প্রতারিত করিয়া কষ্ট প্রদান করে। ভ্রান্ত তাহা বুঝিতে পারে না, দৈবাৎ যদি কোন দয়াবান্ পরোপকারী ও নির্দ্দিষ্টস্থানাভিজ্ঞ পুরুষের সহিত তাহার দেখা হয়, তিনি ভ্রান্তকে যথার্থ পথ দেখাইয়া দেন। সে ভ্রান্ত যদি বুদ্ধিমান্ হয়, তবে পরোপকারীর প্রদর্শিত পথে গমন করিয়া স্বগৃহে আগমন করতঃ সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্ত ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে অনেক মনুষ্য আত্মরূপ নিজ নিজ স্থানকে ভুলিয়া সংসারারণ্যে প্রবেশ করতঃ নানা যোনিযন্ত্রে ভ্রমণ করিয়া নানা প্রকার দুঃখ পাইতেছে। যদি কাহারও মনে পড়ে,—আমি আত্মা আনন্দস্বরূপ, জন্ম-মৃত্যু-বিহীন, কিন্তু আমি দেহ ধারণ করিয়া ইন্দ্রিয় ও মনের বশীভূত হইয়া জন্ম-মৃত্যু-রূপ দুঃখ ভোগ করিতেছি, যদি কেহ দয়া করিয়া আমাকে আত্মপ্রাপ্তির সাধনবিষয়ে উপদেশ দেন, তাহা হইলে আমি আত্মলাভ করিয়া সর্ব্ব দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি-রূপ মুক্তিলাভ

করিতে পারি। ভ্রান্ত ব্যক্তির এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া অনেক বঞ্চক তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া তাহাকে ভ্রান্ত-পথেরই উপদেশ দান করে, সেই পথে চলিয়া তাহার মুক্তিলাভও অসম্ভব হয়। নপুংসক ব্যক্তিকে কন্যাদান না করিয়া কন্যাকে চিরকৌমার্য্যে দীক্ষিত করা যেমন সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর, সেইরূপ অনভিজ্ঞ গুরুলাভ অপেক্ষা গুরুর সম্পূর্ণরূপ অভাবও বহুগুণে উৎকৃষ্ট। আপনার গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার যেমন সকল মনুষ্যেরই আছে, তেমনই আত্মবস্তু জানিবার অধিকারও সকল মনুষ্যেরই আছে। ইহাতে স্ত্রী-শূদ্র ও বালক-বৃদ্ধাদিভেদে কোন ইতরবিশেষ নাই। যোগী ব্যক্তির নিকট যোগানুষ্ঠানের বিধি অবগত হইয়া যোগানুষ্ঠান করতঃ মনুষ্যমাত্রেই আত্ম-সাক্ষাৎকার করিতে পারেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সাধনের প্রণালী এবং তাহার ফল।

আমি সাধারণের উপকারের নিমিত্ত এখানে যোগানুষ্ঠানের বিধি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। যাঁহারা শ্রীভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক পাঠ করিয়া দেখুন। আর যাঁহারা ভগবদ্গীতা জানেন না, তাঁহাদের সুখবোধের জন্য ভগবদ্গীতার তাৎপর্য্য লিখিত হইতেছে। অহিংসা, সত্যভাষণ, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং নিরহঙ্কারত্ব এই পাঁচটীর নাম যম। সাধকগণ প্রথমে এই যম অভ্যাস করিবেন আর যোগ-শাস্ত্রোক্ত আসন-মুদ্রাদ্বারা শরীরকে দৃঢ় করিবেন। পরে গ্রামের কিঞ্চিৎ দূরে কোন পবিত্র নদীর তটে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিবেন। কুটীরটী উত্তরদক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ৮ হাত এবং পূর্ব্বপশ্চিমে প্রস্থে ৫ হাত হইবে। কুটীরের দেওয়াল উত্তমরূপে মৃত্তিকাদি দ্বারা মার্জ্জিত করিতে হইবে। ঐ কুটীরের মধ্যে উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিতে হইবে। আসনের নিম্নে কণ্টক-কঙ্করপ্রভৃতি কোন দ্রব্য না থাকে। ভূমিভাগ গোময় ও মৃত্তিকা দিয়া পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হইবে। প্রথমে কুশাসন, তদুপরি মৃগচর্ম্ম, তাহার উপরে বস্ত্র বিস্তৃত করিতে হইবে। আসন অতি উচ্চ বা নিম্ন না হয়। আসনের সম্মুখভাগে দুইহস্ত দূরে

একটী ছোট গর্ত্ত রাখিতে হইবে, তাহাতে অগ্নি-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন। আসনে বসিয়া প্রথমে শ্রীগুরুর ধ্যান এবং তাঁহার চরণে নমস্কার করিবেন। পরে চন্দন, অগুরু, গুগ্‌গুলু, ধূনা ও গব্যঘৃত-সংযোগে প্রস্তুত ধূপ উক্ত অগ্নিতে একতোলা পরিমাণ স্থাপিত করিবেন, যেন উহা হইতে ধীরে ধীরে ধূম নির্গত হয়। উক্ত আসনে স্বস্তিক আসন করিয়া বসিবেন। পৃষ্ঠ গ্রীবা ঋজুভাবে রাখিয়া নাসিকাগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিয়া বসিবেন। আকাশ বা কোন দিকে দৃষ্টি করিবেন না। কোন ভূত পদার্থের স্মরণ বা ভবিষ্যৎ পদার্থের চিন্তন করিবেন না। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে বিষয়সম্বন্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবেন। মনোরূপ তস্করের গতি মনঃ দ্বারাই নিরীক্ষণ করিবেন। মনঃই জন্ম-মৃত্যুরূপ ভয়ানক দুঃখের কারণ। মনই অত্যন্ত প্রবল শত্রু জানিয়া মনকে কোন দিকে ধাবিত হইতে দিবেন না। এইরূপে সতত আত্মাতে মনঃকে নিযুক্ত করিলে সর্ব্বদুঃখরহিত পরমশান্তিপ্রদ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থ-লাভ হয়। অতি ভোজন করিলে বা নিরশন থাকিলে, অতি নিদ্রা করিলে বা বহুকাল জাগিয়া থাকিলে, চিত্ত-নিরোধরূপ যোগ-প্রাপ্তি হয় না। যুক্তিপূর্ব্বক আহার, ব্যবহার, নিদ্রা ও জাগরণ করিবেন, তাহা হইলে মন স্থির হইবে। যে কালে শরীর, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ স্থির হইবে, তখন মনঃও স্থির হইবে। মনঃ স্থির হইলে ঐহিক বা পারত্রিক সুখভোগের ইচ্ছা থাকিবে না। ঐ অবস্থার নাম সিদ্ধিযোগ। উহাতে মন

নির্ব্বাতস্থিত প্রদীপের শিখার ন্যায় অচল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। হে প্রিয়গণ! যৎকালে যোগানুষ্ঠান করিতে করিতে মনঃ নিরুদ্ধ হয় এবং সকলজন্য পদার্থ হইতে উপরত হয়, সেই অবস্থাতে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটে এবং তাহা হইতে পরমতৃপ্তি হইয়া থাকে। এই আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সুখ ইন্দ্রিয়-গণের অগোচর, কেবল একমাত্র আত্মার গোচর জানিবে। যাহাকে লাভ করিলে, অন্য কোন পদার্থলাভের জন্য আগ্রহ হয় না, যে আত্মার স্বরূপে স্থিত মনঃ শরীরে কোনরূপ দুঃখ উপস্থিত হইলেও জানিতে পারে না, তাহাকেই সর্ব্বদুঃখের নাশহেতু ও পরমানন্দস্বরূপের প্রাপ্তিকারণ বলিয়া অবগত হইবে। উক্তরূপ যোগানুষ্ঠানকর্ম্ম মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা ও অষ্টাঙ্গ যোগানুষ্ঠান উভয়ই নির্গুণ উপাসনার উপযোগী। সর্ব্বদা সগুণ উপাসনা বা যম নিয়ম আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ। এই উভয়ের অনুষ্ঠানের ফলে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিবার অধিকার হয়। আর যাহার পূর্ব্ব জন্মে এই উভয়ের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, তাহার একে-বারেই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার অধিকার হইয়া রহিয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় মনঃকে স্থির করিবার নিমিত্ত কষ্ট হয় বলিয়া নির্গুণোপাসনা পরিত্যাজ্য, ইহা মূর্খ কর্ম্মীদিগের মত। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা না করিলে সর্ব্বদুঃখবিনাশ ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মলাভের অন্য কোন উপায় নাই।

এই কথা বার বার বেদে লিখিত আছে। যথা—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন মুক্তিলাভের আর কোন পথ নাই। আর পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিলেই মুক্তিলাভ হয়, তাহাও বেদে লিখিত আছে। যথা—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" অর্থাৎ আত্মার সাক্ষাৎকার করিলেই অতি-মৃত্যুস্বরূপ মুক্তিলাভ হয়।

মুক্তিকে অতিমৃত্যু বলে কেন?

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, মুক্তিকে অতিমৃত্যু বলে কেন? ইহার উত্তর শ্রুতিতেই আছে, "ন স পুনরাবর্ত্ততে" অর্থাৎ যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সে আর জন্মগ্রহণ করে না, জন্ম না হইলে মৃত্যুও হয় না। এই জন্য জ্ঞানীর যে মৃত্যু, সে মৃত্যুর পরে আর তাহার জন্ম বা মৃত্যু হয় না। এই কারণে মুক্তির নাম অতিমৃত্যু।

ছিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়ঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

যিনি পরাবর অর্থাৎ পরমাত্মার (পর = হিরণ্যগর্ভ, অবর = অশ্রেষ্ঠ ; পর অবর যাহা হইতে, তিনি পরাবর) সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয় এবং কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এইত জ্ঞানবান্‌দিগের সম্বন্ধে বেদপ্রমাণ রহিয়াছে। এই বেদপ্রমাণে জানা গেল যে, যাহার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয় না, সংশয়সকল নষ্ট হয় না এবং কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, সে জ্ঞানবান্ নহে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার ৪র্থ অঃ ৭শ্লোকে লিখিয়াছেন, “যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥” অর্থাৎ যে যে সময়ে ধর্ম্মের হ্রাস হয়, অর্থাৎ মনুষ্যসকল আপন আপন বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মসকলকে ত্যাগ করিয়া শারীরিক সুখের নিমিত্ত নানাবিধ অধর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই সেই সময়ে আমি এই সকল অধর্ম্ম বিনাশের নিমিত্ত, সাধুদের রক্ষা ও বৈদিক ধর্ম্মস্থাপনের নিমিত্ত, আত্মার সৃষ্টি করি।

প্রশ্ন।—২য় অঃ ২০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নাই, আর এই শ্লোকে বলিতেছেন, আমি আত্মার সৃষ্টি করি—এই দ্বিবিধ কথনের মধ্যে—দুইটী কথনই সত্য ? কি দুইটী কথনই মিথ্যা ?

উত্তর। গীতার এই বাক্যের তাৎপর্য্য কোন টীকাকারই

স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, এইটী বড়ই দুঃখের বিষয়। বেদশাস্ত্র-পাঠদ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া মূর্খদের সংশয় দূর করা দূরে থাক, তাঁহারা নিজেই এবিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিলেন। যে পদার্থ সৃষ্টির পূর্ব্বে থাকে না, তাহারই সৃষ্টি হইতে পারে। যেমন, একটী ঘট। যদি আত্মার সৃষ্টি স্বীকার করা হয়, তবে আত্মাকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইবে। একটী নিত্য অবিনাশী আত্মা, দ্বিতীয় জড় ও বিনাশী আত্মা। যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। আত্মাতে যে বিশেষণ আছে, ইঁহাতে তাহা নাই। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ভগবান্ বলিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। দেখুন! আত্মা অজন্ম, আত্মা অবিনাশী, আত্মা অচ্ছেদ্য এবং অদাহ্য। এ বিশেষণ শ্রীকৃষ্ণ মহাশয়ের শরীরে আছে কি? তাহা হইলে তিনি কিসের আত্মা? কিসের ভগবান্? আর যাঁহাতে "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥" অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ষট্ ভগ আছে,তাঁহার নাম ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যখন ধর্ম্মের হানি ও পাপের বৃদ্ধি হয়, সেই সেই সময়ে আমি অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করি। শ্রীকৃষ্ণের অবতার, ১ মৎস্য, ২ কচ্ছপ, ৩ বরাহ, ৪ নরসিংহ, ৫ বামন, ৬ পরশুরাম ৭ রামচন্দ্র, ৮ বলরাম, ৯ বুদ্ধ, ১০ কল্কি। পরশুরাম অবতারে পৃথিবীতে কিরূপ অধর্ম্মের বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের বিনাশ হইয়াছিল? পরশুরাম মহাশয়ের হস্তে যে কতশত নিরপরাধ রাজকুমার প্রাণ দিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাহা হইলে তিনি কোন্

ধর্ম্মের রক্ষা করিলেন? ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা হইয়া তিনি এক-বিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ সাধন করতঃ ধর্ম্মের হানি করিয়াছেন। ঐ সময় হইতে নিয়োগ-বিধির ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। বর্ণশঙ্কর জাতির ভিত্তি তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

পুঃ শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ং ভগবান্ হয়েন, তবে ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ২২শ্লোক পাঠ করিয়া দেখুন, যথা—

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥

অর্থাৎ যাহা একমাত্র কার্য্যে পরিপূর্ণভাবে সক্ত (যেমন রামের অথবা কৃষ্ণাদির দেহে বা প্রতিমাদিতে ভ্রম বশতঃ সম্পূর্ণ ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস), যাহা হেতুশূন্য, যাহা রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তির ন্যায় ভ্রমাত্মক), যাহা অল্পকালস্থায়ী অথবা অল্প-ফলপ্রদ, তাদৃশ জ্ঞানের নাম তামসিক জ্ঞান। যাহার এরূপ তামসিক জ্ঞান রহিয়াছে, মৃত্যুর পর তাহার কিরূপ গতি হইবে? ইহার উত্তর ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অঃ ১৮শ্লোকে রহিয়াছে। যথা—

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥

অর্থাৎ যাহার সাত্ত্বিক জ্ঞান আছে, মরিলে তাহার ঊর্দ্ধগতি হইবে অর্থাৎ দেবলোকে যাইবে। আর যাহার রাজসিক

জ্ঞান আছে, তাহার মধ্যগতি হইবে, অর্থাৎ ধনী ও জ্ঞানীদের গৃহে জন্ম হইবে। আর যাহার তামসিক জ্ঞান আছে, তাহার অধোগতি হইবে, অর্থাৎ কুকুর, শূকর, শৃগাল ইত্যাদি যোনিতে অথবা হাড়ী-মুচি ইত্যাদি নীচকুলে জন্ম হইবে। অনেক ভদ্রলোকেই গীতা পাঠ করিয়া থাকেন, অনেকের গ্রন্থখানি মুখস্থও আছে, কিন্তু ভগবদ্গীতার মর্ম্ম বুঝে এরূপ লোক অতি বিরল। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আত্মানং সৃজাম্যহম্" অহং শব্দের অর্থ আত্মা, আর আত্মানং শব্দের অর্থ আত্মা। আত্মার সৃষ্টি আত্মা হইতে হয় না। ভগবদ্গীতার ১৮ অঃ ১০ শ্লোক দেখ। যথা—

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥

অর্থাৎ কার্য্যমাত্রেরই ৫টী ৫টী করিয়া কারণ আছে, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর। তাহা সর্ব্ব কর্ম্মক্ষয়কারক বেদান্ত-সিদ্ধান্তে কথিত আছে। যথা—

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪

অর্থাৎ কার্য্য উৎপত্তির প্রতি শরীর, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের চেষ্টা আর মনুষ্যগণের ভাগ্য এই পাঁচটী মিলিত হইয়া কার্য্যের সৃষ্টি করে। এই পাঁচটী যেখানে নাই, সেখানে কার্য্যও নাই। যেমন মৃত শরীর। যদি কার্য্যমাত্রের উৎপত্তি

উক্ত পঞ্চবিধ কারণদ্বারা হইয়া থাকে, তাহা হইলে শুদ্ধ আত্মাকে আত্মার উৎপত্তির কারণ বলা অসঙ্গত। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণের মায়াতে সকলই হইতে পারে, অতএব শ্রীকৃষ্ণ মায়ার সাহায্যে আত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে দোষ কি? কিন্তু মায়া যাহা সৃষ্টি করিবে, সে কার্য্যসকলের নাম মায়িক পদার্থ হইবে। মায়া মিথ্যা বলিয়া মায়িকপদার্থও মিথ্যা; যেমন, কুম্ভকার মৃত্তিকাদ্বারা যে সমস্ত ঘট ও শরাবাদি প্রস্তুত করে, সে সকলই চৈতন্যশূন্য মৃন্ময় পাত্র হইয়া থাকে, তেমনই মায়াদ্বারা যে যে কার্য্য হইবে, তাহা সকলই দুঃখময় বিনাশশীল ও মোহজনক হইবে। শ্রীকৃষ্ণের যখন মৃত্যু হইয়াছে, অগ্নিতে দাহ হইয়াছে, সে সকল তাঁহার শরীরেই হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর শ্রীকৃষ্ণের শরীর স্বপ্নগজাদির ন্যায় ক্ষণিক বা অনির্ব্বচনীয় ছিল না। অবিদ্যা বা মায়ার বিনাশ হইলে মায়িক শরীরের বিনাশ হয়। যেমন নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্বপ্নগজাদির বিনাশ হয়, অর্থাৎ কোন স্থানে সমবায়ী কারণ নাশ হইলে কার্য্য নষ্ট হয়, কোন স্থানে অসমবায়ী কারণ নষ্ট হইলে কার্য্যনাশ হয়। ইহার অন্যথা হয় না। ভগবদগীতার ৯ম অধ্যায়ে ১১শ্লোকে লিখিত আছে "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্, পরং ভাবমজানন্তো মমভূতমহেশ্বরম্ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, বহির্ম্মুখী মূর্খ লোক আমি মনুষ্য-শরীর ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমার নানাবিধ নিন্দাসূচক

বচন বলে। আমি যে, মনুষ্যদিগের শরীরে জীবাত্মা হইয়া নানাবিধ কার্য্যকলাপ করিতেছি, ইহা দেখিয়া লোকে আমার নিন্দা করে। কিন্তু আমি যে শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান মায়ার অধীশ্বর হইয়া জীবদিগের কর্ম্মের ফল প্রদান করিতেছি এবং ভূতসকলের সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার তত্ত্ব মূর্খেরা জানে না। আমি তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের লক্ষ্যস্বরূপ পরমাত্মা, ইহা কেবল সন্ন্যাসী বা যোগিগণই জানেন। যাবৎ জীবগণ আমার শুদ্ধ পরব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার করিতে না পারে, তাবৎ কোন জীবেরই মুক্তি হয় না। হে অর্জ্জুন! যাঁহারা ঋক্, সাম ও যজুঃপ্রভৃতি বেদোক্ত বিধি-অনুসারে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহারা মনুষ্যশরীর ত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করেন। দেবলোকের ভোগসকল মর্ত্তলোকে নাই। সে ভোগসকল অত্যন্ত আশ্চর্য্যস্বরূপ। দেবগণ তাহাতে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু ঐ ভোগসকল কর্ম্মজন্য বলিয়া স্থায়ী নহে। কর্ম্ম শেষ হইলেই তাঁহারা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত-লোকে পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে তাঁহারা পুনঃ বেদবিধি-অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পুনঃ স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েন। সেখানকার কর্ম্ম শেষ হইলে আমি তাহাদিগকে পুনঃ স্বর্গ হইতে মর্ত্ত-লোকে ফেলিয়া দিই। কর্ম্মিগণ এইরূপে কখনও স্বর্গে কখনও মর্ত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, শান্তিলাভ করিতে পারেন না। স্বর্গেও পূর্ণ শান্তি নাই। দেখা যাইতেছে যে, এক এক বার অসুরগণ স্বর্গে যাইয়া দেবগণের সহিত রাজা ইন্দ্রকে স্বর্গ হইতে

বিতাড়িত করিয়া আপনারা স্বর্গভোগ করিতে থাকে। এই প্রকার দেবাসুরের সংগ্রামের বিরাম নাই। দুঃখের পর সুখ এবং সুখের পর দুঃখভোগ চিরন্তন নিয়ম। দেবাসুরগণ এক কশ্যপ মুনিরই সন্তান। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সুরাপান করেন, তাঁহাদের নাম সুর আর যাঁহারা মদ্যপান করেন না, তাঁহাদের নাম অসুর। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি কর্ম্মভোগশেষ হইলে দেবলোক হইতে দেবতাদিগকে মর্ত্তে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে অমরকোষে দেবপর্য্যায়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই ব্যর্থ হইবে। অমরকোষে লিখিত, যথা—অমরা নির্জ্জরা দেবাঃ ত্রিদশা বিবুধা সুরাঃ সুপর্ব্বাণ ইত্যাদি। অমর অর্থে যাহার মৃত্যু নাই। নির্জ্জর অর্থে যাহার বার্দ্ধক্য-ইত্যাদি নাই। ইহার উত্তর এই, "অমরা নির্জ্জরা" ইত্যাদি স্বর্গ-বাসী লোকের নামমাত্র, যেমন এখানে অনেক মনুষ্যের কমলাকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, অমরলাল, নিরঞ্জন, জিতেন্দ্রিয়নাথ ইত্যাদি নাম থাকে। ইহাদের অর্থের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। যেমন লক্ষ্মীকান্ত বলিলে লক্ষ্মীপতি বুঝায়, সে হয়ত দিনান্তে কোন দিন আহার করিতে পায় কি না সন্দেহ, আবার জিতেন্দ্রিয় অর্থে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সকল জয় করিয়াছে তাহাকেই বুঝায়, হয়ত উক্ত জিতেন্দ্রিয় নামক ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়ের দাস। অতএব নামের সঙ্গে কাহারও অর্থের সম্বন্ধ হয় না। এইরূপে দেবতাদিগের নামের সঙ্গেও কোন অর্থসম্বন্ধ হইতে পারে না।

প্রশ্ন।—যেমন মর্ত্ত-লোকে মনুষ্য শরীরে ক্ষুধা-পিপাসা নানাবিধ রোগ, নানাবিধ শোক, জন্ম ও মৃত্যুপ্রভৃতি অসংখ্য দুঃখভোগ করিতে হয়, দেবলোকেও যদি সেইরূপ দুঃখভোগই করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ও উপবাস করিয়া কি বিশেষ ফললাভ হয়? আর যাহারা স্বর্গ হইতে মর্ত্তে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা কেহ নরক হইতে আসিয়া মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের বিশেষ লক্ষণ কি? অর্থাৎ যাহারা নরক হইতে আসিয়া মনুষ্য-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের নরক-যন্ত্রণা-ভোগদ্বারা যাবৎ পাপের ক্ষয় হইয়াছে। তাহাদের আর পাপ নাই, আর যাঁহারা স্বর্গ হইতে যাবৎ পুণ্যের ভোগশেষ করিয়া মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর পুণ্য নাই—এই দুইএর মধ্যে প্রভেদ কি? যাহারা স্বর্গ হইতে সুখভোগ করিয়া মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদেরই বরং কিছু পাপ থাকিতে পারে; আর যাহারা নরক হইতে যাবতীয় পাপের ফলভোগ করিয়া পরে শেষপুণ্যবলে মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারাই স্বর্গে যাইবার কার্য্য করিতে পারে। যাহারা স্বর্গবাসী ছিল, তাহারা পাপের দ্বারা কুকর্ম্ম করিয়া নরকের রাস্তাই পরিষ্কার করিতে পারে, তাহারা আবার স্বর্গে যাইবে কিরূপে? যদি বল, প্রকৃতি-অনু-সারে মানুষের ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না, তাহা হইলে এই প্রশ্ন হয়, প্রকৃতি মায়ার গুণ বা মনুষ্যের স্বভাব হইতে পারে? কিন্তু তাহা সর্ষপ বা তিলের ন্যায় কোন

একটী স্থির পদার্থ নহে। অনেকেই ব্রাহ্মণজাতিকে সাত্ত্বিক-প্রকৃতি, ক্ষত্রিয়কে রাজসিক প্রকৃতি, বৈশ্য-শূদ্র-স্ত্রীদিগকে তামসিক প্রকৃতি বলিবে। গীতাতেও লিখিয়াছেন,

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা॥

অর্থাৎ ভক্তি করিলে স্ত্রী-শূদ্র তথা বৈশ্যজাতির লোকও পরমগতি লাভ করেন, আর পুণ্যশীল ব্রাহ্মণগণ এবং ক্ষত্রিয়গণ আমার প্রতি ভক্তিবলে পরমপদলাভ করিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি? কিন্তু জাতি প্রকৃতি নহে। প্রকৃতি ভিন্ন পদার্থ এবং জাতিসকল কর্ম্মদ্বারা কল্পিত। ব্রাহ্মণজাতিকে যদি সাত্ত্বিক-প্রকৃতি পুণ্যজন্মা বলা যায়, তাহা হইলে মহাভারতের গদাপর্ব্ব দেখ যে, অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণ হইয়া কি ঘৃণিত কার্য্য করিয়াছে! দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অন্যান্য এক অক্ষৌহিণী পরিমিত নিদ্রাগতজনকে বধ করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য দ্রৌপদীর পঞ্চ-পুত্রের মুণ্ড লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল আর ব্যাসশিষ্য জাতিতে বৈশ্য পুরাণব্যাখ্যানিপুণ সূতমুনিকে বলরাম ঠাকুর (যিনি বিষ্ণুর অবতার) বধ করিয়া ব্রহ্মবধের পাতকী হইয়া সেই পাতকমোচনের নিমিত্ত নানাতীর্থে স্নান দান করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বলরাম সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার, কোন মানবই তাঁহার অপেক্ষা আর শুদ্ধপ্রকৃতি হইতে পারে না,

তিনি ঘোর তামসিক জাতীয় পুরুষের কর্ম্ম করিয়া, বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা গেল যে, প্রকৃতি জাতিগত নহে, কিন্তু জাতি হইতে পৃথক্। যাঁহারা আত্মলাভের নিমিত্ত দিবানিশি পূর্ণ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াছেন এবং মন ও প্রাণকে স্থির রাখিবার নিমিত্ত প্রযত্ন করিতেছেন, আমার মতে তাঁহারাই সাত্ত্বিক প্রকৃতি ও ব্রাহ্মণ, আর যাঁহারা দেবলোকের সুখের নিমিত্ত বৈদিক ও যজ্ঞাদি কার্য্যে তৎপর হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা রাজসিক-প্রকৃতি ও ক্ষত্রিয় এবং যাহারা ঐহিক ও ইন্দ্রিয়ের সুখের নিমিত্ত কাজ করিতেছে, তাহারা তামসিক প্রকৃতি ও শূদ্রজাতি।

প্রশ্ন।—ঐহিক সুখের নিমিত্ত ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরুগণের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহার পরম সহকারী বন্ধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাদিগকে কি শূদ্র বলিতে পারা যায়?

উত্তর।—ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণাদি করিয়া, কুরুপাণ্ডবদল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সাংসারিক সুখের এমনি একটী মোহিনী শক্তি আছে, সে জীবগণকে কদাপি ধর্ম্মপথে চলিতে দেয় না। এই জন্য পরমধার্ম্মিক রাজা যুধিষ্ঠির আবাল্য ব্রহ্মচারী পিতামহ ভীষ্মদেবের নিকটে গমন করতঃ তাঁহার মুখ হইতে তাঁহার মৃত্যুর কারণ অবগত হইয়া অবৈধভাবে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপে বধসাধন অত্যন্ত পাপকর্ম্ম বুঝিয়া দেবলোকের মধ্যেও হাহাকার পড়িয়াছিল, এ কি কর্ম্ম? ইহাকে কোন্

প্রকৃতির কর্ম্ম বলা যাইবে? কোন ব্যাধও এইরূপ কাজ করে না। আর দ্রোণাচার্য্য মহাশয়ের বধকরণ নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব এবং সাত্যকিপ্রভৃতি কিরূপ অসীম বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ পরামর্শ করিয়া ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রলোভন ও ভয় দেখাইয়া দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে মিথ্যা বলাইয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে দ্রোণ! অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ"। এই কথা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া শোকাকুলচিত্তে কণ্ঠতলে ধনু ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই সময় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বাক্যানুসারে বাণ মারিয়া গুণ কাটিয়া ফেলিলেন এবং ধনুকের হুল তাঁহার কণ্ঠের ভিতর ঢুকিয়া গেল, সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন দৌড়িয়া কুরু-পাণ্ডবের গুরু দ্রোণাচার্য্যের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এটী কি ক্ষত্রিয়ের কাজ হইয়াছে? ইহাকে কোন্ জাতির ধর্ম্ম বলা যায়? পক্ষপাতশূন্য কোন মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে যে, ইহা অত্যন্ত অধম জাতির কার্য্য হইয়াছে। এখানে বুঝিতে হইবে, সংগ্রামাদি কর্ম্মসকল রাজসিক প্রকৃতির নহে, কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক ব্যাধগণের কার্য্য।

বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানসম্বন্ধে ভগবদ্গীতাতে শ্রীভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—(গীতার ২য় অধ্যায় ৪২ শ্লোক) যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ। কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফল-প্রদাং, ক্রিয়াবিশেষ-বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি। ভোগৈ-

শ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ হে অর্জ্জুন! বেদবাদকথনে তৎপর, কামাকুলচিত্ত, স্বর্গলাভোন্মুখ মূর্খগণ "যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, এই যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারাই ভোগ এবং ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায়" এইরূপ বাক্য বলিয়া কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশে পরিপূর্ণ যে আপাতরমণীয় বাক্য বলে, তাহা দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া লোক ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যেই প্রসক্ত হয়, ঐরূপ লোকের একাগ্রনিষ্ঠারূপ সমাধি আদৌ হয় না। অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বশীভূত হয় না। তাহারা বার বার যজ্ঞানুষ্ঠান স্বর্গভোগ মর্ত্তে জন্ম প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা ঘটিকা-যন্ত্রের শঙ্কুর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। মনুষ্য-জীবনের পরম উদ্দেশ্য যে মুক্তিলাভ, তাহা তাহাদের বুদ্ধিতে আসে না। আপনি মহাভ্রান্ত হইয়া অগাধ গর্ত্তে ঝাঁপ দিতেছে, আর সঙ্গিগণকে ঐ গর্ত্তে ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে। এরূপ পাপীদিগের সঙ্গ যেন ভগবান না দেন। তাহা হইলেই জীবের মঙ্গল হইবে। মুক্তিরূপ পরমশান্তিলাভ যে সহজ উপায়ে হয়, তাহা তাহারা জানে না। জানিয়াও সঙ্গীদিগকে বলিয়া দেয় না। বলিয়া দিলে অপরকে ঠকাইয়া তাহার যথা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে পারিবে না—এই আশঙ্কায় সৎশাস্ত্র গোপন করিয়া অসৎ শাস্ত্রের কণ্টকময় পথে তাহাদিগকে ফেলিয়া রাখে। অধ্যাপন, যাজন আর প্রতিগ্রহ এই তিনটী কর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের জীবিকার্থে কল্পিত হইয়াছে; যজন, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটী ব্রাহ্মণের নিজের স্বার্থজন্য কল্পিত হইয়াছে। এই

কারণে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়াদি জাতিকে বেদজ্ঞান প্রদান করে না। আর যাবৎ বেদের যথার্থরূপ শিক্ষা না হইতেছে, ততদিন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণসঙ্কর এই সকল ব্রাহ্মণজাতির কর্ম্মকাণ্ডরূপ মহা-জাল হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। অথর্ব্ববেদ-সংহিতার ৪র্থ অঃ ২য় মন্ত্রে লিখিত আছে, তাহা এই—যথেমাং বাচম্ কল্যাণীমাবদানী জনেভ্যো ব্রহ্ম-রাজন্যাভ্যাং চার্য্যায় শূদ্রায় স্বায চারণায় ইতি—যথা (যেমন) ইমাং বাচম্ (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ) বেদবাণীং অহং জনেভ্যঃ (সকল মনুষ্যদিগকে) আবদানী (উপদেশ-দিতেছি, তেমন তোমরাও উপদেশ দিবে) যদি বল, কাহাকে কাহাকে দিব, তাহার উত্তর এই—ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে) অর্য্যায় (বৈশ্যকে) শূদ্রায় (শূদ্রকে) স্বায় (সেবক-দাস-দাসীকে) অরণায় (বর্ণসঙ্কর চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিকে) এই সকলকে বেদ-বিদ্যার উপদেশ দিবে। এই প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, বেদপাঠের অধিকার মনুষ্যমাত্রেরই আছে। এই প্রমাণের সাহায্যে আর্য্যসমাজীরা সকল জাতিকেই অর্থাৎ শূদ্র ও স্ত্রী প্রভৃতি সকলকেই বেদ শিক্ষা দিতেছেন।

আর "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজো ভবেৎ। বেদপাঠী ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ" অর্থাৎ জন্মকালে সকল জাতির বালক শূদ্র হয়, উপনয়ন-সংস্কার হইলে দ্বিজ হয়, বেদপাঠ করিলে বিপ্র হয় এবং ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। এই বচন বজ্রসূচী-উপনিষদে দেখ। এই প্রমাণের বলে আর্য্য-সমাজীরা মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ডোম, চামার প্রভৃতি সকল

জাতির বালকেরই উপনয়ন সংস্কার করিয়া সমাজে গ্রহণ করিতেছেন। "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণাশ্চাপি শূদ্রতাং ক্ষত্রিয়াৎ জাতমেবন্তু বিদ্ধি বৈশ্যাৎ তথৈবচ॥" অর্থাৎ সন্ধ্যা-বন্দনাদি দেবপূজা, পিতৃশ্রাদ্ধ, তর্পণ, হোম, জপ, বেদপাঠ ইত্যাদি কার্য্য করিলে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়। যেমন বেদব্যাস, বিভাণ্ডক এই দুই জন ষট্‌কর্ম্ম করিয়া শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কতশত ব্রাহ্মণ বালক, কেহ মুসলমান, কেহ খ্রীষ্টান্ ইত্যাদি হীনজাতি লাভ করিয়াছে, কেন না তাহারা ব্রাহ্মণোচিত কর্ত্তব্য কার্য্য করে নাই। তেমনি ক্ষত্রিয়বালক, বৈশ্যবালক ইহারা ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, অতএব ব্রাহ্মণ কুকুর বিড়ালের ন্যায় জাতি নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব কর্ম্মাধীন। যেমন, জজ কমিসনার ইহারা কোন জাতি নহে, কিন্তু কর্ম্ম বা বিদ্যা দ্বারা ঐ পদ লাভ করিয়া থাকে। অনেকের মতে স্ত্রীজাতির বেদপাঠ, গায়ত্রীজপ, সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্ম, ঈশ্বরপ্রাপ্তির সাধন, শ্রবণমননাদি কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু উপনিষদ্ পাঠ করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, সুলভা মৈত্রী গার্গী প্রভৃতি রমণী বেদ-বিদ্যায় এমন পারদর্শিনী ছিলেন যে, তাঁহাদের ইতিহাস শ্রবণ করিলে যাঁহারা স্ত্রী-জাতিকে বেদের অনধিকারিণী বলিতেছেন, তাঁহাদের মুখই মসীলিপ্ত হইবে। পুরুষ হৌক বা স্ত্রী জাতি হৌক বা চণ্ডাল হৌক বা যবন হৌক, যে ব্যক্তি ভগবানের আরাধনা করিবেন, তাঁহারা মনুষ্য-জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ আর স্ত্রী-জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্ত্রী হইবেন, তাহাতে কোন

ভুল নাই। আত্ম-প্রাপ্তির জন্য নানা দেশ, নানা বিদ্যা, নানা গুণীদের সঙ্গ করিলেও কোন ফল হয় না। কারণ মূর্খ লোকেরা আত্মাকে বা পরমাত্মাকে চক্ষে দেখিতে চায়। যতক্ষণ চক্ষুতে দেখিতে না পাইবে, ততক্ষণ তাহাদের আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ বিশ্বাসই হইবে না। তাহারা আত্ম-জ্ঞানের অনধিকারী। অন্ধ যেমন পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল প্রকাশ দেখিতে পায় না, ছিন্ননাসিক পুরুষ যেমন চাঁপা-চামেলী-গোলাপপ্রভৃতি ফুলের উত্তম সৌরভ অনুভব করে না, অপিচ তাহার হাতে গোলাপ-ফুলের তোড়া দিয়া যদি বলা যায়, বল দেখি, কেমন মিষ্ট সুগন্ধ ? সে অনায়াসে বলিতে পারে, ইহাতে সুগন্ধ আছে না ছাই আছে ; তেমনি অজ্ঞ লোককে আত্মোপদেশ প্রদান করিলে সে অনায়াসে বলিতে পারে যে, বেদশাস্ত্রসকল ও বেদশাস্ত্রকর্ত্তা মুনিগণ সকলেই মিথ্যা কথা বলিয়া গিয়াছেন, আর কতকগুলি ভণ্ডলোক সাধু সাজিয়া মিছামিছি চক্ষু বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন। কোথায় বা ভগবান্? কোথায় বা ভগবতী? কোন্ বেটা তাঁহাদের দেখিয়াছে? খাওয়া দাওয়া কর, আমোদ কর, মৃত্যু একদিন আসিবেই ইত্যাদি। ঐ সকল মূর্খদের কথা রাখিয়া দিয়া আইস, শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে আত্ম দর্শনের কিরূপ সহজ, সুন্দর ও শ্রুতি-মধুর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা একবার পাঠ করিয়া দেখ। যথা—অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে॥ তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ২২॥ এখানে 'মাং'

'অহং' ইত্যাদি অস্মদ্ শব্দের রূপসকলের অর্থ আত্মা বা ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম জানিবে। তিনিই জীবের কর্ম্মানুযায়ী ফল-প্রদাতা শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান মায়ার অধিপতি। একই চৈতন্য মায়ার আশ্রয়ে ফল-প্রদাতা হন, আর অবিদ্যার আশ্রিত হইয়া জীব নামে অভিহিত ও কর্ম্মফলের ভোক্তৃরূপে কল্পিত হন। যেমন একই রমণী পিতার নিকট কন্যা ও স্বামীর নিকট পত্নী বলিয়া কথিত হয়, তেমনি কর্ম্মসকলের স্বামী ঈশ্বর হয়েন, আর তাহাদের ভোক্তা জীবগণ হইয়া থাকে। কর্ম্মফলপ্রদাতা বলিতেছেন,—যে জীব আমাকে অনন্যভাবে চিন্তা করিতেছে, পূজা করিতেছে, উপাসনা করিতেছে, আমি তাহার ভৃত্য হইয়া তাহার সুখের নিমিত্ত যোগ এবং ক্ষেম বহন করিয়া আনিয়া তাহাকে সুখী করি। অপ্রাপ্ত পদার্থসকলের প্রাপ্তির নাম যোগ আর প্রাপ্ত পদার্থসকলের রক্ষা করার নাম ক্ষেম। ভক্তদিগের জন্য এই দুইটী আমি সর্ব্বদা বহন করিয়া থাকি। এইরূপে আমি জগতের উপকারী। মূঢ়মতি কর্ম্মিগণ আমার উপাসনা না করিয়া বেদ-বিহিত বা পুরাণ-বিহিত স্বর্গাদি লোকের প্রাপ্তির নিমিত্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। কেহ বা গোলোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাসধাম প্রভৃতির প্রাপ্তির নিমিত্ত শিব, কালী, দুর্গা, বিষ্ণু, রাম কৃষ্ণইত্যাদি দেবতাদিগের উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত ব্যক্তি স্বর্গের অনুপম ভোগ বিলাসের কথা স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিনশ্বর স্বর্গসুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করে; কিন্তু আমার আরাধনা

করে না। আমি যে সকল যজ্ঞের ফলপ্রদাতা, তাহাও বিশ্বাস করে না, আর আমি আছি কি না তাহাও জানে না বা জানিতে ইচ্ছাও করে না। এই কারণে তাহারা স্বর্গের কর্ম্মজন্য ফল শেষ হইলে স্বর্গ হইতে পতিত হয়। মর্ত্তলোকে আসিয়া কেহ মনুষ্য, কেহ গর্দ্দভ, কেহ বানর, কেহ কীট, কেহ বা পতঙ্গাদি অতি নীচ ও ক্লেশবহুল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একমাত্র ব্রহ্মোপাসনাই কর্ত্তব্য।

অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের আরাধনা না করিয়া স্বস্ব মনঃকল্পিত মৃন্ময়, শিলাময় অথবা কাষ্ঠময় মূর্ত্তি সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তাহারই পূজা করিয়া থাকে। সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের সামান্য জড় পদার্থের দ্বারা আকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেইরূপ কল্পিত মূর্ত্তির ধ্যান করা, তিনি অনির্ব্বচনীয় হইলেও তাঁহার স্তুতিগান করা এবং কোন নির্দ্দিষ্ট তীর্থস্থানে তাঁহার কল্পিত মূর্ত্তি দর্শন করিতে গমন করা সবগুলিই অপরাধ। সেইজন্য কোন জ্ঞানী পুরুষ বলিয়াছেন,—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্‌বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাসিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্‌বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

অর্থাৎ হে নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড স্বামিন্ জগদীশ্বর! আপনি রূপবর্জ্জিত হইলেও আমি ধ্যানের দ্বারা আপনার রূপ বর্ণনা করিয়াছি, আপনি বাক্যদ্বারা প্রকাশের অযোগ্য হইলেও আমি স্তবদ্বারা আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, আপনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও আমি তীর্থগমনাদি দ্বারা আপনার সর্ব্ব-

ব্যাপিত্বের নিরাস করিয়াছি, এইরূপে আমি তিনটী অপরাধ করিয়াছি, আপনি আমার এই ত্রিবিধ অপরাধ ক্ষমা করুন।

পরমব্রহ্ম ভিন্ন সকল দেবতাই বিনশ্বর, একদিন না একদিন ঐ দেবতাদিগের পতন হইবে, সুতরাং ঐ দেবতাদিগের উপাসনা-দ্বারা কখন মুক্তিলাভ হইতে পারে না। কিন্তু অজ্ঞগণ ইহা না জানিয়া ঐরূপ দেবতাদিগেরই উপাসনা করিয়া থাকে। সৎ শাস্ত্র কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর,—

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বা বা ভৌতজাতয়ঃ
নাশমেবাধিগচ্ছন্তি সলিলানীব বাড়বং"।

অর্থাৎ সলিলরাশি যেরূপ বাড়বানলে দগ্ধ হইয়া নাশ-প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং সমস্ত ভৌতিক পদার্থ কালাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া নাশপ্রাপ্ত হইতেছে, অতএব ইহাদের লাভের জন্য যত্ন করিয়া আয়ুঃক্ষয় করা কদাপি বুদ্ধি-মান্ লোকের কর্ত্তব্য নহে। আবার দেখ, উপনিষদ্ কি বলিতেছেন,—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে সম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় এব তে তমঃ যেঽসম্ভূতিমুপাসতে ॥"

সম্ভূতি অর্থে যাহার জন্ম আছে, অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কীট, পতঙ্গ, মানব, দানব, দেবতাপ্রভৃতি সকলেই সম্ভূতি পদের বাচ্য, যাহারা সম্ভূতির উপাসনা করিবে, ঢোল-ঢাক মৃদঙ্গ ইত্যাদি বাদ্য বাজাইয়া পূজা করিবে, তাহারা মরিয়া

অন্ধকারাচ্ছন্ন যমের দক্ষিণ-দ্বারস্থিত নরককুণ্ডে পতিত হইবে, আর যাহারা অসম্ভূতি অর্থাৎ অনাদি প্রকৃতির উপাসনা করিবে, তাহারা আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাবিভীষিকাময় নরককুণ্ডে পতিত হইবে। "কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা। বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী-কমলাত্মিকা, এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" ইঁহারা অসম্ভূতি পদবাচ্য। ছাগ, মেষ, শূকর, মহিষ, উষ্ট্র প্রভৃতি জীবগণকে বধ করিয়া ইঁহাদের পূজা করা হয়। ইঁহা-দেরও পূজার ফল পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অবতারবাদ

শ্রীমন্নারায়ণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতার এবং তাঁহাদের অলৌকিক কার্য্যাবলীর কথাও পূর্ব্বে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে অষ্টম অবতার বলরাম এবং পূর্ণ ব্রহ্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এতদুভয়ের অবতারত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোক পাঠ করিয়া দেখ, যথা—"ভূমেঃ সুরেতররাজবিমর্দ্দিতায়াঃ ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ। জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি॥" অর্থাৎ—অসুরবংশ-সম্ভূত মহীপালগণ কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত পৃথিবীর ক্লেশনাশের নিমিত্ত সিত-কৃষ্ণকেশধারী সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (আপনার অংশে বলদেবের সহিত) জন্মগ্রহণ করিয়া আত্ম-মহিমপ্রকাশক ভূরি ভূরি অলৌকিক কর্ম্ম করিবেন, কিন্তু তাঁহার বর্ত্ম কেহই জানিতে পারে নাই। বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণ ও রাম অবতার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। যথা—"উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে" ॥ ২ ॥ মহাভারতে কৃষ্ণ বলরাম অবতার সম্বন্ধে মহামুনি বেদব্যাস কি লিখিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর,

যথা—"স চাপি কেশৌ হরিরুৎচকর্ত্ত একং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণং। তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ। তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশোযোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥ ৩॥ ইতি" এস্থানে উক্ত দ্বিবিধ উক্তির মিল নাই। ... কথিত হইয়াছে, হরি দুইটী কেশ উপাড়িয়া ফেলিয়া ছিলেন; অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই প্রকার কেশধারী, অসুরবধের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিচার করিয়া দেখ, কেশ ও কেশধারী দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী সত্য? বেদব্যাস মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিলেন যে, কেশধারীর জন্ম হইয়াছে; আবার তিনি পুনরায় লিখিতেছেন যে, দুইটী কেশ জন্মিয়াছে। আবার সপ্তমস্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক পাঠ করিয়া দেখ, যথা—সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্ ব্রহ্মন ভূতানাং ভগবান্ স্বয়ং। ইন্দ্রস্যার্থেঃ কথং দৈত্যানবধীদ্বিষমো যথা॥ ১॥ নহ্যস্যার্থঃ সুরগণৈঃ সাক্ষান্নিঃশ্রেয়সাত্মনঃ। নৈবাসুরেভ্যো বিদ্বেষো নোদ্বেগশ্চাগুণস্যহি॥ ২॥ ভগবান্ বিষ্ণুর সাহায্যে দেবরাজ কর্ত্তৃক পুত্র বিনষ্ট হওয়াতে দিতি পরিতাপ করিতেছিলেন, এতৎ শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ বিস্ময়প্রকাশপূর্ব্বক শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বভূতে সমান, স্বয়ং সকলের সুহৃদ্ ও প্রীতির বিষয়, তিনি বিষম ব্যক্তির ন্যায় হইয়া ইন্দ্রের নিমিত্ত তাঁদিগকে কি প্রকারে বিনষ্ট করিলেন? ... ...র সুহৃদ্

তাঁহার বৈষম্য কিরূপে সম্ভব হয়? আর প্রিয় ব্যক্তির প্রতি প্রিয় ব্যক্তির বৈষম্য উপযুক্তও ত নহে ॥১॥ অপর—হে মুনিবর! যাহাতে প্রয়োজন-সিদ্ধি হয়, লোকে তাহার পক্ষপাতী হইয়া থাকে; অথবা যাহা হইতে ভয়-সম্ভাবনা হয়, বিদ্বেষ করিয়া তাহাকে বধ করিয়া থাকে; কিন্তু এস্থলে পক্ষপাত অথবা ভয়ের কারণ কিছুই দৃষ্ট হয় না। যে ভগবান্ সাক্ষাৎ পরমানন্দস্বরূপ তাঁহার দেবগণ হইতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? আর যিনি স্বয়ং অগুণ তাঁহার অসুরসমূহ হইতে ভয়ের সম্ভাবনাই বা কোথায়? এখানে তাঁহার কাহারও সহিত দ্বেষ ভাব নাই, তবে ইন্দ্রের সাহায্যার্থ ভগবান্ ঐরূপ গর্হিত কর্ম্ম কেন করিলেন? ॥২॥ ইতি নঃ সুমহাভাগ নারায়ণগুণান্ প্রতি। সংশয়ঃ সুমহান্ জাতস্তদ্ভবাংশ্ছেত্তুমর্হতি ॥ ৩ ॥ হে মহাভাগ! নারায়ণের অনুগ্রহ-নিগ্রহাদি গুণের প্রতি আমাদের এই সুমহৎ সংশয় জন্মিতেছে, আপনি অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক এই সংশয় ছেদন করিয়া দিউন ॥৩॥ রাজা পরীক্ষিতের ন্যায় এইরূপ প্রশ্ন করিলে অবতারবাদবিশ্বাসী ব্যক্তিদিগকে মহাবিপদে পতিত হইতে হয়। গীতারও "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ইত্যাদি ভগবদুক্ত অবতারবাদ কিরূপে টিকিতে পারে? শুকদেব পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর করিলেন—ঋষিরুবাচ— নির্গুণোঽপিহ্যজোঽব্যক্তো ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ। স্বমায়াগুণমাবিশ্য বাধ্যবাধকতাঙ্গতঃ ॥ হে রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু

প্রকৃতির পর, অতএব নির্গুণ অজ ও অব্যক্ত অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদির নিমিত্তীভূত দেহেন্দ্রিয়াদিরহিত, কিন্তু তিনি এরূপ হইয়াও স্বীয় মায়ার গুণ সত্ত্বাদিতে অধিষ্ঠান করিয়া বাধ্য ব্যক্তিদের প্রতি বাধকতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অথবা দেব ও দানবদিগের পরস্পর যে বাধ্যবাধকতা, তাহার হেতু হয়েন। "জয়কালেতু সত্ত্বস্য দেবর্ষীন্ রজসোঽসুরান্। তমসো যক্ষ রক্ষাংসি তৎকালানুগুণোঽভজৎ ॥৮॥ ইতি ভাগবত ৭ম স্কন্ধঃ॥ জ্যোতিরাদিরিবাভাতি সংঘাতান্ন বিবিচ্যতে। বিদন্ত্যাত্মানমাত্মস্থং মথিত্বা করয়োঽন্ততঃ ॥" ৯ম শ্লোক। অর্থাৎ সত্ত্বগুণ আপনার বৃদ্ধিসময়ে দেব ও ঋষিগণকে ভজনা করে, অর্থাৎ তদ্দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বৰ্দ্ধিত করিয়া থাকে। এইরূপ রজোগুণ আপনার বৃদ্ধিকালে অসুরদিগকে এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে যক্ষ রক্ষদিগকে বৰ্দ্ধিত করিয়া থাকে। অতএব যদিও ভগবান্ সকলের প্রতি সম, তথাপি নিমিত্তভেদে তাঁহার বৈষম্য হইতে পারে। ফলতঃ কাষ্ঠাদিতে যেমন অগ্নি, পত্রাদিতে জল, ঘটপটাদিতে আকাশ নানারূপে প্রকাশ পায়; তেমতি গুণভেদে সেই ভগবান্ নানারূপে প্রকাশ পান। অসুরাদিদেহ হইতে বিচলিত হয়েন না। যদি বল, তবে তিনি যে ঐ সকল আশ্রয় করেন তাহা কি প্রকারে জানিব? উত্তর—নিপুণব্যক্তিরা স্বভাবকর্ম্মদ্বারা আত্মস্থ ঐ আত্মাকে মন্থন করিয়া অর্থাৎ কার্য্য-দর্শন-লিঙ্গদ্বারা বিচার করিয়া অবগত হইয়া থাকেন। পরীক্ষিত রাজার প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব মুনি যাহা বলিলেন, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার প্রশ্নের

সেই তপস্তেজঃসম্পন্ন সংসারবিরাগী ঋষিবৃন্দ? কালের কুটিল প্রভাবে সমস্তই বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এইরূপ ধ্বংসের মুখ হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন, সাধনার প্রয়োজন। সুখ দুঃখ এবং মোহ এই তিনটী প্রকৃতির ধর্ম্ম। এই জন্য ইহারা প্রাকৃতিক পদার্থসমূহে এবং মনুষ্যবৃন্দেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'জ্ঞানী বিষয়বিরাগী ব্যক্তিগণ কিছুতেই অভিভূত হন না। তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও সংসারের সুখ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন এবং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম-লাভের অধিকারী হন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।

প্রশ্ন।—যদি আত্মা নামরূপময় সংসারের মধ্যে সচ্চিদানন্দরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন, তবে সিংহ, সর্প, ব্যাঘ্র, বানর, ভল্লুক ইত্যাদি জীবগণকে দেখিয়া দ্রষ্টার মনে আনন্দ হয় না কেন? যখন ঐ জীবগুলিকে দেখিয়া দ্রষ্টার মনে আনন্দ হয় না, তখন বুঝিতে হইবে যে, হিংস্র জীবে সৎ চিৎ দুইটী পদার্থ আছে, কিন্তু আনন্দ নাই। অতএব শ্রুতিতে যে সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা সংশয়গ্রস্ত হইল। উত্তর— হে প্রিয়গণ! শ্রুতি আত্মসম্বন্ধে যাহা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু কোন কোন পদার্থে এমন বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে যে, ঐ শক্তি দ্রব্যান্তরের গুণকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। যেমন অগ্নিতে দাহ ও প্রকাশ দুইটী গুণ আছে, তাহা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ঘৃতে বা তৈলে অগ্নি প্রবিষ্ট হইলে, ঘৃত বা তৈল অগ্নির প্রকাশগুণকে লুপ্ত করিয়া দেয়, কেবল দাহিকাশক্তি থাকে, তাহার গুণে পুরী কচুরী প্রভৃতি অনেক পদার্থ পক্ক হইয়া থাকে। তেমনি হিংস্রজীবের মধ্যেও এমন কোন বিশেষ গুণ আছে, যাহাতে আত্মার আনন্দরূপ গুণ প্রকাশ হইতে দেয় না; কিন্তু বাঘের স্ত্রী বাঘকে দেখিয়া তোমার মত নিরানন্দ হয় না বরং পরমানন্দই লাভ

করিয়া থাকে। তুমিও যাহাকে দেখিয়া আজি বিরক্ত বা দুঃখিত হইতেছ, কিছুদিন পরে তাহার নিকটে কোন প্রয়োজন হইলে তাহাকে দেখিয়া বন্ধুদের ন্যায় আলিঙ্গন করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সকল মানব সমান বুদ্ধি-সম্পন্ন নহে, কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহারাই এইরূপ দুরূহ প্রশ্ন এবং উত্তর করিতে পারেন। কিন্তু শাস্ত্র অনন্ত, আর মনুষ্যের জীবনকাল অতি অল্প। এই হেতু মানবগণ শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না।

যথা—অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। যৎ সারমাত্রং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীর-মিবাম্বুমিশ্রং॥ অর্থাৎ শাস্ত্র অনন্ত, তাহা একবার পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে অর্থ ধারণা করা যায় না। বার বার তাহার পঠন বা শ্রবণ কবিতে হয়। মনুষ্যের জীবন অতি অল্প, বিঘ্ন অত্যন্ত অধিক, এই কারণ হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধকে জল হইতে ভিন্ন করিয়া পান করে, সেইরূপ বহু গ্রন্থরাশির মধ্যে যাহা সারবান্, তাহা গ্রহণ করিয়া নরনারীগণ শান্তিলাভ করিবার চেষ্টা করুন।

আয়ুর্ব্বর্ষশতং নৃণাং পরিমিতং রাত্রৌ তদর্দ্ধং গতং
তস্যার্দ্ধস্য পরস্য চার্দ্ধমপরং বালত্ব বৃদ্ধত্বয়োঃ।
শেষং ব্যাধিবিয়োগদুঃখসহিতং সেবাদিভির্নীয়তে
জীবে বারিতরঙ্গচঞ্চলতরে শান্তিঃ কুতঃ প্রাণিনাম্॥

অর্থাৎ মনুষ্যদিগের পরমায়ু একশত বৎসর। তাহার মধ্যে রাত্রিকালে নিদ্রায় অর্দ্ধেক নষ্ট হয়, বাকী পঞ্চাশ বৎসর, তন্মধ্যে পঁচিশ বৎসর বালত্ব এবং বৃদ্ধত্ব নিবন্ধন বৃথা গত হয়। অবশিষ্ট পঁচিশ বৎসর রোগে, শোকে, জীবিকার নিমিত্ত ধনি-গণের সেবাতে নষ্ট হয়। তাহা হইলে জলতরঙ্গের ন্যায় অতি চঞ্চল জীবনে নরনারীগণ কি প্রকারে সুখী হইতে পারে? সুখী হওয়ার যে পথ, তাহা একই, দুই নহে। সেই পথ আত্মপূজা, আত্মধ্যান, মন ও প্রাণের নিরোধ। এই পথে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার দর্শন করিয়া সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করেন।

কিরূপে সুখলাভ হয়?

প্রশ্ন।—'সুখং কুতঃ' অর্থাৎ সুখ কোথা হইতে পাওয়া যায়?

উত্তর।—গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্পতরুর্হরেৎ। পাপং তাপং তথা দৈন্যং সন্তঃ সাধুসমাগমঃ॥ অর্থাৎ গঙ্গাতে স্নান করিলে পাপ যায়, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় শুইয়া থাকিলে শরীরের উত্তাপ যায়, কল্পতরুর ছায়ালাভ হইলে দীনতা যায়, আর সাধুর সঙ্গ করিলে পাপ তাপ দীনতাপ্রভৃতি সকল অনিষ্ট দূরী-

ভূত হয়। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জগতে সাধু অতি কম পাওয়া যায়। সাধুদিগের সিংহাসন ধূর্ত্তগণ দখল করিয়া রহিয়াছে, পাপের ভারে মুগ্ধ গৃহিগণ গুরুদিগের ছল কপটতা বুঝিয়াও গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন না। "শতচন্দ্র গগনময় সূর্য্য উদয়ে হাজার ইতনে চান্দনকে তয়ে গুরু বিনা ঘোর আঁধার" অর্থাৎ যদি আকাশে একশত চন্দ্রমা ও এক হাজার সূর্য্য উদিত হয়, তাহা হইলেও গুরুর কৃপাব্যতিরেকে শিষ্যদিগের হৃদয়ের মধ্যস্থিত অন্ধকার কিছুতেই দূরীভূত হয় না। যাঁহাকে দেখিলে দুর্গতি হইতে রক্ষা পাওয়া যায় ও পরম শান্তিলাভ করিতে পারা যায়, তাহা উক্ত প্রকাশে দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন।—এরূপ গুরু কোথা পাওয়া যায়?

উত্তর।—গুরু সর্ব্বত্রই আছেন, কিন্তু গুরুকে চিনিবার তোমার চক্ষু নাই। এই কারণে অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছ। "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি দেবতা ব্রাহ্মণ তীর্থ যজ্ঞ ইত্যাদি সকলকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকেই লোকে দুরাচার বলে; কিন্তু যে মন ও প্রাণকে জয় করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া সম্যক প্রকারে আমার আরাধনা করিতেছে তাহার নাম সাধু জানিবে। কিন্তু এরূপ সাধুকে পাষণ্ড-ধর্ম্মাবলম্বী ঠগ বঞ্চক লোক কোন্ চোখে চিনিবে? কেহ সাধুকে চিনিতে পারে না। লোকে বলে,—"নির্গুণ গাবে ধাক্কা পাবে, গাল বাজাবে আদর পাবে।" এইরূপই সংসারে

দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা নির্জ্জনে নিষ্কামভাবে সমস্ত রাত্রিকাল ভগবানের ভজন করিতেছেন তাঁহাদিগকে সাধু বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না, ঘরে ঢুকিতে দেয় না, ভিক্ষাও দেয় না, আর যাহারা রাত্রিকালে মৎস্য তাড়ি পেঁয়াজ বাসিভাত খাইয়া বৈষ্ণবীদিগের সহবাস করিয়া প্রাতে স্নান করে ও তিলকের ছাপ ধারণ করিয়া খোল করতাল বাজাইয়া গৌর-বোল গৌরবোল বলিয়া মিথ্যা গোল করিয়া থাকে, তাহা-দিগকে গ্রামের নরনারীগণ পরম পবিত্র বৈষ্ণব মনে করিয়া যাহা চাহে তাহাই প্রদান করে। ইহারাই গ্রাম্য নারীদিগের গুরু হয়, আর কৃষ্ণলীলার উপদেশ দেয়।

বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

বৈষ্ণবজাতির সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা কপট বৈষ্ণবের পক্ষেই বুঝিতে হইবে; কারণ প্রকৃত বৈষ্ণব সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আবার বৈষ্ণব অপেক্ষা শাক্ত, শাক্ত অপেক্ষা শৈব এবং শৈব অপেক্ষা অবধূতগণ শ্রেষ্ঠ। অবধূতগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই।

প্রশ্ন।—অবধূত কাহাকে বলে?

উত্তর।—প্রব্রজ্যাশ্রমে দ্বাদশ বৎসর দণ্ডধারণপূর্ব্বক ব্রতানু-ষ্ঠান করিয়া দ্বাদশবর্ষের শেষে যে দণ্ডী দণ্ডকে গঙ্গাজলে

নিক্ষেপ করিয়া পঞ্চমাশ্রম অবলম্বন করেন, তাঁহার নাম অবধূত। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু এই চারিটীর নাম আশ্রম। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিটীর নাম বর্ণ। বর্ণের মধ্যে ভিক্ষা [illegible]বিকা-নির্ব্বাহের উল্লেখ নাই। আর আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচারী এবং ভিক্ষু অর্থাৎ সন্ন্যাসী এই দুই আশ্রমী গৃহীদিগের গৃহে অন্নভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করিবে। যে সকল ব্যক্তি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁহাদের নাম বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের কোন জাতি নাই, বৈষ্ণবের কোন আশ্রম নাই। বৈষ্ণবদের মধ্যে চারিটী সম্প্রদায় আছে। শ্রী-সম্প্রদায়, ইহার কর্ত্তা রামানুজাচার্য্য জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়, ইহার কর্ত্তা কুম্ভকার ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়, ইহার কর্ত্তা রজকজাতীয় ছিলেন। মাধ্বী-সম্প্রদায়, ইহার কর্ত্তা মাধবাচার্য্য জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই চারিটী সম্প্রদায়ের মধ্যে চারিটী জাতির লোক বৈষ্ণব হয়েন। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বড় বড় পণ্ডিত বড় বড় প্রেমিক ভক্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রী রাখেন না। আর যাঁহারা গৃহে থাকিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহারা শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব। উক্ত চতুর্ব্বিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি কামান্ধ হইয়া কোন ব্যভিচারিণী স্ত্রীর সংসর্গে পতিত হয় এবং সন্তান উৎপাদন করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা ঘৃণা করেন এবং নেড়োগোড়া বৈষ্ণব বলিয়া নিন্দা করেন, আর বৈষ্ণবদের ভোজনসময়ে তাহাদিগকে পঙ্‌ক্তি হইতে বাহির

করিয়া দেন। আজকাল বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে সঙ্গোগোড়া বৈষ্ণবদেরই আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারাই গ্রাম হইতে বিধবা অনাথা স্ত্রীদিগকে বাহির করিয়া ভেক (ভৈক্ষা বা সন্ন্যাস) দিয়া বৈষ্ণবী করিয়া লয়েন। বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণব একটী বর্ণসঙ্কর জাতি হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্করজাতি সমাজের অশেষবিধ অমঙ্গলসাধন করিয়া থাকে। গীতাতেও কথিত হইয়াছে,—

স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ॥

অর্থাৎ কামপ্রযুক্ত স্ত্রীজাতি ব্যভিচারিণী হইলে, বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়, ঐ বর্ণসঙ্কর কুল এবং কুলনাশক উভয়েরই নরকের হেতুস্বরূপ হইয়া থাকে। সঙ্করজাতি চণ্ডালসদৃশ অপবিত্র। এক এক বৈষ্ণবের কুটীরে দশ দশ কিংবা আরও অধিক বৈষ্ণবী থাকে। বৈষ্ণবীরা সকলেই গান করিতে পারে। গ্রামে গ্রামে গান করিয়া পয়সা চাউল ইত্যাদি ভিক্ষা করিয়া আনিয়া বৈষ্ণবকে প্রদান করে। বৈষ্ণব বাবাজী ভোজনোপযুক্ত চাউল গৃহে রাখিয়া অবশিষ্ট চাল দোকানে বিক্রয় করতঃ পয়সা সংগ্রহ করে; এবং ক্ষীর ছানা মাখম মিছরী খাইয়া শরীরকে পুষ্ট করিয়া রাখে। একথা সকল বাঙ্গালীই জানেন, আবার তাহাদের শ্রদ্ধাও করেন। আর বৈষ্ণবেরা বেদ ও বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠাতা বিপ্রদিগকে পাষণ্ড বলিয়া ঘোষণা করেন। বৈষ্ণবেরা পাষণ্ডদলন-নামক

একটী ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে ব্রাহ্মণজাতির সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইয়াছে। আমি সে পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোক সকলের অবগতির নিমিত্ত এখানে উল্লেখ করিলাম। যথা—চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণঃ, বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু বিপ্রোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥

অর্থাৎ যদি কোন চণ্ডাল অর্থাৎ বর্ণসঙ্করজাতির লোক ভগবান্ বিষ্ণুদেবের ভক্তি করে, সে মুনিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হয়, আপনার বংশের সহিত বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়। আর মুনিগণ যদি ভগবানের আরাধনা না করিয়া যজ্ঞ যাগাদি লোকপ্রতারক কর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকেও চণ্ডাল হইতে নীচ বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। পুনঃ—

বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্‌গুণযুক্তাদরবিন্দনাভ-
পদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনাঃ কৃতার্থাঃ
প্রাণং পুনন্তি স্বকুলং ন চ ভূরিমানাঃ ॥

অর্থাৎ দ্বাদশ গুণযুক্ত যদি কোন ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ নারায়ণের চরণ-কমল-সেবায় বিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, কারণ ঐ চণ্ডালগণ তাঁহাতেই মন এবং বাক্য সমর্পণ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করতঃ অন্তরাত্মা এবং নিজবংশকে পবিত্র করেন। কিন্তু ঘোরতর

আত্মাভিমানী ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া নরকেই পতিত হইয়া থাকে।

পুনঃ,—রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে বিপ্রযোনিষু। খাদন্তি মত্তমাংসাদি নিন্দন্তি ধার্ম্মিকং পরং॥ অর্থাৎ বর্ত্তমান কলি-কালে রাক্ষসগণ বিপ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মত্ত মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুন ইত্যাদি পঞ্চমকার সেবন করিতেছে এবং পরম ধার্ম্মিক বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিতেছে। ইত্যাদিরূপ অনেক শ্লোকাবলী দ্বারা বিপ্রজাতির নিন্দা করা হইয়াছে। যাঁহারা সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী বা বৈরাগী, যাঁহারা বর্ণাশ্রমের গণ্ডীকে লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রাহ্মণ বা মুসলমান বা চণ্ডাল সকলেই সমান। তাঁহারা প্রাণরক্ষার জন্য, জাতি বিচার না করিয়া সকলের গৃহের পাক করা অন্ন ভোজন করিতে পারেন। প্রমাণ যথা—

বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যেন কেন সমাহৃতং।
যতিভিঃ প্রাণরক্ষার্থং ভোক্তব্যমবিচারতঃ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-গৃহের অন্ন বা চণ্ডাল-গৃহের অন্ন, কেহ স্বর্ণ-পাত্রে আনিয়া দিউক বা উচ্ছিষ্ট পাত্রেই আনিয়া দিউক, যতিপুরুষ তাহা বিচার না করিয়া প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ভোজন করতঃ আত্মধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া সাধারণে ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই নিন্দার্হ এবং পাপভাগী হইবেন, সন্দেহ নাই।

প্রাচীন ভারতের উপাসনাবিধি।

ভারতবর্ষীয় ঋষিবৃন্দ উপাসনার নানারূপ বিধান করিয়াছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া পাষাণ মৃত্তিকা কাষ্ঠাদি পর্য্যন্ত ঈশ্বরজ্ঞানে পূজিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদিগের পূজার উৎকর্ষ এবং অপকর্ষহেতু ফলও নানাপ্রকার হইয়া থাকে। কিন্তু মুক্তি একমাত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে হইতে পারে না। যেমন নিদ্রাভঙ্গ না হইলে স্বপ্ন দূরীভূত হয় না, সেইরূপ হৃদয় মধ্যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার না হইলে শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণার অবসান হয় না। স্বস্বরূপে জাগ্রত হইলেই এই দৃশ্যমান সংসার স্বপ্ন গজাদির ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়। তখন পরমানন্দময় বিশাল হ্রদে নিমগ্ন হইয়া অনির্ব্বচনীয় শান্তিলাভ করিতে পারা যায়।

গীতা ৯ম অধ্যায় ২৫ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদযাজিনোঽপি মাম্। অর্থাৎ যাঁহারা দেবগণের আরাধনা করেন, তাঁহারা দেবযোনি প্রাপ্ত হন, যাঁহারা পিতৃগণের পূজা করেন, তাঁহারা পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন, যাঁহারা ভূত প্রেতদিগকে আরাধনা করেন তাঁহারা, ভূত প্রেতত্বলাভ করেন, যাঁহারা পাথরের পূজা করেন, তাঁহারা পাথর, যাঁহারা কাষ্ঠের পূজা করেন, তাঁহারা কাঠ এবং যাঁহারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা করেন, তাঁহারা সচ্চিদানন্দময়-

পরমাত্মার স্বরূপ হন। সংসারের মধ্যে থাকিয়া পরমাত্মার আরাধনা অনেক মনুষ্যের ভাগ্যে হয় না; এই কারণে মনুষ্যজাতি পরমগতি লাভ করিতে পারে না, কর্ম্মের বশীভূত হইয়া চুরাশি লক্ষ যোনির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়।

গীতা—বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ অর্থাৎ—অনেক জন্মে ভগবদ্‌ভক্তি করিতে করিতে যখন অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং সে জ্ঞানরূপ দিব্য চক্ষে দেখিতে পায় যে, এই সমস্ত জগৎ বাসুদেবেরই স্বরূপ। বাসুদেব হইতে ভিন্ন আর কোনও পদার্থ নাই। যেমন মাটীর পাত্রসকল মাটী হইতে ভিন্ন নয়, স্বর্ণের অলঙ্কারসকল স্বর্ণ হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ বাসুদেবদ্বারা রচিত জগৎসমুদায় বাসুদেবেরই স্বরূপ। এখানে বাসুদেব শব্দের অর্থ নন্দনন্দন বা দেবকীনন্দন নহে। কিন্তু সমস্ত জগৎ যাঁহাতে বাস করিতেছে, তাঁহার নাম বাসু, ঐ বাসুস্বরূপ যে দেবতা, তাঁহার নামই বাসুদেব। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ইতি—গীতা ৭ম অঃ ৩ শ্লোক। অর্থাৎ সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে হয়ত একজন সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত যত্ন করে, অবশিষ্টের মধ্যে কেহ বৃদ্ধ, কেহ বালক, কেহ মূর্খ, কেহ কুকর্ম্মী, কেহ স্ত্রীলুব্ধ, কেহ ধনলুব্ধ, কেহ বা লোকদিগকে প্রতারণা করিয়া অর্থোপার্জ্জনে আসক্ত। আর ঐপ্রকার যত্ন-

অনন্তর অজ্ঞানরূপ রাক্ষসাধিপতির ধ্বংস-সাধন করতঃ চিদ্রূপা জানকীকে লাভ করিলেন। এই শ্লোক হইতে রূপক পদগুলি বর্জ্জন করিলে অর্থ আরও সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য হইবে। যথা,—জীবাত্মা ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে সাংসারিক শোকমোহে অভিভূত হইয়া যখন উদাসীন চিত্তে সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন শাস্ত্রই তাহার একমাত্র বন্ধু হয়। উপনিষদাদি সৎশাস্ত্র পাঠদ্বারা তাহার মনের দীনতা দূরীভূত হয় এবং সে কামরিপুকে জয় করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করে। অতঃপর তাহার অজ্ঞানতা দূরীভূত হইয়া যায় এবং সে চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়া পরমা শান্তি লাভ করে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নচিকেতার উপাখ্যান।

পুরাকালে অতি ধার্ম্মিক পূর্ণ বিবেক-বৈরাগ্যাদি মুক্তি-সাধন-সমন্বিত গৌতম নামে নরপতি ছিলেন। তিনি একদিন ভাবিলেন, যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, তাহার কিছুই মৃত্যুর পরে আমার সঙ্গে যাইবে না। আমার উপার্জ্জিত হীরকাদি নানাবিধ রত্ন ও স্বর্ণ, রজত, বস্ত্র, অলঙ্কার, বৃহৎ গৃহসকল অশ্ব, হস্তী, গাভীপ্রভৃতি সমস্তকে সুপাত্রে দান করিলে ভাল হয়। এই মনে করিয়া সর্ব্বস্ব দক্ষিণ নামে এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে বেদ-বেদান্তাদি অষ্টাদশ বিদ্যায় প্রবীণ পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকলের পরামর্শ লইয়া দান করিতে বসিলেন। যাহা কিছু ছিল সমস্ত দান করিলেন। পরিশেষে অতি বৃদ্ধা, দুগ্ধপ্রদানে অসমর্থা ইন্দ্রিয়শক্তিশূন্যা অপ্রদেয়া গাভী দান করিতে দেখিয়া রাজার নচিকেতা নামক পুত্র পিতাকে কহিল,—পিতঃ! আমাকে কাহাকে প্রদান করিবেন? এইরূপ বার বার বলাতে রাজা তাহার উপরে ক্রোধ করিয়া কহিলেন, মৃত্যুহস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। নচিকেতা ভাবিল, আমার পিতার আমার অপেক্ষা কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ আরও অনেক পুত্র আছেন, তাহাদিগকে না দিয়া,

কেবল আমাকেই মৃত্যুর হস্তে প্রদান করিবেন। বোধ হয় মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে মৃত্যুকে দিবার কথা হইয়া গিয়াছে। আর মৃত্যু এই যজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন। যাহা হউক, নচিকেতা পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রাণত্যাগপূর্ব্বক যমলোকে গমন করিলেন। যমগৃহে যাইয়া জানিলেন যে, যম গৃহে নাই। যমের পত্নীগণ নচিকেতাকে অতিথিসংকারার্থ পাদ্য অর্ঘ্য আসন ভোজনপ্রভৃতি দিতে চাহিলেন। নচিকেতা তাঁহা-দিগকে প্রণাম ও বিনয় করিয়া কহিলেন, হে মাতৃগণ! যতক্ষণ যমের সঙ্গে দেখা না হয়, ততক্ষণ জলস্পর্শ করিব না, এই বলিয়া যমের দ্বারে বসিয়া রহিলেন।

তিনদিন পরে যম গৃহে আসিলে পর তাঁহার পত্নীগণ তাঁহাকে কহিলেন, আজ তিনদিন হইল অতিথিরূপ অগ্নি দ্বারে পড়িয়া রহিয়াছেন। তুমি তাঁহাকে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করিয়া শীতল কর। যম স্বয়ং জলপাত্র হস্তে লইয়া নচিকেতার নিকটে আসিয়া কহিলেন, বৎস উঠ! আমার প্রদত্ত পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ কর। আমার নামই মৃত্যু। নচিকেতা মৃত্যুর মুখের বাক্য শ্রবণ করিয়া অমনি মৃত্যুর চরণে পতিত হইলেন এবং কাতর-স্বরে ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, আমি পিতার আজ্ঞাপালনার্থ আপনার চরণ-সেবা করিতে আপনার গৃহে আসিয়াছি। যমরাজ বালকের বাক্যে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করতঃ শান্ত করিলেন এবং তাঁহাকে বসাইয়া স্বয়ং তাঁহার নিকটে উপবেশন করতঃ তাঁহাকে কহিলেন,—

বৎস, আমি দেব-কার্য্যের নিমিত্ত কোনও স্থানবিশেষে গমন করিয়াছিলাম। তুমি যে তিনদিন আমার দ্বারে ভোজন পান না করিয়া রহিয়াছ, তাহাতে আমার অতিথি-সৎকার-করণাভাবে প্রত্যবায় জন্মিয়াছে; তাহার নিবৃত্তির জন্য আমি তোমোকে বর দিতেছি। প্রার্থনা কর, তোমাকে কি বর দিব? যমের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নচিকেতা বুঝিলেন, যম আমাকে এখানে রাখিবেন না। এই ভাবিয়া নচিকেতা কহিলেন, হে দয়ানিধি ধর্ম্মরাজ! আমি আপনার নিকটে আসিয়াছি, এই কারণে আমার মাতা পিতার অত্যন্ত শোক হইয়াছে, সে শোক যেন তাঁহাদেব হৃদয় হইতে দূর হয়, আর আমি যখন সেখানে যাইব, আমাকে দেখিয়া তাঁহাদের মনে যেন না হয় যে, আমি ভূত হইয়া গিয়াছি, আমার মৃত্যুর কথা যেন তাঁহারা ভুলিয়া যান। যম কহিলেন,—তথাস্তু। আরও কহিলেন, হে বৎস! যে বালক মাতা-পিতার বচন পালন করে, আমি সে বালকের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন থাকি। যেহেতু মাতাপিতা বালকের জন্মাবধি যে দুঃখ ভোগ করেন, বালক তাহা জানে না, কিন্তু আমি মৃত্যু প্রাণীদিগের ঘটে বাস করিয়া থাকি এবং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মানুসারে জীবদিগকে দণ্ড এবং পুরস্কার দিয়া থাকি। মাতা-পিতার আজ্ঞাপালনরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম দেখিয়া বালকদিগকে আশীর্ব্বাদ করি। তোমাকে যেমন বর্ত্তমানকালে আদর-সৎকার করিতেছি, তদ্রূপ মাতাপিতার আজ্ঞাবহ সকল মনুষ্যকেই তোমার মত সৎকার করিয়া থাকি। আর তুমি যে

বর চাহিলে আমার মৃত্যুর জন্য আমার পিতার হৃদয়ে যেন শোক না হয়, এ শোক অজ্ঞানী জীবের হৃদয়েই হইয়া থাকে, তোমার পিতা আত্মজ্ঞ। তাঁহার হৃদয়ে তোমার জন্য শোক কেন হইবে? তাঁহার যদি সমস্ত পুত্র এবং সকল পরিবার এক-দিনেই নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতেও তাঁহার হৃদয়ে শোক আসিতে পারে না। হে বৎস! তোমার পিতা সর্ব্বস্ব দান করিয়া আজ বৃক্ষতলায় বসিয়া রহিয়াছেন। আর আমি নিজের দূতগণকে তাঁহার চতুর্দ্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছি। তাঁহার শরীরে মক্ষিকা বা পিপীলিকাপ্রভৃতি কোনই জীব পৌঁছিতে পারিবে না। যেমন বৃহৎ সরোবরের মধ্যে পদ্ম ফুটিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকে, আর কোন দিকে ফিরিয়া চায় না; তেমনি তোমার পিতার হৃদয়-সরোবরে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী ব্রহ্মজ্ঞানরূপ কমল ফুটিয়াছে। তাঁহার মনোরূপ-ভৃঙ্গ ঐ কমলের মধু পান করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত সংসারকে ভুলিয়া রহিয়াছে। আমি অনন্ত যোগী ঋষি মুনিপ্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানীদিগকে দর্শন করিয়াছি, কিন্তু তোমার পিতার ন্যায় অচলচেতা লোক কুত্রাপি দেখি নাই। নচিকেতা যমরাজের মুখে স্বীয় পিতার সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া যমের চরণে বারবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া যমরাজ নচিকেতাকে কহি-লেন, বৎস! তুমি আর একটী বর প্রার্থনা কর। তাহা শ্রবণ করিয়া নচিকেতা কহিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর দিতে চাহিতেছেন। যাহার প্রভাবে আপনি যম-

পদে অধিষ্ঠান করিতেছেন, আমাকে সেই বর প্রদান করুন, যাহাতে যমলোক জয় হয়, দেবতা মানব দানব সকলের উপরে আধিপত্য হয় এবং সমস্ত জগতের জীবজন্তু ধ্বংসকারী মৃত্যু অধীন হয়। যমরাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেইরূপ বরই প্রদান করিলেন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান মন্ত্রসকল, দেবতাগণকে বলিপ্রদানের ব্যবস্থাপ্রভৃতি তাঁহাকে বিশুদ্ধরূপে বুঝাইয়া দিলেন। পরে নচি-কেতা ঐ বিদ্যা শ্রবণ করিয়া সবিনয়ে যমকে কহিলেন, হে গুরো! আমি আপনার সমান গুরু আর পাইব না। আপনার উপদেশ ভুলিয়া গেলে কাহার সমীপে শিক্ষা পাইব? অতএব আপনি আমাকে যজ্ঞের যেরূপ বিধি উপদেশ দিলেন, আমি আপনাকে তাহার পরীক্ষা দিতেছি, ভুল হইলে আপনি বুঝাইয়া দিবেন। যম কহিলেন, তথাস্তু। নচিকেতা স্থিরমনা হইয়া যমোপদিষ্ট সম্পূর্ণ যজ্ঞের বিধি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া যমরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, বৎস! তুমি আর একটী বর প্রার্থনা কর। নচিকেতা ধর্ম্মরাজের চরণে বার বার প্রণাম করিয়া করপুটে দাঁড়াইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, প্রভো! আমি মর্ত্তলোক হইতে দেবলোকে আসিয়াছি, মর্ত্তলোকে স্থূল শরীরের ভোগ, দেবলোকে সূক্ষ্ম শরীরের ভোগ, ইহা আমি নিশ্চয় করিতে পারিয়াছি; কিন্তু ইহার পরে যে মৃত্যু হয়; মৃত্যুর পরে জীবের কি গতি হয়? তাহা আমার নিকটে বিশদরূপে প্রকাশ করুন; ইহাই আমার তৃতীয় বর। নচি-কেতার প্রশ্ন শ্রবণকরতঃ যমরাজ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া পরে

কহিলেন,—বৎস! মৃত্যুর পরে কি হয়, তাহা দেবতারাও জানেন না, এ বর-প্রার্থনা-ত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা কর। নচিকেতা কহিলেন, প্রভো! আপনার সমান গুরু পাইব না এবং মৃত্যুর পরে যে কি হয়, ইহা জানিবার সমান আর কোন বর নাই। হে প্রভো! মৃত্যুর পরে যাহা হয়, তাহা জানিলে পরকালের আর ভয় থাকে না। কিন্তু না জানিলে কোন জীবেরই হৃদয়ে শান্তি আসে না, আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ঐ বর প্রদান করুন। ধর্ম্মরাজ কহিলেন,—আমি তোমাকে একটী বিমানরথ প্রদান করিতেছি, তুমি তাহাতে আরোহণ করিয়া সমস্ত দর্শনীয় বিষয় দেখিয়া আসিতে পারিবে, আমি তোমাকে স্বর্গের অপ্সরা প্রদান করিতেছি, ইহাদের নৃত্যগীতাদি দর্শন শ্রবণ করিয়া সুখী হইবে, আমি তোমাকে অনেক অশ্ব হস্তী রক্ষক যোদ্ধৃবীর এবং স্বর্গের অচল রাজ্য দিতেছি, তুমি কদাচিৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না, চিরকাল তরুণ শরীর লইয়া স্বর্গে বাস কর, এই বর ও আমি বিবিধ রত্নরাজিখচিত মাল্য প্রদান করিতেছি, ইহা লইয়া তুমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবে। যমের মুখে এরূপ প্রলোভনের বচন শ্রবণ করিয়া নচিকেতা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে যমের চরণে মস্তক রাখিয়া নচিকেতা কাতরভাবে কহিলেন, প্রভো! ঐ সকল আপনারই থাকুক, আমি ঐ সকলকে অনিষ্টজনক শরীরের ক্ষয়কারক মনে করি, হে প্রভো! আমি ঐ সকল ভোগের অধিকারী নই। আমি যাহা প্রার্থনা করিতেছি,

সেই বর আমাকে প্রদান করুন। ধর্ম্মরাজ নচিকেতার সংসারের ভোগে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে কি না জানিবার নিমিত্ত উক্ত বর দিবার কথা বলিয়াছিলেন, এখন বুঝিলেন যে, নচি-
৯ কেতা যথার্থ বৈরাগ্য এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালাভের অধিকারী। তখন ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে নচিকেতঃ! যাঁহারা বলেন যে, মৃত্যুর পরে কিছুই থাকে না, তাঁহারা বেদবিরুদ্ধমতাবলম্বী চার্ব্বাক নামে নাস্তিক। তাঁহাদের মতের কথা শ্রবণ কর। যথা,—ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়া চ ফলদায়িকা॥ অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাঃ ত্রিদণ্ডং ভস্মপুণ্ড্রকং। বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥ অর্থাৎ স্বর্গ বলিয়া বা নরক বলিয়া কোন স্থান নাই। মুক্তি বলিয়া কোন সুখ নাই আর পরলোক-গমনকর্ত্তা আত্মাও নাই। চারিটী বর্ণ, চারিটী আশ্রমবিহিত যে কর্ম্ম তাহার কিছুই ফল নাই। অগ্নিহোত্র কর্ম্ম, বেদত্রয়, হস্তে ত্রিদণ্ড এবং ললাটে ভস্মত্রিপুণ্ড্র ধারণ করা বলশূন্য এবং বুদ্ধি-বিহীন নর-জাতির জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কল্পিত হইয়াছে। আর বেদ-বাদীরা বেদের যে নানারূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহা নর-জাতির উপরে কেবল প্রতারণা মাত্র। যেহেতু বেদত্রয় কোন্ ধার্ম্মিক লোকদ্বারা কল্পিত হয় নাই। যাহারা বেদ কল্পনা করিয়াছে, তাহাদের নাম এই, যথা—ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডো ধূর্ত্তো নিশাচরঃ। অর্থাৎ ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর ইহারাই বেদত্রয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। আর বেদ এবং শাস্ত্রসকল সকলের

মুখদ্বারা নির্গত হয়, এই কারণ সকল বিদ্যাই উচ্ছিষ্টরূপে পরি-গণিত জানিবে। পশুশ্চেৎ নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি। স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হন্যতে॥ অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশুবধ করিলে যদি তাহার (পশুর) স্বর্গ হয়, তাহা হইলে যজমান আপনার পিতাকে ঐ যজ্ঞে বধ করেন না কেন? পিতাকে বধ করিলে যজমান তাহার মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবেন না, এজন্য পিতাকে বধ না করিয়া পশুবধ করিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া থাকেন। বৃক্ষান্ ছিত্বা পশূন্ হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমান্। এবং চেৎ গম্যতে স্বর্গঃ নরকং কেন গম্যতে॥ অর্থাৎ ফল-পুষ্প-ছায়াপ্রদ বৃক্ষসকলকে ছেদন করিয়া ঝাড়কাঠ করা হয়, আর মহিষ ছাগপ্রভৃতি পশুদিগকে তাহাতে পূরিয়া বধ করতঃ পবিত্রা বসুন্ধরা মাতাকে রক্তকর্দ্দমময় করা হয়। এইরূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিলে কর্ত্তার যদি স্বর্গ হয়, তাহা হইলে কি কর্ম্ম করিলে নরক হয়, তাহা তাঁহারাই জানেন। কতক লোক বলিয়া থাকেন যে, ইন্দ্রিয়ের ও বিষয়ের সংযোগ-জন্য যে সুখসকল, তাহা মনুষ্য-জাতির ত্যাগ করা উচিত, কেন না সুখসকলই দুঃখদ্বারা দূষিত হইয়া আছে। ইহা মূর্খদিগের বিচারে সম্পন্ন হইয়াছে। বল দেখি, যে ধানে উত্তম তণ্ডুল রহিয়াছে, সে তণ্ডুল তুষদ্বারা আবৃত বলিয়া কি কেহ কখন ধান লইয়া নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছে? যদি কেহ বলে, বিবাহ করিলে সুখ হয় বটে, কিন্তু স্ত্রীর ভরণপোষণ করিতে অনেক কষ্ট হয়, ঐ কষ্টের ভয়ে কি কেহ বিবাহ করিতে

বিরক্ত হইয়াছে ? ঘর বাঁধিলে ভিক্ষুক আসিয়া ভিক্ষা চাহিয়া বিরক্ত করিবে বলিয়া কি কেহ কখন ঘর বাঁধে না ? ক্ষেত্রে শস্য রোপণ করিলে বনের পশু আসিয়া শস্য ভক্ষণ করিবে বলিয়া কি কেহ ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ বা বপন করেন না ? মূর্খেরা আত্মার মুক্তি-সাধনের জন্য যে বিবেক-বৈরাগ্য ষট্‌সম্পত্তি-প্রভৃতি কঠিন কঠিন সাধন করিতে উপদেশ দিতেছেন এবং অনেক মূর্খ লোক গৃহ গ্রাম দেশ জাতিকুলপ্রভৃতি সুখের সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া মস্তক মুণ্ডন বা মস্তকে জটা ধারণ বা দেহের সর্ব্বাঙ্গে ছাই মাখিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া গ্রামের বাহিরে বসিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদের কি উপকার হয় ? বরং মাতা-পিতার অকীর্ত্তি দেশের অমঙ্গল ইত্যাদিই হইয়া থাকে। আর সে ত্যাগীর আত্মদর্শন হয় না, পশুর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া দেশে বিদেশে, বনে পর্ব্বতে বেড়াইয়া বেড়ায়, শান্তি কোথায়ও পায় না। শান্তির উপায় কেবল আমি জানি, তাহা লোকের উপকারার্থ এখানে উল্লেখ করিতেছি।

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ পাপমাত্মপ্রপীড়নম্‌।
অপরাধীনতা মুক্তিঃ স্বর্গোঽভিলষিতাশনম্‌ ॥

অর্থাৎ কোনও জীবের কায় বাক্য মনের দ্বারা হিংসা করিবে না, ইহাই পরমধর্ম্ম ; আর তীর্থ ব্রতদ্বারা শরীরস্থ ইন্দ্রিয়-সকলকে কষ্ট দেওয়ার নাম পাপকর্ম্ম জানিবে। কোন ব্যক্তির বশে না থাকিয়া আপনার জীবিকা, আপনার বুদ্ধি ও বলদ্বারা

সাধন করিবে এবং স্বাধীন থাকিবে, ইহার নামই মুক্তি। আর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভোজন করার নামই স্বর্গভোগ জানিবে। বেদ-বাদীরা বেদোক্ত বিধি অবলম্বন করিয়া বৈদিককর্ম্মসকল নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু বেদের যে পরম সিদ্ধান্ত, তাহা বেদবাদীরা লঙ্ঘন করিয়া বেদনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, আর বলেন,—বেদ-নিষিদ্ধ কর্ম্ম করার নামই পাপকার্য্য ; পাপ করিলেই নরকভোগ করিতে হয়। বেদে লিখিয়াছেন যে, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" অর্থাৎ কোন জীবের হত্যা করিবে না, ইহাই বেদের পরম সিদ্ধান্ত। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা লোভের বশীভূত হইয়া উক্ত বেদের বিধিকে লঙ্ঘন করিয়া অশ্বমেধাদি নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। একি সম্পূর্ণ অনিষ্ট নহে ? তুমি যদি আর্য্য-সন্তান হও, তোমার যদি বেদে বিশ্বাস থাকে, তোমার যদি ঈশ্বরের ভয় থাকে, তবে তুমি "মা হিং স্যাৎ সর্ব্ব ভূতানি" এই বেদের সার, সর্ব্ব জীবের সুখ-শান্তিজনক বিধিকে কদাপি লঙ্ঘন করিতে পারিতে না। লঙ্ঘন করিতেছ, তথাপি মনে লজ্জা নাই, পরকালের ভয় নাই, ঈশ্বরে আস্থা নাই। হে নচিকেতঃ! চার্ব্বাকের মত তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা বেদবিশ্বাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী প্রভৃতি নরনারীর যাহাতে পরম গতি হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য, আমি তোমার গুরু ধর্ম্মরাজ। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমা-মনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওঁমিত্তি। অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড,

উপাসনা কাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড, এই কাণ্ডত্রয়বিশিষ্ট ঋক্ সাম এবং যজু যে পদকে কথন করিতেছে, ধর্ম্মাত্মা তপস্বিগণ যাহার জন্য কঠোর তপস্যা অর্থাৎ শীতকালে চারি মাস জলে অবস্থান, গ্রীষ্মকালে চারিধারে চারিটী অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া মস্তকে সূর্য্যের উত্তাপ সহন, বর্ষাকালে চারি মাস বৃক্ষতলে বাস করেন, যে পদলাভের জন্য লোকে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে, আমি সংক্ষেপে ঐ পদের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর—ওমিতি।

অর্থাৎ তোমার প্রশ্ন মৃত্যুর পরে কি হয়? তাহার উত্তর আমি সংক্ষেপে ওঁ দিলাম। ইহা তুমি বুঝিয়াছ কি না আমার নিকট কীর্ত্তন কর। নচিকেতা গুরুরূপ মৃত্যুর মুখে উক্ত বাক্য শ্রবণে পাদতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে করযোড়ে বিনয়বাক্যে কহিলেন, গুরো! আমি মন্দমতি বালক। আপনি জ্ঞানের সাগর, আপনার কথা বিশদরূপে বুঝিতে পারিলাম না। নচিকেতার এইরূপ বাক্যে মৃত্যুরাজ ধর্ম্ম তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে নচিকেতঃ! আমি বিশদরূপে বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর; যথা—"এতদেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরং। এতদেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তদিতি॥ অর্থাৎ এই ওঁকার অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ বিষ্ণু ব্রহ্মা মহেশ রূপ, আর এই ওঁকার পরব্রহ্ম অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত নির্ব্বিকার আত্মা জানিবে। হে নচিকেতঃ, অকার উকার মকার এই অক্ষরত্রয়ের সংযোগে ওঁকার গঠিত

হয়, এখানে অকার অর্থে বিষ্ণু. উকার অর্থে ব্রহ্মা এবং মকার অর্থে মহেশ্বর। এই দেবত্রয়ের মধ্যে যে সাধক যে দেবতার ধ্যান করিবে, সেই সাধক ঐ দেবের স্বরূপলাভ করিবে। আর যদি নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান করে, তবে ঐ সাধক নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপলাভ করিবে। ইহাই ওঁকারের স্বরূপ। কাহারও মতে বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব এই দেবতাত্রয় ওঁকার অক্ষরের বাচ্যার্থ। অর্থাৎ সত্ত্বগুণ-প্রধান মায়োপহিত চৈতন্য-ব্রহ্ম বিষ্ণু, আর রজোগুণ-প্রধান মায়োপহিত চৈতন্য-ব্রহ্ম ব্রহ্মা এবং তমোগুণ প্রধান মায়োপহিত চৈতন্য ব্রহ্ম শিব আর গুণত্রয়ময়ী মায়াতে ব্যাপক এবং গুণত্রয়-নিরবচ্ছিন্ন সৎ চিৎ অখণ্ড আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম ওঁকার অক্ষরের লক্ষ্যার্থ জানিবে। এই লক্ষ্যার্থরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নাই। নচিকেতা বলিলেন, আহা! আহা! আহা! ধন্য ধন্য ধন্য গুরু! ধন্য ধন্য ধনা বেদ! নচিকেতা কহিলেন, হে গুরো! আমার জ্ঞানরূপ নেত্রোপরি যে, অবিদ্যার গাঢ় আবরণ ছিল, তাহা আপনার ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অঞ্জনদ্বারা নষ্ট হইয়াছে। আমি এখন অখণ্ডানন্দস্বরূপকে লাভ করিয়া পূর্ণকাম হইয়াছি। আর আমি দেখিতেছি যে, যে ভূতের অংশ হইতে আমার সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছিল, এখন অংশসকল বন্ধনবিমুক্ত পশুর ন্যায় সূক্ষ্ম-শরীরকে ত্যাগ করিয়া স্বস্বজাতীয় ভূতদিগের অংশে মিলিত হইতেছে। আমার শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশের সত্ত্বাংশে, ত্বগিন্দ্রিয় বায়ুর সত্ত্বাংশে, চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজের সত্ত্বাংশে,

রসনেন্দ্রিয় জলের সত্ত্বাংশে এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবীর সত্ত্বাংশে মিলিত হইতেছে। এরূপ পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয়রহিত সূক্ষ্ম শরীর খণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রকার বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চবিধ কর্ম্মেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম-শরীরের বন্ধন হইতে যুক্ত হইয়া স্ব স্ব ভূতের রজোংশে মিলিত হইতেছে। এইরূপ চতুষ্কলাসম্পন্ন ভূতপঞ্চকের সত্ত্ব অংশের সমষ্টিরূপ অন্তঃকরণ আপন আপন ভূতের সত্ত্বাংশের সহিত মিলিত হইতেছে। ভূতপঞ্চকের রজোংশের সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরের প্রধান পঞ্চপ্রাণ আপন আপন স্বজাতি ভূতের রজোংশে মিলিত হইয়াছে। আমি যেমন পিতার উপদেশে মর্ত্তলোকে অন্নময়কোষ পার্থিব-শরীরকে ত্যাগ করিয়া, গুরুদেব, তোমার চরণে শরণাগত হইয়াছিলাম, তেমনি এখন তোমার জ্ঞানোপদেশে প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই চতুর্ব্বিধ কোষ হইতে বিযুক্ত হইয়াছি ; আর আমার আত্মার বন্ধনসকল নষ্ট হইয়াছে, এখন আমার আত্মা মেঘ-বিনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞানরূপ প্রভাদ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডস্থিত পদার্থসকলকে প্রকাশিত করিতেছে এবং আমি স্বপ্রকাশে প্রকাশিত হইতেছি। এই বলিয়া নচিকেতা গুরুর চরণে প্রণত হইলেন। গুরু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দিবেন, কিন্তু চাহিয়া দেখিলেন নচিকেতা নাই। যম শিষ্যের স্নেহে আবদ্ধ হইয়া পুত্রবিচ্ছেদকাতরা মাতার ন্যায় বার বার নচিকেতা! নচিকেতা! প্রিয় নচিকেতা! আমার প্রাণ নচিকেতা! আমাকে একবার দেখা দাও বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এমন

সময় কিন্নর কিন্নরী গন্ধর্ব্ব অপ্সরোগণ গীতবাদ্য-নৃত্য করিতে লাগিলেন, মৃদুমন্দ সুগন্ধ পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল, স্বর্গবাসী দেবদেবীগণ পুষ্পবৃষ্টি এবং দুন্দুভির ধ্বনি করিতে লাগিলেন। দিক্‌সকল প্রসন্ন এবং আকাশ বিমলরূপ ধারণ করিল। চতুর্দ্দিকে হরিনামের ধ্বনি উত্থিত হইল। নচিকেতার আত্মা পরমাত্মাতে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া ও শুনিয়া যোগীশ্বর মুনীশ্বর জীবন্মুক্ত-সাধকসকল জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মৈব ভবতি।

ওঁ তৎসৎ।